১৬ জুন ২০১৬, ২ আষাঢ় ১৪২৩, ১১ রমজান ১৪৩৭, বর্ষ ২ বৃহস্পতিবার সংখ্যা ৩৬, পৃষ্ঠা ১৬, দাম ২ কাতারি রিয়াল, ৩০০ বাহরাইনি ফিলস

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية

সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

প্রথম আলো

The Most Popular Bangladeshi Newspaper **Prothom Alo Weekly Gulf Edition** Printed & Distributed by Dar Al Sharq, Qatar

www.prothom-alo.com Thursday, 16 June 2016, 2 Ashar 1423, 11 Ramzan 1437, Year 2, Issue 36, Page 16, Price- Qatar: QR. 2, Bahrain: 300 Fils /DailyProthomAlo /ProthomAlo

কাতার ও বাহরাইনে প্রবাসীদের জন্য চাকরির খোঁজ দেখুন: পৃষ্ঠা-৬

তামিম-কাণ্ডে ম্যাচ পণ্ড পৃষ্ঠা : ১৪

কসাইখানার শতাধিক কর্মী চাকরি হারাতে পারেন পৃষ্ঠা : ৪

দেশে ফিরেই শুটিংয়ে রোজিনা পৃষ্ঠা : ১৫

আমিরের ইফতার কাতারের বুদ্ধিজীবী, বিচারক ও ইসলামি বিশেষজ্ঞদের সম্মানে মহামান্য আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানি ১৩ জুন ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আলওয়াজবাহ রাজপ্রাসাদে আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে অংশ নেন আমিরের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি শেখ জাসিম বিন হামাদ আলথানিসহ কাতারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ছবিতে ইফতারের আগে আমিরকে ইসলামি চিন্তাবিদ শেখ ইউসুফ আলকারাদাবির সঙ্গে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

সৌদি যেতে হলে দক্ষ হতে হবে

রাহীদ এজাজ ●

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্প্রতি শেষ হওয়া সফরের মধ্য দিয়ে সৌদি আরবে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সৌদি সরকার বাংলাদেশে বিনিয়োগের পাশাপাশি নিজের দেশে তেল খাতের বাইরে অন্য খাতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে চিরাচরিত আধা দক্ষ ও অদক্ষ লোকজনের কর্মসংস্থানের চেয়ে বিশেষায়িত ও দক্ষ পেশাজীবীদের সৌদি আরব পাঠানোর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরব সফরকালে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবের সরকার তাদের সার্বভৌম তহবিল (সভারেন ফান্ড) থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে। আর ব্যবসায়ী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে ব্যবসার সম্ভাবনা যাচাই করতে কয়েক মাসের মধ্যে বাংলাদেশে আসছেন। সৌদি আরবের সরকারি-বেসরকারি দুই তরফের এই আগ্রহের কারণে বাংলাদেশের লোকজনের কর্মসংস্থানের বড় ধরনের সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এ সুযোগকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য নির্ভর করবে সৌদি আরবের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও চাহিদার সঙ্গে তাল মেলানোর ওপর। কারণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌদি সরকারের প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীদের আলোচনায় আভাস পাওয়া যাচ্ছে, দেশটি তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে অন্য খাতে বিনিয়োগের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। তেমনি বিনিয়োগের চিরাচরিত গন্তব্য পাশ্চাত্য ছেড়ে নতুন গন্তব্য খুঁজছে।

বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ

- তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে তথ্যপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা
- আলবায়ান বাংলাদেশ থেকে প্রকৌশলীর পাশাপাশি দক্ষ, আধা দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নেবে
- সার্বভৌম তহবিল থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ সৌদির

সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সৌদি আরবের ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মেদ বিন সালমানের পরিকল্পনায় আস্থা রেখে দেশটি তেলনির্ভরতা কমিয়ে অর্থনীতির গতি অন্যদিকে ঘোরানোর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। এ জন্য আরামকো বা সৌদি অ্যারাবিয়ান অয়েল কোম্পানির শেয়ার ২০১৭ কিংবা ২০১৮ সালেই বিক্রি করে দুই ট্রিলিয়ন ডলারের সভারেন ফান্ডের আকার বড় করা হবে। আর এই তহবিল দিয়ে অ্যাপল, গুগলের প্রধান প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট ইনক, মাইক্রোসফট করপ ও বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে ইনকের মতো বিশ্বের বড় চারটি প্রতিষ্ঠান সহজে কেনা যাবে। সভারেন ফান্ড কাজে লাগানোর অংশ হিসেবে গত বছরের জুলাইয়ে ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার পোসকো ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কন্সট্রাকশন কোম্পানির ৩৮ শতাংশ শেয়ার কিনেছে সৌদি সরকার। আর রাশিয়ায় বিনিয়োগ করেছে ১০ বিলিয়ন ডলার।

শেখ হাসিনার সফরের সময় সৌদি বাদশাহ সালমানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ইয়াসির আলরুমায়ান সে দেশের সভারেন ফান্ড থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

আমিরের ক্ষমায় মুক্তি পাচ্ছেন ৮ বাংলাদেশি

তামীম রায়হান, কাতার ●

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানি সাজাপ্রাপ্ত কিছু আসামিকে ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। এঁদের মধ্যে আটজন বাংলাদেশি রয়েছেন। ওই আটজন বাংলাদেশি আমিরের বিশেষ ক্ষমায় মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।

কাতারে বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে এসব আসামি নানা মেয়াদে সাজা ভোগ করছেন। ক্ষমার আদেশ পাওয়ার পর এঁদের সবাই মুক্তির অপেক্ষায় আছেন। আট বাংলাদেশিও মুক্তির প্রহর গুনছেন। কারাগার থেকে মুক্তির পর তাঁদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

জানা গেছে, বাংলাদেশি ছাড়াও চলতি বছর ভারতের ২৩ জন এবং ফিলিপাইনের ১৫ জন আসামি

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে থাকুন

আনন্দ বিনোদন

পাঠক, ফেসবুকে 'আনন্দ বিনোদন' পেজের মাধ্যমে জানান আপনার মতামত, প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শ।
fb.com/anandabinodon.pa

GASTROENTEROLOGY DEPARTMENT

NOW AT
NASEEM AL RABEEH MEDICAL CENTRE
CALL: 333 00 114

You can consult
Dr.Vijay Ramachandran
MBBS, MS (Gen. Surgery), M.Ch (G.I.Surgery,AIIMS), FRCS (Royal College of Surgeons of England)
FUICC (MSKCC, New York), FMAS, FIAGES, UICC Fellow, HPB Service, MSKCC, US
Clinical Fellow, HPB Service, TTSH, Singapore

Visiting Date April 2,3
Time : Morning 9am-1pm
Evening 5pm-9pm

www.naseemalrabeeh.com
NR NASEEM AL RABEEH
Naseem Al Rabeeh Medical Centre
C Ring Road, Opp Gulf Times, Doha - Qatar
Tel: +974 44652121/44655151, Fax: +974 44654490

বিক্রির জন্য সড়কে গাড়ি প্রদর্শন করলে জরিমানা

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের ব্যস্ততম সড়ক ও জনসমাগম হয়—এমন স্থানে বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে গাড়ি প্রদর্শন আইনত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দিন দিন এ ধরনের পদক্ষেপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বন্ধ করতে কাতারের ট্রাফিক বিভাগ নতুন করে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন মাঠ, গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান ও সড়কে বিক্রির উদ্দেশ্যে গাড়ি প্রদর্শন করলে জরিমানা আদায়সহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ট্রাফিক বিভাগে টহলরত পুলিশ সদস্যরা অবৈধভাবে বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন।

ট্রাফিক বিভাগের বরাত দিয়ে আরবি ভাষার দৈনিক *আশশার্ক* জানায়, গাড়ির শোরুম ও নিলাম প্রতিষ্ঠান খোলা স্থান বা সড়কে বিক্রির উদ্দেশ্যে গাড়ি প্রদর্শন করতে চাইলে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে।

অগ্নিকাণ্ড নাজমায় গত ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো একই জায়গায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ ১১ জুন বেলা ১১টার দিকে ওই এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে সেখানে রাখা ব্যবসায়ীদের পুরোনো আসবাবপত্রের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এভাবে বারবার আগুন লাগার কারণে ওই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে শঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

নতুন রূপে উদ্বোধন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট

কাতার প্রতিনিধি

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের নতুন ও উন্নত ভার্সন উদ্বোধন করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে। সব ধরনের ইন্টারনেট ব্রাউজারের সর্বশেষ সংস্করণের আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় রেখে এটি তৈরি করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে নতুন এই ওয়েবসাইট। এই সাইটে একজন পরিদর্শক একই সঙ্গে ৬০টি ইলেকট্রনিক সার্ভিস গ্রহণ করতে পারবেন। মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৬০টি বিভাগ থেকে যাতে সেবা পাওয়া যায়, সে জন্য এই ওয়েবসাইটে সব বিভাগ একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও আইফোনের অপারেটিং সিস্টেমে সব ধরনের ব্রাউজার যেমন গুগল ক্রোম, ফায়ার ফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ও সাফারিতে নতুন ওয়েবসাইটটি দক্ষতার সঙ্গে চালানো যাবে।

প্রথম পাতায় মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি, বিভিন্ন বিভাগ ও কমিটির তথ্য, তথ্যকেন্দ্র ও মিডিয়া বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের পরিচালিত সর্বশেষ জরিপের তথ্য ও সংবাদের জন্য রয়েছে আলাদা পাতা।

ভিসা ব্যবস্থা, নিরাপত্তা বিভাগ, ট্রাফিক বিভাগ, রেসিডেন্সি ও বহির্গমন-সংক্রান্ত সব সার্ভিস এক ক্লিকের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

এ সপ্তাহের কাতার

থিমপার্ক অ্যাকুয়া পার্ক

সপরিবারে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে রমজান মাসের রাত কাটাতে উপযুক্ত জায়গা হতে পারে কাতারের একমাত্র থিমপার্ক অ্যাকুয়া পার্ক। মাসজুড়ে রাত আটটা থেকে দুইটা পর্যন্ত নানা রকম আয়োজনে মুখর থাকে অ্যাকুয়া পার্ক। সুবিশাল স্ক্রিনে ইউরো ও অন্যান্য কাপের ফুটবল ম্যাচ দেখার সুযোগ এ আয়োজনের বাড়তি আকর্ষণ। সব বয়সের সবার জন্য আনন্দময় রজনীর প্রয়োজনীয় সব আয়োজনে অ্যাকুয়া পার্ক এখন মুখর রমজান মাসজুড়ে।

ফোরডি মেলা

শরীরের শিরা-উপশিরা ও রক্ত নিয়ে ফোরডি মেলা চলছে কাতারার ১৮ নম্বর ভবনে। সঙ্গে থাকছে এসব সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের প্রদর্শনী। চলবে ১১ জুলাই পর্যন্ত। সকাল ৯টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত আগ্রহী দর্শকদের জন্য বিনা মূল্যে উন্মুক্ত এই মেলা।

পবিত্র কোরআন হেফ্‌জ কর্মসূচি

শিশু-কিশোরদের পবিত্র কোরআন শরিফ হেফ্‌জ করতে উৎসাহ ও সমর্থনে এগিয়ে এসেছে কাতারা। রমজান মাস উপলক্ষে কাতারার মসজিদে সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চলছে বিশেষ কোরআন শরিফ হেফ্‌জ করার আসর। চলবে ২৩ জুন পর্যন্ত। চতুর্থবারের মতো এই আয়োজনে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই পবিত্র গ্রন্থের।

বিচ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ

আলফারজান কমিটির তত্ত্বাবধানে কাতারা সাগর বিচে শুরু হয়েছে বিচ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। রাত ৯টা থেকে চলছে প্রায় ১২টা পর্যন্ত। ষষ্ঠবারের মতো এই আয়োজনে যে কেউ অংশ নিতে পারেন। চলবে ২৫ জুন পর্যন্ত। একই বিচে চলছে কাতারা বিচ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ। যেকোনো অভিবাসী বা নাগরিক এতে অংশ নিতে পারেন।

সামান্য বাড়ছে প্রিমিয়াম পেট্রলের দাম

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের জ্বালানি মন্ত্রণালয় জ্বালানি তেলের নতুন মূল্যতালিকা প্রকাশ করেছে। বিগত মে মাসে বিশ্ববাজারের জ্বালানি তেলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই দাম নির্ধারণ করা হয়। এতে জ্বালানির দাম সামান্য বাড়ানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত বিভিন্ন জ্বালানির মূল্যতালিকা কার্যকর হলে কাতারে বৃদ্ধি পাবে পেট্রলের দাম। ইতিমধ্যে নতুন মূল্যতালিকা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত মূল্যতালিকায় দেখা গেছে, প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির পেট্রলের দাম সামান্য বেড়ে প্রতি লিটারের দাম হবে ১ দশমিক ২০ রিয়াল। অন্যদিকে সুপার ক্যাটাগরির পেট্রল ও ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত থাকবে। গত মাসে প্রতি লিটার পেট্রল ১ দশমিক ১৫ রিয়াল করে বিক্রি হয়েছিল।

আগামী বছরই বাজার থেকে ধাতব সিলিন্ডার প্রত্যাহার

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের প্রধান জ্বালানি বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান কাতার পেট্রোলিয়াম (ওকুদ) আগামী বছরের মাঝামাঝি রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত সব ধাতব সিলিন্ডার বাজার থেকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর পরিবর্তে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের সিলিন্ডার ব্যবহার করা হবে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইব্রাহিম জামাম আলকুবারি বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, রান্নাবান্নার জন্য গ্যাস বিতরণের কাজে ধাতব সিলিন্ডারের পরিবর্তে শাফাফ বা একধরনের স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরি সিলিন্ডার ব্যবহার করা হবে।

এর আগে কেন্দ্রীয় নগর-পরিকল্পনা কাউন্সিলের সদস্য ফাতিমা আহমেদ আলকুবারি ধাতব সিলিন্ডারের পরিবর্তে শাফাফ ব্যবহারের দাবি জানিয়েছিলেন। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই ওকুদ এই ঘোষণা দেয়।

তবে ২০১০ সাল থেকেই ওকুদ শাফাফ সিলিন্ডার বাজারজাত করে আসছে। ধাতব সিলিন্ডারের পরিবর্তে শাফাফ সিলিন্ডার জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রচারণাও চালানো হয়েছিল। বলা হচ্ছে, ধাতব

প্লাস্টিক সিলিন্ডার

সিলিন্ডারের চেয়ে শাফাফ অনেক বেশি নিরাপদ।

গত তিন বছরে বাজার থেকে ওকুদের মালিকানাধীন এক-তৃতীয়াংশ ধাতব সিলিন্ডার উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে শাফাফ বাজারজাত করছে প্রতিষ্ঠানটি। শাফাফ অনেক বেশি নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হওয়ায় স্থানীয় জনগণের কাছে এর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

বাজারে বিদ্যমান ধাতব সিলিন্ডারের ওজন খালি অবস্থায় ১২ কেজি। অন্যদিকে প্লাস্টিকের তৈরি শাফাফ সিলিন্ডারের ওজন মাত্র পাঁচ কেজি। স্বচ্ছ হওয়ায় সিলিন্ডারে রক্ষিত গ্যাস পর্যবেক্ষণ অধিকতর সহজ।

তবে ১২ কেজি ওজনের বেশি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শাফাফ সিলিন্ডারও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। গত বছর এ রকম প্রায় ২০ লাখ সিলিন্ডার বিক্রি হয়, যা আগের বছরের তুলনায় ৪৪ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে ছয় কেজি ওজনের শাফাফ সিলিন্ডারের বিক্রি গত বছর ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ধাতব সিলিন্ডারের পরিবর্তে শাফাফ ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ওকুদ গত বছর ১০ কোটি রিয়াল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। বলেছে, এই সিলিন্ডারে দুর্ঘটনা ঘটলে এই অঙ্কের অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

এদিকে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এলএলবি গ্যাসের ব্যবহার। গত বছর প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার টন এলএনজি বিক্রি হয়। ওকুদের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে এলএনজি খাতে প্রবৃদ্ধির হার প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশ।

একসঙ্গে সাত মন্ত্রণালয়ের সেবা দিতে নতুন কেন্দ্র

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের নাগরিক ও অভিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি সেবা আরও নির্বিঘ্ন করতে মেসাইমারে নতুন সেবাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন কাতারের প্রশাসনিক সেবা, শ্রম ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. ইসা বিন সাদ আলনুয়াইমি। এ সময় সেবাকেন্দ্রে নিয়োগ পাওয়া নতুন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী ইসা বিন সাদকে উদ্ধৃত করে কাতার সংবাদ সংস্থা জানায়, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে ৫ মেসাইমারের সরকারি সেবাকেন্দ্রটি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মন্ত্রী আরও বলেন, কাতারের নাগরিক ও অভিবাসীদের আরও সহজে উন্নত সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বিশাল এলাকা নিয়ে সেবাকেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে।

এই কেন্দ্রে একসঙ্গে কাতারের সাতটি মন্ত্রণালয়ের সেবা পাওয়া যাবে। উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী সেবাকেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তর ঘুরে দেখেন। এই কেন্দ্রে রয়েছে পররাষ্ট্র, বিচার, অর্থ ও বাণিজ্য, প্রশাসনিক, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং নগর-পরিকল্পনা ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অফিস। এ ছাড়া কাতারের পানি ও বিদ্যুৎ অধিদপ্তরও এখান থেকে নাগরিকদের সেবা দেবে।

মোট ৩০টি আলাদা কাউন্টার থেকে বিভিন্ন সরকারি সেবা পাবেন নাগরিক ও অভিবাসীরা। মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা কয়েকটি বিভাগ।

কাজের চাপ কমাতে ও দ্রুততম সময়ে নাগরিকদের সমস্যা সমাধানে এই কেন্দ্রে দুই বিভাগে কর্মকর্তারা কাজ করবেন। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে একটা পর্যন্ত এবং বিকেল তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত নাগরিকদের সেবা দেওয়া হবে।

সরকারি কাজের জটিলতা কমাতে ও মূল্যবান সময় বাঁচাতে সম্প্রতি কাতার সরকার একীভূত সেবা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের একীভূত সেবাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

বর্তমানে এসব কেন্দ্রে প্রতিদিন গড়ে প্রায় চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার কাজ করা হচ্ছে।

বাবা চাপাতিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে হামাদ আলআমারি

বাবা চাপাতিয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আলআমারি

কাতারের জনপ্রিয় স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান এবং সামাজিক মিডিয়ার প্রভাবক হামাদ আলআমারিকে বাবা চাপাতিয়ার নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ঘোষণা করা হয়েছে। কাতারে বাবা চাপাতিয়া জনপ্রিয় ক্যাফে। হামাদ আলআমারি সম্পর্কে বাবা চাপাতিয়া জানায়, হামাদ তারুণ্য, উদ্ভাবনী গুণাবলিসম্পন্ন একজন তরুণ। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উৎসাহের প্রতীক হিসেবে বাবা চাপাতিকে সবার কাছে কাছে তিনি উপস্থাপন করবেন বলে প্রতিষ্ঠানটি আশা করে।

২০১৩ সালে আলওয়াকরাতে বাবা চাপাতিয়ার প্রথম শাখা খোলা হয়। এটি মূলত তার সর্বোৎকৃষ্ট কারাক এবং প্রকাণ্ড পারাঠার জন্য পরিচিত। অল্প সময়ের মধ্যেই কফি হাউসটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ক্যাফে অনুরাগীদের সুবিধার্থে কাতারের বিভিন্ন স্থানে শাখা খোলা হয়েছে। ক্যাফে বাবা চাপাতিয়া মনে করে, একটি ব্র্যান্ডের দ্রুত সাফল্যের পরিমাণ অনুমান করা যায় এর শাখা সম্প্রসারণের মাধ্যমেই। বর্তমানে বাবা চাপাতিয়ার পাঁচটি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে মাতারকাদিম, আবু হামুর, আলওয়াকরায় দুটি শাখা রয়েছে। আলদাইয়িন, আলওয়াজবা ও আজিজিয়াতে আরও তিনটি শাখা উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে।

বাবা চাপাতিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সহপ্রতিষ্ঠাতা ইউনুস সেলিম ভাপাত্তু বলেন, 'কাতারের সংস্কৃতিতে কারাক ও পারাঠা একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যেকোনো কাতারি ব্যক্তির স্কুলের দিন থেকে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে এক কাপ কারাক ও পারাঠা দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হয়ে আছে। ওয়াকরাতে অবস্থিত প্রথম শাখার সাফল্য এবং আমাদের ভক্তদের চাহিদা ও অনুরোধে দেশের অন্যান্য স্থানে শাখা খোলা হয়েছে।'

সেলিম ভাপাত্তু আরও বলেন, 'তরুণ ও প্রতিভাবান হামাদ আলআমারি আমাদের ব্র্যান্ডের আদর্শ উপস্থাপন করবেন। তিনি নিজেকে বাবা চাপাতির মতোই মজাদার, নান্দনিক ও সহজাত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরবেন। তাঁর সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তিনি স্থানীয় কমেডিয়ানদের নিয়ে একটি দল তৈরি করেছেন।'

ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হওয়ার পর হামাদ আলআমারিকে তাঁর পছন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জানান, 'কারাক কাতারি ও অভিবাসীদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বাবা চাপাতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। কারণ আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি, তাদের কাছে কাতারের সর্বোৎকৃষ্ট কারাক পাওয়া যায়। বিশ্বাস করুন, আসলেই সর্বোৎকৃষ্ট কারাক!'

হামাদ আরও বলেন, 'একজন কাতারি নাগরিক হিসেবে এটা আমার জন্য আসলেই গর্বের ব্যাপার যে আমি বাবা চাপাতির সাফল্যের গল্পের অংশ হতে পেরেছি। কাতারের একটি ব্র্যান্ড হিসেবে এটিকে গড়ে তুলতে অভিজ্ঞ ও স্থানীয় লোকজনকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।' বিজ্ঞপ্তি।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পৌনে তিন লাখ রিয়াল জরিমানা

শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের শিল্প এলাকায় সম্প্রতি পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে। এ সময় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় পৌনে তিন লাখ রিয়াল জরিমানা আদায় করা হয়েছে। নগর পরিকল্পনা ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে অবৈধ কেবিন উচ্ছেদ করা ছাড়াও সড়কে ফেলে রাখা নির্মাণসামগ্রী, শিল্পবর্জ্য ও গাড়ির পুরোনো টায়ারের জন্য বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কয়েক দিন আগে পরিচালিত অভিযানে এক দিনেই সফলভাবে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পরিত্যক্ত গাড়ি, সাড়ে ১৪ হাজার পুরোনো টায়ার ও প্রায় ৭ হাজার বর্জ্য পদার্থের বিপরীতে জরিমানা আদায় করা হয়।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পরিচ্ছন্নতা বিভাগের পরিচালক সফর আলসাফি বলেন, পবিত্র রমজান মাসজুড়ে অভিযান চলবে। এই অভিযান আগামী মাসে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন পর্যন্ত শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে।

আলসাফি জানান, অভিযান চালানোর সময় সড়কে ফেলে রাখা গাড়ি অথবা দূষণকারী যেকোনো জিনিসের ওপর স্টিকার সেঁটে দিচ্ছেন অভিযান পরিচালনাকারী পরিদর্শকেরা। তিন দিনের মধ্যে প্রকৃত মালিকের সন্ধান না পাওয়া গেলে এসব সামগ্রী ৩৩ নম্বর সড়কের কাছে উন্মুক্ত ময়দানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপর আরও তিন দিন অপেক্ষা করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রকৃত মালিক ৫০০ রিয়াল জরিমানা এবং গাড়ি বহনে ব্যয়ের অর্থ পরিশোধ করে তাঁর গাড়ি বা অন্যান্য বস্তু ফেরত নিয়ে যেতে পারবেন। অন্যথায় এসব পরিত্যক্ত গাড়ি ও অন্যান্য সামগ্রী মাশাফে অবস্থিত সংরক্ষণাগারে নিয়ে যাওয়া হবে।

তিন মাসের মধ্যে জরিমানা ও মন্ত্রণালয়ের ব্যয়কৃত অর্থ পরিশোধ করে গাড়ি ফেরত নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকছে। নির্ধারিত সময়ের পরে এসব গাড়ি জনসম্মুখে নিলামে তোলা হবে।

পরিদর্শক দল এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার পরিত্যক্ত গাড়িতে স্টিকার লাগিয়েছেন। এর মধ্যে ৩৪০টি গাড়ির মালিক জরিমানা দিয়ে তাঁদের গাড়ি ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা নানাভাবে সহায়তা দিচ্ছে। ট্রাফিক বিভাগ, লাখবিয়া, আলফাজাসহ দোহা পৌরসভার চারটি দল যৌথভাবে এই অভিযানে অংশ নিচ্ছে।

ইফতার পবিত্র রমজানে কাতারের বিভিন্ন ব্যক্তি অসহায় ও গরিব মানুষের মধ্যে জন্য ইফতার বিতরণ করেন। ইফতারের আগে তাঁদের বাড়ির সামনে বিতরণের জন্য আনা হয় ইফতারসামগ্রী। ফলে বিকেলে এসব বাড়ির সামনে ভিড় করেন বিদেশি শ্রমিক ও অসহায় ব্যক্তিরা। পবিত্র রমজানের প্রতি বিকেলে রাজধানী দোহাসহ বিভিন্ন এলাকায় কাতারের নাগরিকদের বাড়ির সামনে এমন দৃশ্য দেখা যায় ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

রমজান মেলায় দেশি-বিদেশি ২৫০ প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে

কাতার প্রতিনিধি

এবারের মাহে রমজান উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ রমজান মেলায় দেশি-বিদেশি ২৫০টির বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। ১১ জুন থেকে দোহা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও সম্মেলন কেন্দ্রে এই বিশেষ মেলা শুরু হয়েছে। মেলা চলবে দুই সপ্তাহ।

সম্মেলন কেন্দ্রের ১ ও ২ নম্বর হলে ফ্যাশন হাউস, কার্পেট, মূল্যবান প্রাচীন জিনিস বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও ঘর-গৃহস্থালির বিভিন্ন সামগ্রীর স্টল রয়েছে। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত মেলা চলছে। এ ছাড়া ইফতারের পর রাত আটটা থেকে একটা পর্যন্ত মেলায় বিকিকিনি চলছে।

কাতার দাতব্য সংস্থা ও কাতার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে রমজান উপলক্ষে বিশেষ ধর্মীয় বক্তৃতাপর্ব। সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দুই ঘণ্টা ধরে রমজান মাসের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য নিয়ে কাতার ও মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বক্তৃতা করছেন। এ পর্বটি পরিচালনা করছেন ডা. আবদুল রহমান।

বাচ্চাদের জন্য খেলাধুলার আয়োজন থাকছে ৩ নম্বর হলে। এখানে কাটিং ও মিনি ফুটবল খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। বেলা দুইটা থেকে শুরু করে রাত দুইটা পর্যন্ত মেলায় আসা বাচ্চারা খেলাধুলা করার সুযোগ পাচ্ছে। ফুড কোর্টে থাকছে বিভিন্ন দেশের মজাদার খাবার উপভোগের ব্যবস্থা। এ ছাড়া ভোজন রসিকেরা উয়েফা কাপের খেলা উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

মেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছে মারায়া জনসংযোগ বিভাগ। মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক কাতার পর্যটন কর্তৃপক্ষ। প্রতিবছর কাতারের জনগণের সংস্কৃতি তুলে ধরতে এই মেলার আয়োজন করা হয়। এটি হয়ে ওঠে রমজানে কাতারে পালিত বিভিন্ন প্রথা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন।

মারায়া বিভাগের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, এই মেলায় কাতারের মানুষ এবং এ দেশে বসবাসরত অভিবাসীদের বিভিন্ন উপায়ে এই মেলায় রমজানের স্বাগত জানানো হচ্ছে। তুলে ধরা হচ্ছে কাতারের সংস্কৃতি।

গাড়িতে যেকোনো পাশ থেকে তেল ভরা যাবে

ওকুদের সার্ভিস স্টেশনে হোস পাইপ সম্প্রসারণ

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের জ্বালানি বিভাগ সম্প্রতি সব সার্ভিস স্টেশনের হোস পাইপ সম্প্রসারণের কাজ শেষ করেছে। এখন থেকে সার্ভিস স্টেশনে অবস্থিত যেকোনো পাম্প থেকে জ্বালানি তেল নিতে আসা গাড়িতে তেল ভরা যাবে।

সাধারণত গাড়ি প্রস্তুতকারী কোম্পানিসমূহ জ্বালানি তেল ভরার কাজ সহজ করতে গাড়ির নির্দিষ্ট স্থানে ট্যাংকের খোলা মুখ স্থাপন করে থাকে। তবে পাইপ সম্প্রসারণের কাজ শেষ হওয়ায় এখন থেকে গাড়িতে জ্বালানি ভরতে কোনো অসুবিধার মুখে পড়তে হবে না।

ওকুদের প্রধান পরিচালনা প্রকৌশলী ইব্রাহীম আলকুবারি বলেন, ওকুদের সার্ভিস স্টেশনে যেকোনো গাড়িতে যেকোনো পাশ থেকে জ্বালানি তেল ভরা সম্ভব হবে। এর ফলে তেল নিতে আসা গাড়িকে দীর্ঘ সময় সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। এতে গাড়ির মালিকদের দুর্ভোগও অনেকাংশে কমে আসবে।

কামানের তোপধ্বনিতে ইফতারের সুসংবাদ

কাতার প্রতিনিধি

প্রতিবছর পবিত্র রমজানে কাতারের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যেন এক ভিন্ন আবহে জেগে ওঠে। এরই অংশ হিসেবে কাতারের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি জায়গায় এবারও স্থাপন করা হয়েছে কামান। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইফতারের সময় হলে এসব কামানের তোপধ্বনি নগরবাসীকে জানান দেয় সূর্যাস্তের সুসংবাদ আর ইফতারের সময় হওয়ার।

চলতি বছর কাতারের তিনটি জায়গায় এমন কামান স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে মূল কামানটি কাতারের জাতীয় মসজিদ শেখ আবদুল ওহহাব জামে মসজিদের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিদিন বিকেল হলে নানা বয়সের কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে কামানের চারপাশে। সূর্যাস্তের আগ মুহূর্তে সবাইকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে ছোড়া হয় কামানের গোলা। এর সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বনিত হয় আজান।

পর্যটক ও বিনোদনপ্রেমীদের অন্যতম অবকাশযাপন কেন্দ্র কাতারায়ও এবার রাখা হয়েছে একটি সুসজ্জিত কামান। আকারে এটি জাতীয় মসজিদের সামনে স্থাপিত কামানের চেয়ে ছোট। তবু সাগরমুখী করে স্থাপিত ওই কামানের তোপধ্বনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় আলোকোজ্জ্বল কাতারায় যেন প্রাচীন কাতারের আবহ ফিরিয়ে আনে।

আরেকটি কামান স্থাপন করা হয়েছে হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায়। সেখানেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইফতারের সময় হলে গর্জে ওঠে কামান। সেই কামানের ধ্বনি শুনে ইফতার করেন এলাকাবাসী।

কাতারের তিন জায়গায় এবারও স্থাপন করা হয়েছে কামান। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইফতারের সময় হলে এসব কামানের তোপধ্বনি নগরবাসীকে জানান দেয় সূর্যাস্তের সুসংবাদ আর ইফতারের সময় হওয়ার ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

মে মাসে বাড়িভাড়া স্থিতিশীল

কাতার প্রতিনিধি

কয়েক বছর ধরেই কাতারে বাসস্থানের চাহিদার পাশাপাশি বাড়িভাড়া বাড়ছে। এর সঙ্গে বাড়ছে বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানির দাম। সম্প্রতি কাতার উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয় এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বর্তমানে বাড়িভাড়াসহ আনুষাঙ্গিক খরচ স্থিতিশীল রয়েছে, যা কাতারে বসবাসরত মানুষের জন্য স্বস্তির খবর।

কাতার সরকারের তথ্যমতে, গত এপ্রিল ও মে মাসে বাড়িভাড়া, পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম স্থিতিশীল ছিল। এ ছাড়া গত এপ্রিলে প্রকাশিত কাতার উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয় (এমডিডিসি) একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, বাড়িভাড়া ও জ্বালানি খরচ মার্চ মাসের তুলনায় শূন্য দশমিক ১ শতাংশ কমেছে। এ ছাড়া দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম আবাসিক এলাকায় বাড়িভাড়া কমেছে, যদিও তা খুব সামান্য।

কিছুদিন ধরে কাতারে বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থানের হার কমেছে। এর সঙ্গে অনেক নতুন ফ্ল্যাট, ভিলা বাজারে যুক্ত হয়েছে। এসব কারণে বাড়িভাড়া বাড়েনি। তবে কাতারের অনেক নাগরিক বাড়িভাড়া বৃদ্ধির অভিযোগ তুলেছেন। অন্যদিকে বেশির ভাগ ফ্ল্যাট ও ভিলার মালিক নতুন ভাড়াটেদের জন্য বাড়িভাড়া কমিয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুরোনো ভাড়াটেদের বাড়িভাড়া কমেনি।

তবে ২০১৫ সালের মে মাস থেকে এখন পর্যন্ত বাসস্থান ও আনুষঙ্গিক খরচ ৫ দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। এ ছাড়া ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসের তুলনায় এ বছরের এপ্রিল মাসে জীবনযাত্রার খরচ বেড়েছে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে ভোক্তা মূল্যসূচক অনুযায়ী ২০১৬ সালের মে মাসে ২০১৫ সালের মে মাসের তুলনায় জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধির পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৬ শতাংশ।

২০১৬ সালে মে মাসে বাসস্থানের মূল্যবৃদ্ধি স্থিতিশীল থাকলেও বস্ত্র ও জুতার দাম শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে। এ ছাড়া পরিবহন খাতে শূন্য দশমিক ১ শতাংশ এবং অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ মূল্য বেড়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ও হোটেলে খরচ কমেছে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ, খাবার ও তরল পানীয়তে কমেছে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক খাতে খরচ কমেছে শূন্য দমমিক ৭ শতাংশ।

কাতার উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, অন্যান্য ছয়টি খাতে মূল্য এপ্রিল মাসের তুলনায় স্থিতিশীল রয়েছে। এসব খাতের মধ্যে শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবায় মূল্য বৃদ্ধি হয়নি। তবে ২০১৫ সালের মে মাসের তুলনায় আটটি খাতে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের তুলনায় শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি ৭ দশমিক ১৯ শতাংশ খরচ বেড়েছে। এ ছাড়া বিনোদন ও সংস্কৃতি খাতে ৫ দশমিক ২ শতাংশ, বাসস্থান, পানি, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতে ৫ দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ও সেবাসমূহে ২ দশমিক ৪ শতাংশ, পরিবহন খাতে ১ দশমিক ৮ শতাংশ, আসবাব ও গৃহস্থালি সামগ্রীতে ১ দশমিক ১ শতাংশ, বস্ত্র ও জুতা শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ এবং যোগাযোগ মাধ্যমে শূন্য দশমিক ১ শতাংশ ২০১৫ সালের তুলনায় বেড়েছে। অন্যদিকে, খাবার, তরল পানীয়, স্বাস্থ্য খাত, রেস্টুরেন্ট ও হোটেলে খরচের মূল্য সামান্য পরিমাণে কমেছে। এ ছাড়া গত বছরের তুলনায় এ বছর টোব্যাকোর মূল্য স্থিতিশীল আছে।

বাড়িভাড়া ও জ্বালানি খরচ মার্চ মাসের তুলনায় শূন্য দশমিক ১ শতাংশ কমেছে। এ ছাড়া দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম আবাসিক এলাকায় বাড়িভাড়া কমেছে, যদিও তা খুব সামান্য

জিয়াউর রহমানের ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ধানসিঁড়ি বিএনপির নেতারা ● প্রথম আলো

দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে জিয়ার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বক্তারা

কাতার প্রতিনিধি

জিয়াউর রহমানের ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে ধানসিঁড়ি বিএনপি কাতার শাখা। ২ জুন সন্ধ্যায় নাজমায় রমনা রেস্তোরাঁয় এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দলটি।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে জিয়াউর রহমানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। হিংসার বশবর্তী হয়ে বর্তমান সরকার বাংলাদেশের অতীত ও বর্তমানে জিয়াউর রহমান ও বিএনপির অবদান মুছে দিতে চাচ্ছে। এ জন্য তারা জাতীয়তাবাদী আদর্শের শক্তিকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধানসিঁড়ি বিএনপি কাতার শাখার আহ্বায়ক শহীদুল হক। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কানাডা বিএনপির সভাপতি ফয়সাল চৌধুরী। ফারুক হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ধানসিঁড়ি বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক পেয়ার মোহাম্মদ, সাবেক সভাপতি আবু ছায়েদ, সদস্যসচিব শরিফুল হক, যুগ্ম আহ্বায়ক মকবুল হোসেন, মেজবাউল করিম, মধ্যপ্রাচ্য বিএনপির সমন্বয়ক সালাহউদ্দীন, জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সাজু, আবু তাহের মিয়াজি, ফজলুল কাদের চৌধুরী, মহিউদ্দীন, জামালউদ্দীন প্রমুখ। এ ছাড়া ধানসিঁড়ি বিএনপির কাতার শাখার বিভিন্ন ইউনিটের নেতারা বক্তৃতা করেন। পরে জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত ও দেশের কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

কালকিনি উপজেলা চেয়ারম্যানকে সাংস্কৃতিক জোটের সংবর্ধনা

কাতার প্রতিনিধি

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও কালকিনি উপজেলা চেয়ারম্যান তৌফিকুজ্জামান শাহিনকে সংবর্ধনা দিয়েছে কাতার শাখা বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট। ৫ জুন রাতে কাতারের আলওয়াকরায় স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের জ্যেষ্ঠ সিনিয়র সহসভাপতি অমল বাড়ৈর সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আহাদের পরিচালনায় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন সাধারণ সম্পাদক ফয়েজুর রহমান, মহিলা সম্পাদিকা রুজি আক্তার, শফিকুল ইসলাম প্রধান, আবিদুর রহমান, রায়হান আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে। আর স্বাধীনতাবিরোধীরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলাদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে দিতে চেয়েছিল। বাংলাদেশ যাতে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সে জন্য আজও স্বাধীনতাবিরোধীদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সংগীত পরিবেশন করেন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট কাতার শাখার স্থানীয় শিল্পীরা।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কাতার শাখা বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের নেতারা মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তৌফিকুজ্জামানের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন ● প্রথম আলো

কাতারের সব প্রান্তে মেলে দেশি ইফতারির স্বাদ

কাতার প্রতিনিধি

সিয়াম সাধনা ও সংযমের পাশাপাশি আনন্দমুখর আবহ নিয়ে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো কাতারজুড়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র রমজান। ইতিমধ্যে কয়েকটি রোজা পার হয়ে গেছে। কাতারের নাগরিক ও অভিবাসীদের মতো বাংলাদেশি প্রবাসীদের মনেও রমজানে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এবং উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে।

পবিত্র রমজান শুরুর দিন থেকেই জমে উঠেছে কাতারের দোহা, নাজমা, সবজিবাজার, সানাইয়াসহ বিভিন্ন এলাকার বাংলাদেশি রেস্তোরাঁগুলো। রমজান মাস শুরু হওয়ার পর থেকে কাতারে অন্যান্য দেশের রেস্তোরাঁর মতো বাংলাদেশি রেস্তোরাঁগুলোও বেলা তিনটা থেকে প্রায় ভোর চারটা পর্যন্ত খোলা থাকছে। বিশেষ করে নাজমা এলাকায় রয়েছে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ। কাতারের অন্যান্য এলাকা থেকে অনেক বাংলাদেশি বন্ধুবান্ধব মিলে এখানে দেশীয় আমেজে ইফতার করেন।

রমজানে প্রতিদিন, বিশেষ করে বিকেল চারটার পর নাজমা এলাকার প্রধান সড়ক দিয়ে হেঁটে গেলে চারপাশের বাংলাদেশি কলরব আর বাংলা খাবারের সুঘ্রাণে মনে হবে এটা যেন ঢাকার চকবাজার! এই সড়কের দুই পাশে রয়েছে আনন্দ রেস্তোরাঁ, ঢাকা আলাউদ্দীন রেস্তোরাঁ, হইচই রেস্তোরাঁ, বৈশাখী রেস্তোরাঁ, রমনা রেস্তোরাঁ, সুন্দরবন রেস্তোরাঁ, মালেক মিয়ার হোটেলসহ বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ। প্রতিবারই পবিত্র রমজান এলে এসব খাবারের দোকানে রমজান উপলক্ষেবিশেষ বাংলাদেশি ইফতার তৈরি ও পরিবেশনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

নাজমায় অবস্থিত হইচই রেস্তোরাঁর সোহেল সোলায়মান *প্রথম আলোকে* বলেন, রমজানের প্রথম দিন থেকেই এখানে বিশেষ ইফতারির আয়োজন থাকছে। নিয়মিত আয়োজন বুট, হালিম, পিঁয়াজু, বেগুনির পাশাপাশি রয়েছে—মিনি কাবাব, চিকেন কাবাব, বিফ কাবাব, বিফ চপ, চিকেন চপ, বুরিন্দা, জিলাপি, চিংড়ির চপ ইত্যাদি। এ ছাড়া থাকছে বিশেষ খিচুড়ি এবং ভাত ও বিরিয়ানির অন্যান্য পদ।

দোহাজাদিদ এলাকার অন্যতম বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ স্টার অব ঢাকার মালিক মাহাবুব আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দেশি ইফতারির স্বাদে প্রয়োজনীয় সব খাবার আমরা তৈরি করছি। হালিম থেকে শুরু করে ফিরনিসহ সব ধরনের পদ বাংলাদেশি গ্রাহকদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি।'

দোহার অদূরে সবজি মার্কেট এলাকায় আল রাহমানিয়া রেস্তোরাঁর মালিক মাসুদ শেখ *প্রথম আলোকে* বলেন, সবজিমার্কেট এলাকায় এখন বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি বসবাস করেন। ফলে দেশি আয়োজন এই রেস্তোরাঁর প্রধান আকর্ষণ। বিকেল থেকে শুরু করে সাহরির শেষ সময় পর্যন্ত খোলা থাকছে এই রেস্তোরাঁ।' সবজিমার্কেট এলাকার আরেকটি রেস্তোরাঁ মিষ্টিমেলাও ইফতার উপলক্ষে বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আয়োজন করছে।

দোহা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরের এলাকা মিসাইয়িদ। দিন দিন সেখানেও বাড়ছে বাংলাদেশিদের আবাস। ওই এলাকার একমাত্র বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ আননামুযাজি ক্যাফেটেরিয়ার মালিক ফিরোজুল আলম চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, পিঁয়াজু, বুট, হালিম, সেমাইসহ সব ধরনের আয়োজন আমাদের রেস্তোরাঁয় পাওয়া যাবে।'

রাজধানী দোহার প্রাণকেন্দ্র জায়দা টাওয়ার এলাকায় বাংলাদেশি রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপক শহিদুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এই রেস্তোরাঁর চারপাশে প্রচুর বাংলাদেশি কর্মী ও শ্রমিক বসবাস করেন। তাঁদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে দেশি ইফতারে বাংলাদেশি রোজাদারদের পছন্দের সব খাবার আমরা পরিবেশন করছি।'

একই এলাকায় সদ্য চালু হওয়া দুই বন্ধুর হোটেল এবং ন্যাশনাল নামে খ্যাত এলাকার ভেতরে বনানী হোটেলেও রমজান উপলক্ষেইফতারের বিশেষ আয়োজন থাকছে। মুনতাজা এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশি অভিজাত ভূঁইয়া রেস্তোরাঁয় সপরিবারে খেতে আসা ভোজনরসিক বাংলাদেশিদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ। এখানকার খাবারের মান এবং পরিবেশনায় মুগ্ধ হয়ে ছুটির দিনগুলোতে দূর থেকে ছুটে আসেন অনেকে। রমজান উপলক্ষেএই রেস্তোরাঁর বিশেষ আয়োজন তৃপ্তি দেবে দোহায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের।

কাতারের প্রায় সব এলাকায় ধীরে ধীরে বাংলাদেশি রেস্তোরাঁর সংখ্যা বাড়ছে। আলরাইয়ান, মুররা, মদিনাখলিফা, বিনওমরান, মাইজারসহ দোহার আশপাশে বিভিন্ন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ফলে রমজান মাসজুড়ে এসব রেস্তোরাঁর প্রতিটিতে আলাদাভাবে ইফতারের বিশেষ আয়োজন থাকছে।

কাতারের যেখানেই থাকুন না কেন, দেশীয় ইফতারির স্বাদ পেতে চাইলে এখন আর টিভির পর্দায় দেখা কিংবা অনেক দূর গিয়ে কষ্ট করে তা কিনে আনার পরিস্থিতিতে নেই; বরং হাতের নাগালে পাওয়া যাচ্ছে রেস্তোরাঁর অল্পদামে বুট-মুড়ি থেকে শুরু করে দামি সব খাবার। ফলে কাতারজুড়ে প্রবাসীদের মধ্যে রমজানে বিরাজ করে দেশি আবহ।

কাতারের রাজধানী দোহায় স্থানীয় একটি হোটেলে ১০ জুন দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে সন্দ্বীপ অ্যাসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানে কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদসহ সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন পাশাপাশি বাংলাদেশি অনেক প্রবাসী যোগ দেন ● প্রথম আলো

কাতারে যাত্রাবিরতিকালে শ্রমসচিব মিকাইল শিপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কাতার শাখা জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা। এ সময় দূতাবাসের শ্রম কাউন্সেলর সিরাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশে কাতারের ভিসা বাণিজ্য বন্ধ করার লক্ষ্যে দূতাবাসকে সত্যায়নের ক্ষমতা দেওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা ● প্রথম আলো

ধানসিঁড়ি বিএনপির মাইজার শাখা ১২ জুন আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। মাইজার শাখার সভাপতি নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ধানসিঁড়ি বিএনপির আহ্বায়ক শহীদুল হক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পেয়ার মোহাম্মদ, আবু ছায়েদ, মকবুল হোসেন, মো. ইবরাহিম, হাবিবুর রহমান, আবু তাহের মিয়াজি প্রমুখ ● প্রথম আলো

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية
সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ
প্রথম আলো

এখন নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে
কাতারজুড়ে বিভিন্ন বাংলাদেশি রেস্তোরাঁয়

ভুইয়া রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
ফেনী রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
স্টার অব ঢাকা রেস্তোরাঁ, দোহাজাদিদ
হইচই রেস্তোরাঁ, নাজমা
আনন্দ রেস্তোরাঁ, নাজমা
রমনা রেস্তোরাঁ, নাজমা
হানিকুইন ক্যাফেটেরিয়া, রাইয়ান
প্রবাসী হোটেল, মদিনাখলিফা
আলরাবিয়া রেস্তোরাঁ, বিনওমরান
কুমিল্লা রেস্তোরাঁ, দোহা
বনানী রেস্তোরাঁ, দোহা
চাঁদপুর হোটেল, মাইজার
জাল ক্যাফেটেরিয়া,মাইজার
আলরাহমানিয়া রেস্তোরাঁ, সবজিমার্কেট
মিষ্টিমেলা, সবজিমার্কেট
বাংলাদেশ ট্রেডিং কমপ্লেক্স, আলআতিয়া মার্কেট
আলশারিফ রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
আলফালাক রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
সাফির ক্যাফেটেরিয়া,মদিনামুররা
আলবুসতান হোটেল, মদিনামুররা
ঢাকা ভিআইপি রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আসসাওয়াহেল রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আননামুজাযি রেস্তোরাঁ, মিসাইয়িদ মার্কেট

১২৫ কাতারি রিয়াল
গ্রাহক হোন
১ বছরের জন্য
প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আপনার বাসা, অফিস, প্রতিষ্ঠান কিংবা যেকোনো ঠিকানায় প্রথম আলো পৌঁছে যাবে
গ্রাহক বা এজেন্ট হতে চাইলে যোগাযোগ করুন
5549 2446, 30106828

নতুন সাজে বিপণিবিতান পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বাহরাইনে ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে নানা রঙের আর আকৃতির বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে বিভিন্ন বিপণিবিতান। ঈদকে সামনে রেখে বিপণিবিতানে কেনাকাটার জন্য আসতে শুরু করেছেন মানুষ। রাজধানী মানামার পুরোনো মানামা মার্কেট থেকে তোলা ছবি ● এএফপি

অবৈধভাবে ওষুধ বিক্রির দায়ে চিকিৎসক আটক

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে অবৈধ ফার্মেসি ব্যবসায়ী একজন চিকিৎসককে আটক করা হয়েছে। ওই চিকিৎসক নিয়ম লঙ্ঘন করে ওষুধ রেখে ফার্মেসি থেকে তা বিক্রি করে আসছিলেন। ওই চিকিৎসকের নিজের ক্লিনিকও আছে।

বাহরাইনের ন্যাশনাল হেলথ রেগুলেটরি অথরিটি (এনএইচআরএ) অভিযান চালিয়ে ওই চিকিৎসককে আটক করে। এ সময় কয়েক কার্টন ওষুধও জব্দ করা হয়। এসব ওষুধের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক, ব্যথানাশক ওষুধ, ক্রিম ও শিশুদের ওষুধ।

এনএইচআরএর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মরিয়ম আলজালাহমা বলেন, ওই চিকিৎসক যথাযথ লাইসেন্স না নিয়ে ফার্মাসিস্ট হিসেবে ওষুধ বিক্রি করে আসছিলেন। তাঁর ফার্মেসি থেকে যেসব ওষুধ জব্দ করা হয়েছে, সেগুলো শুধু ক্লিনিকে থাকার কথা এবং এগুলো শুধু জরুরি প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তিনি আরও জানান, ওষুধগুলো যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণ করাও ছিল না। এসব ওষুধ ব্যবহার করলে রোগীদের সংক্রমণের শিকার হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে।

সিইও আরও বলেন, ওই চিকিৎসক বেশি দামে ওষুধ বিক্রি করছিলেন কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বেশি দামে ওষুধ বিক্রির প্রমাণ মিললে তাঁর বিরুদ্ধে আলাদা অভিযোগ আনা হবে।

কয়েকজন রোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি জানতে পারে এনএইচআরএ। এরপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমতি নিয়ে পুলিশের সহযোগিতায় ওই চিকিৎসকের ফার্মেসি ও বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। চিকিৎসকের ফার্মেসি ছাড়াও তাঁর ফ্ল্যাট থেকে বেশ কিছু ওষুধ জব্দ করা হয়েছে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

রমজানে বাব আলবাহরাইন

প্রথম আলো ডেস্ক ●

পবিত্র রমজান উপলক্ষে আলোকসজ্জাসহ নতুনভাবে সাজানো হয়েছে বাহরাইনের ঐতিহাসিক স্থাপনা বাব আলবাহরাইন। 'মানামা গালফ ক্যাপিটাল অব ট্যুরিজম ২০১৬'-এর অংশ হিসেবে দেশটির পর্যটন ও প্রদর্শন কর্তৃপক্ষ (বিইটিএ) গুরুত্বপূর্ণ এ ভবনকে আকর্ষণীয় করে তোলার এ উদ্যোগ নিয়েছে।

বিইটিএ-এর প্রধান নির্বাহী শেখ খালিদ বিন হুমুদ আলখলিফা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'রমজানে ঐতিহ্যপূর্ণ মানামা সুকে (মানামা বাজার) বাহরাইনের স্থানীয় অধিবাসী ও বাইরের পর্যটকদের স্বাগত জানাতে চাই আমরা। তাই আমরা এই সুকের পরিবেশে রমজানের আবহ ফুটিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

বাব আলবাহরাইন কাস্টমস স্কয়ারে অবস্থিত। মানামা সুকেরও মূল প্রবেশপথে অবস্থিত এটি। বাহরাইনের অন্যতম পর্যটন স্থান এই বাব আলবাহরাইন।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

শত বছরের মধ্যে চতুর্থ উষ্ণতম মে মাস

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে গত মে মাসের গড় তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। এই বাড়তি তাপমাত্রার কারণে মাসটি শত বছরের বেশি সময়ের মধ্যে চতুর্থ উষ্ণতম মে মাসের রেকর্ডে নাম লিখিয়েছে।

বাহরাইনের আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে ১৯০২ সালের পর এখন পর্যন্ত উষ্ণতম মে মাস ছিল ২০১২ সালে। ওই মাসের গড় তাপমাত্রা ছিল ৩২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চলতি বছর মে মাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল গত ৩০ তারিখ সিত্রায় ৪৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একই মাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়, ২ তারিখ দুররাত আলবাহরাইনে ২১ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া দপ্তর আরও জানায়, গত মে মাসে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাসটিতে গড় আর্দ্রতা ছিল ৪৫ শতাংশ। ১৯৬৮ সালের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রৌদ্রকরোজ্জ্বল মে মাসও ছিল এটি। এ মাসে সৌরতাপ রেকর্ড করা হয় মোট ৩৫৪ দশমিক ১ ঘণ্টা। এর আগে ২০১৪ সালের মে মাসে সৌরতাপ রেকর্ড করা হয় মোট ৩৫৬ দশমিক ৮ ঘণ্টা। ওটাই ছিল সর্বোচ্চ রৌদ্রকরোজ্জ্বল মে মাসের রেকর্ড। সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

আলজাজাইর সৈকতের উন্নয়ন কাজ নিয়ে টানাপোড়েন

মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর ও মন্ত্রণালয়ের মতপার্থক্য

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনের সবচেয়ে বড় সমুদ্রসৈকত উন্নয়নের কাজ নিয়ে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর ও সরকারি সংস্থার মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। সরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে, এই উন্নয়নকাজে একমত না হলে প্রয়োজনে কাউন্সিলরদের ছাড়াই এগিয়ে নেওয়া হবে।

আলজাজাইর সৈকত বাহরাইনের সমুদ্রসৈকতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। এই সৈকত উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাখ্যান করে আসছে দেশটির সাউদার্ন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল। এই কাউন্সিলের আশঙ্কা, বেসরকারি বিনিয়োগে সৈকতের উন্নয়ন করা হলে সেখানে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার নিয়ে পরে সমস্যার সৃষ্টি হবে। কিন্তু এই আশঙ্কা মানতে চাইছে না দেশটির নগর উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রণালয়। যার কারণেই এই টানাপোড়েন।

বাহরাইনের নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের নগরকাঠামো পরিকল্পনাবিষয়ক পরিচালক খালিদ আল-আনসারি বলেন, 'আমরা আশা করি, কাউন্সিলরেরা তাঁদের ভূমিকা পালন করবেন। সরকারি আবাসন বিনিয়োগ কোম্পানি ইদামাহর মাধ্যমে সৈকত উন্নয়নে আমাদের পরিকল্পনাকে সমর্থন করবেন।' আনসারি বলেন, 'আমরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। কিন্তু কাউন্সিলরেরা যদি বাধ্য করেন, তাহলে আগামী মাসেই এটা করে ফেলব।'

খালিদ আল-আনসারি বলেন, 'কাউন্সিলরদের এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, আমরা জনগণের স্বার্থেই এটা করছি। তাঁরা (কাউন্সিলর) সমর্থন দিলেই ইদামাহর কর্মকর্তারা এখানে এসে তাঁদের ব্যাখ্যা করে জানাবে ইদামাহ কী করতে চায়।'

সাউদার্ন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের ৮ জুন এক বৈঠকে অংশ নিয়ে বাহরাইনের নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের নগরকাঠামো পরিকল্পনাবিষয়ক পরিচালক খালিদ আল-আনসারি এসব কথা বলেন।

এর আগে গত এপ্রিলে কাউন্সিলরেরা ভোটাভুটির মাধ্যমে আলজাজাইর সৈকতে বেসরকারি বিনিয়োগে কোনো ধরনের উন্নয়নকাজের প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

সাউদার্ন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আহমেদ আল-আনসারি বলেন, 'আলজাজাইর সৈকতে বেসরকারি বিনিয়োগে উন্নয়ন করা হলে তা আসলেই উন্নয়ন হবে কি না, তা নিয়ে আমাদের সংশয় আছে।'

এক মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার হুমকির বিষয়ে চেয়ারম্যান আহমেদ আল-আনসারি বলেন, 'আমি এই মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। আমি পুরো বিষয়টি মহামান্য বাদশাহর নজরে আনব।'

২০১৪ সালে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, সৈকতের ওই এলাকায় রাতের বেলায় অনৈতিক কাজ হয়। আর বেসরকারি বিনিয়োগে সৈকতে উন্নয়ন করা হলে সেখানে 'বিকিনি পরা পর্যটকদের' স্বাগত জানানো হবে।

বাহরাইন সরকার পর্যটনের মাধ্যমে সৈকতগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চলতি বছরের এপ্রিলে নতুন একটি কৌশল ঘোষণা করে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**।

অনৈতিক সম্পর্কের দায়ে দুজনের দণ্ড

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে ব্যভিচারের দায়ে এক নারী ও এক পুরুষকে এক বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ৮ জুন আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত পুরুষের বয়স ৩১ বছর, নারীর বয়স ২৬। দুজনই বাহরাইনের নাগরিক।

আদালতের নথি থেকে জানা যায়, ওই নারী তাঁর পরিবারের সঙ্গে হজ পালন করতে সৌদি আরব গিয়েছিলেন। আর তাঁদের হজ গাইড হিসেবে কাজ করেছিলেন ওই পুরুষ। ধারণা করা হয়, তখন থেকেই তাঁদের সম্পর্কের শুরু।

ওই নারী হজ শেষে বাড়ি ফিরে এলে তাঁর আচরণ সন্দেহজনক মনে হয় স্বামীর। পরে স্বামী মোবাইল ফোন চেক করে নিশ্চিত হন, ওই নারী সেই হজ গাইডের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। তখন স্বামী আদালতের শরণাপন্ন হন।

স্বামী ওই মোবাইল পুলিশ ও আইনজীবীর কাছে হস্তান্তর করেন। মোবাইলে ওই নারী ও হজ গাইডের মধ্যে যে বার্তা আদান-প্রদান হয়, তাতে স্পষ্ট হয় তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল। বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় আদালত ওই নারী ও পুরুষকে এক বছর করে কারাদণ্ড দেন।

তবে এই রায়ের বিরুদ্ধে আসামিপক্ষ উচ্চ আদালতে আপিল করবে বলে জানিয়েছেন তাঁদের আইনজীবীরা।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**।

বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের ইফতার মাহফিলে মঞ্চে অতিথিরা ● প্রথম আলো

আ.লীগের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাহরাইন প্রতিনিধি ●

মানামার ফুডসিটি রেস্টুরেন্টের মিলনায়তনে ১১ জুন বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দলের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজালাল।

ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সমাজের সভাপতি ফজলুল করিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সমাজের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এ হাসেম, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ কয়েস আহমেদ, বাহরাইন শাখা যুবলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান, শ্রমিক লীগের সভাপতি তফাজ্জুল হোসেন, রহমতুল্লা, তিতাস ইউনিয়নের সহসভাপতি মানিক মিয়া, ঢাকা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মন্টু মিয়া, টাঙ্গাইল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানিক হাসান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা জাকির হোসেনের পরিচালনায় দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে বাহরাইনে অবস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ প্রবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

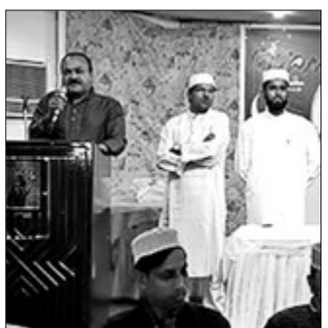

বাংলাদেশ সমাজের এক প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিরা ● প্রথম আলো

বাংলাদেশ সমাজের অর্থ সম্পাদককে বিদায় সংবর্ধনা

বাহরাইন প্রতিনিধি ●

বাংলাদেশ সমাজের অর্থ সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কাজী মোহাম্মদ মুছার বিদায় উপলক্ষে বাহরাইনের হুরা এলাকার বেঙ্কুইট রেস্টুরেন্টের আলআনারত হলে ১০ জুন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। একই সঙ্গে আয়োজন করা হয় ইফতার মাহফিলের। অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন ও যুগ্ম সম্পাদক এম এ হাশেমের যৌথ সঞ্চালনায় বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সমাজের সভাপতি ফজলুল করিম। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাহরাইন ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ আবু সোহেল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মো. সাঈদ, বাংলাদেশ সমাজের সহসভাপতি জহির উদ্দিন, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ কয়েস আহমেদ, তালীমূল কোরআনের সভাপতি প্রকৌশলী জয়নাল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফা, সহসাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী বদরুল আলম, লিন্নাস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোবারক হোসেন, বাংলাদেশ স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য আইনুল হক ও হামেদ হাসান কাজী, বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. শাহজালাল, সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, বাহরাইন শাখা বিএনপির সভাপতি প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর তরফদার, সৌদি আরব শাখা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহসাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী কাওসার আহমেদ, যুবলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক আল মাহমুদ ভূঁইয়া, যুগ্ম আহ্বায়ক শরীফুল ইসলাম, সোহেল মিয়া, নজির আহমেদ, শাহীন সিকদার, শ্রমিক লীগের সভাপতি আইয়ুবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ফজলুল করিম বলেন, 'সৎ, নিষ্ঠাবান ও দীর্ঘদিনের সাথি বাংলাদেশ সমাজের অর্থ সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কাজী মোহাম্মদ মুছাকে বিদায় জানাতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। মুছার মতো সৎ, পরিশ্রমী, সংগঠনপ্রেমী মানুষের মূল্যায়ন দুনিয়ার সব জায়গায় আছে। তিনি মুছার সুন্দর জীবন ও সফল ভবিষ্যতের জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন।

সবশেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ ও বিদায়ী অর্থ সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ মুছার সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

প্রথম রেলস্টেশনের নকশা তৈরি হচ্ছে

বাহরাইন প্রতিনিধি ●

বাহরাইনে প্রথম রেলওয়ে স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এটির নকশা তৈরিতে খরচ পড়বে প্রায় ৪৯ হাজার ৫০০ বাহরাইনি দিনার। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র এ তথ্য দিয়েছে।

আল আয়াম পত্রিকার প্রতিবেদন বলছে, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোর রেলওয়ে যোগাযোগের অংশ হিসেবে ওই স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করে পরিবহন ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়। জার্মান প্রতিষ্ঠান ট্রান্সকেয়ার ওই নির্মাণকাজের ঠিকাদারি পেয়েছে।

প্রকল্পের কাজ ২০১৮ সালে শুরু হবে। উত্তরে কুয়েত থেকে শুরু করে উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর (জিসিসি) মধ্য দিয়ে সৌদি আরবের দাম্মাম পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথটি বাহরাইন ও কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) আবুধাবি ও আলআইনের মধ্য দিয়ে যাবে। ওমানের রাজধানী মাসকটে গিয়ে ওই রেলপথ শেষ হবে। জিসিসি স্টেটস জেনারেল সেক্রেটারিয়েট জানায়, এই অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৫৪০ কোটি মার্কিন ডলার। এতে বাহরাইন ও সৌদি আরবের মধ্যে বাড়তি ২ হাজার ১১৭ কিলোমিটার কজওয়ে নির্মাণকাজও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই রেলপথ ধরে যাত্রীবাহী ট্রেন ঘণ্টায় ২২০ কিলোমিটার এবং মালবাহী ট্রেন ঘণ্টায় ৮০ থেকে ১০০ গতিতে চলতে পারবে। সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

কসাইখানার শতাধিক কর্মী চাকরি হারাতে পারেন

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনের কেন্দ্রীয় কসাইখানার অন্তত ১০০ জন কর্মী চলতি মাসের শেষে চাকরি হারাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র এ তথ্য দিয়েছে। এসব কর্মীর কয়েকজন ৩০ বছর আগে ওই কসাইখানা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে সেখানে কাজ করছেন।

বাহরাইন লাইভস্টক কোম্পানির (বিএলসি) মহাব্যবস্থাপক ইব্রাহিম জয়নাল বলেন, জনসাধারণের জন্য ওই কসাইখানায় কাজ করার সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। মজুরির বিনিময়ে সেখানে তাঁরা কাজ করতে পারবেন। এখন বিদেশ থেকে হিমায়িত মাংস আমদানি করে প্রতিদিনের চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় দেখা যায়, স্থানীয়ভাবে পশু জবাই করার প্রক্রিয়া চালু রাখাটা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক নয়। তাই বিএলসি ধারাবাহিকভাবে কসাইদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ করতে যাচ্ছে। তবে তাঁদের সব রকমের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

একাধিক সূত্র জানায়, শতাধিক কর্মী চলতি মাসের শেষ নাগাদ বিএলসির চাকরি হারাবেন। তাঁদের অনেকে ১৯৮৪ সাল থেকেই প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত। ২০০০ সালে কসাইখানাটি বিএলসির অধীনে চলে যাওয়ার পরও তাঁদের চাকরি বহাল ছিল। তবে এখন তাঁদের চাকরি গেলে পরিবার-পরিজনের কী পরিণতি হবে, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপককে গত মাসের শুরুতেই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য পবিত্র রমজান মাসে মাংসের বাড়তি চাহিদা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ ওই কসাইখানা সাময়িকভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

তালিমুল কোরআনের ইফতার আয়োজন

বাহরাইন প্রতিনিধি ●

বাহরাইনের মুহাররকের আলইসলাহ সোসাইটির মিলনায়তনে ১২ জুন তালিমুল কোরআনের উদ্যোগে 'পবিত্র মাহে রমজান' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তালিমুল কোরআনের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তালিমুল কোরআনের সভাপতি প্রকৌশলী জয়নাল আবেদীন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু ছুফিয়ান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন কারি আবদুর রহমান। তরজমা করেন সালাহ উদ্দীন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক আবু ছুফিয়ান বলেন, পবিত্র কোরআনের আলোয় জীবন গড়লে পৃথিবীতে চলমান অনিয়ম, হানাহানি, অশান্তি থাকবে না। পবিত্র রমজান মাস হচ্ছে সংযম চর্চার মাস। এ সংযম থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন গড়লে দুঃখ-দুর্দশা ও আক্ষেপ থাকবে না।

পরে আলহেরা শিল্পগোষ্ঠীর শিল্পীরা পবিত্র রমজান নিয়ে সুমধুর ইসলামি সংগীত পরিবেশন করেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আরব ওপেন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মিজান, বাহরাইন ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক সোহেল কাজী, ওমর ফারুক, সোলাইমান প্রকৌশলী কয়েস আলজামিল, একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক নাজমুল হক, আলআহলী ব্যাংকের সিইও শাফকাত আনোয়ার চৌধুরী, বাংলাদেশ সমাজের সভাপতি ফজলুল করিম, সাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন, বিএনপির সভাপতি শেখ আবদুল হান্নান, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ কয়েস আহমদ, লিন্নাস গ্রুপের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন, বাহরাইন ফাইনান্সিং কোম্পানির বাজার বিপণন ব্যবস্থাপক মাজহারুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য আইনুল হক, হামেদ হাসান কাজী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক প্রকৌশলী বদরুল আলমের পরিচালনায় দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলইসলাহ মিলনায়তনে তালিমুল কোরআনের উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে অতিথিরা ● প্রথম আলো

খালেদা জিয়া

হত্যা-গুমে আ.লীগ জড়িত : খালেদা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া অভিযোগ করেছেন, পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী হত্যাসহ সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত সব হত্যা ও গুমের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা জড়িত।

৯ জুন সুপ্রিম কোর্টে শফিউর রহমান মিলনায়তনে বিএনপির সমর্থক আইনজীবীদের সংগঠন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ইফতার ও আলোচনা সভায় খালেদা জিয়া এই অভিযোগ করেন।

চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী মাহমুদা খানম মিতুর হত্যার কথা উল্লেখ করে খালেদা জিয়া বলেন, পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী হয়েও খুন হতে হলো। এখন পর্যন্ত তার কোনো কারণ বের করা যায়নি। এসব খুনের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা জড়িত। তাদের ধরলেই সব তথ্য বেরিয়ে আসবে।

খালেদা জিয়া বলেন, ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫টি মামলা থেকে মুক্ত হয়েছেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে টানাহেঁচড়া করা হচ্ছে। নাইকো দুর্নীতির ঘটনায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করে খালেদা জিয়া ওই ঘটনায় শেখ হাসিনাকে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে নাইকো দুর্নীতির মামলা চলতে হলে শেখ হাসিনাকেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। খালেদা জিয়া দাবি করেন, 'দেশে দুই ধরনের আইন চলছে। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের দ্রুত বিচার করা হচ্ছে। অন্যদিকে সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা অপরাধ করলেও ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন।'

সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ যদি বিএনপির নেতা-কর্মীদের মামলা দিয়ে, সাজা দিয়ে নির্বাচন করতে চায়, তা সহজ হবে না। সেই নির্বাচন দেশে-বিদেশে কারও কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

খালেদা জিয়া বলেন, দেশে কোনো গণতন্ত্র নেই। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নেই। নির্বাচিত সরকার নেই। যারা আছে তারা স্বঘোষিত, অনির্বাচিত, অবৈধ সরকার। তাই এই অবৈধ সরকার যত আইন পাস করুক না কেন, তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। মানুষ অত্যাচারে জর্জরিততোরা এখন আর এই সরকারের আইন মানতে রাজি নয়। তিনি অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ র‍্যাব-পুলিশ দিয়ে, গুম-খুন করে মানুষকে দাবিয়ে রেখে ক্ষমতা স্থায়ী করতে চায়।

অনুষ্ঠানে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান টি এইচ খানের সভাপতিত্বে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বল করেছে কিশোর এক ফাস্ট বোলার। সপাটে ব্যাট চালিয়েছে কিশোরী ব্যাটসম্যান। দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যেই আছে ছেলে ও মেয়ে। শরীয়তপুরে ক্রিকেট একাডেমির মাঠ থেকে ৩ জুন তোলা ছবি ● আশরাফুল আলম

সালমা, জাহানারা হওয়ার স্বপ্ন

কমল জোহা খান, শরীয়তপুর থেকে

প্রচণ্ড গরম। শরীর পুড়ে যাওয়ার অবস্থা। তপ্ত বাতাসে বোলিং করছিল ১৫ বছরের কিশোর কামাল বিন ওয়ালিদ। আর তার ছুড়ে দেওয়া পেস ডেলিভারিগুলোয় সপাটে ব্যাট চালাচ্ছে রোমানা শারমিন। কখনো পা বাড়িয়ে বাউন্ডারি, কখনো এক কিংবা দুই রান, কখনোবা রক্ষণাত্মক কৌশলে ব্যাট করছিল ১৭ বছর বয়সী এই কিশোরী।

শারমিনের ছেড়ে দেওয়া বল পেছনে কিপিং গ্লাভস হাতে লাফিয়ে লুফে নিচ্ছিল শ্রাবণী আক্তার। মাঠে ১৪ বছরের শারমিনের সঙ্গে ১০ জনের মধ্যে আরও তিন কিশোরী ফিল্ডিং করছিল।

ম্যাচের বিরতির সময় রোমানা-শ্রাবণীরা পেশাদার ক্রিকেটারের মতো গ্যালারিতে ফিরে এল। দুজনের কাছেই জানতে চাওয়া হয়, ছেলেরা বল করছে। তা-ও আবার ক্রিকেটের লাল বল। তোমাদের ভয় করে না?

প্রশ্ন শুনে দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে। ওদের পাশে ব্যাট হাতে হেলমেট পরে মাঠে নামার অপেক্ষায় আরেক কিশোরী সুমাইয়া আক্তার। সুমাইয়া চেঁচিয়ে বলল, 'খেলার সময় কে ছেলে, আর কে মেয়ে—এসব নিয়ে ভাবি না। সাব্বিরকে বল করতে পারব। মাশরাফি বোলিং করলেও আমাদের ভয় করবে না।'

ম্যাচটি কোনো ছেলেখেলা নয়, রীতিমতো টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট লড়াই। গাছগাছালিতে ঘেরা শরীয়তপুর জেলার বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক আবদুর রউফ স্টেডিয়ামে ছেলেমেয়ে মিশ্র দুই দলের এই লড়াই প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় তিন বছর ধরে এই ক্রিকেটযুদ্ধ চলছে পদ্মাপারের জেলা শহরে। শরীয়তপুর ক্রিকেট একাডেমির খেলোয়াড়েরা দুই দলে ভাগ হয়ে এই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। দুই দলে ২২ জন ক্রিকেটারের মধ্যে ৯ জন মেয়ে। এক দলে ৫ জন, আরেক দলে ৪ জন—এভাবে মিশ্র দলে মেয়েরা ক্রিকেট ময়দানে খেলতে নামে। এখানেই ওরা থেমে নেই। আয়েশা আক্তার নামের এক কিশোরী ২০১৫ সালে জেলার ক্রিকেট লিগে হিল্লোল যুব সংঘ নামে একটি দলের হয়ে ম্যাচ খেলেছিল। জেলার গণ্ডি পেরিয়ে আয়েশা এখন গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের হয়ে প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ খেলতে ঢাকায় আছে।

মিশ্র ক্রিকেট দলের ধারণা এসেছিল খেলোয়াড়দের কাছ থেকেই। শরীয়তপুর ক্রিকেট একাডেমির প্রশিক্ষক সেলিম সিকদার বলেন, শরীয়তপুরে ক্রিকেট একাডেমির কার্যক্রম শুরু হয় বেশ কয়েক বছর আগে। প্রথম দিকে ছেলের সংখ্যা বেশি থাকলেও একজন মেয়ে অনুশীলনে আসত। সংখ্যাটা বেড়ে এখন ছেলেমেয়ে মিলিয়ে ১২০ জন ক্রিকেট চর্চা করছে। এর মধ্যে ১৬ জন মেয়ে রয়েছে। ৯ জন মেয়ে নিয়মিত স্টেডিয়ামে মাঠে আসছে। ওদের সবার বয়স ১৩ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে।

সেলিম সিকদার *প্রথম আলো*কে বলেন, 'তিন বছর আগে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ খেলার আগ্রহের কথা আমাকে জানায়। কিছুটা ভেবে ম্যাচ আয়োজন করলাম। দেখলাম, মেয়েরা ভালোই খেলছে। ফাস্ট বল, স্পিন, ব্যাটিং, উইকেটকিপিং আর ফিল্ডিং—সব বিভাগেই সমান তালে লড়ছে মেয়েরা।'

সেলিম সিকদার বলেন, মেয়েদের সংখ্যা কম। আলাদা একটি দল করা সম্ভব নয়। তাই মিশ্র দল গঠন করার ধারণাও মেয়েদের কাছ থেকেই এসেছিল। এখন প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার একটি ম্যাচ আয়োজন করা হয়। শনিবার ছুটি। বাকি পাঁচ দিন বিকেলবেলা অনুশীলন করানো হয়।

ম্যাচ আর অনুশীলনে জাতীয় পর্যায়ে নাম লেখানোর স্বপ্ন দেখছে শরীয়তপুরের এই মেয়েরা। ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন থাকলেও নয়জন মেয়ের অধিকাংশেরই ক্রিকেট সরঞ্জাম কেনার সাধ্য-সামর্থ্য নেই। এদের মধ্যে রোমানা, জেসমিন ও কল্পনা—তিনজনের বাবা ব্যবসা করেন। কিন্তু শ্রাবণীর বাবা মারা গেছেন, তার মা ইটভাঙার কাজ করেন। সুমাইয়ার বাবা ভ্যানচালক। সাদিয়া ও জেসমিনের বাবা কৃষক। খাদিজার বাবা মারা যাওয়ায় বড় ভাই মিরাজ অটোরিকশা চালিয়ে সংসার চালান। ফাতেমার বাবাও বেঁচে নেই। ওর বড় ভাই নির্মাণশ্রমিকের কাজ করেন।

স্বল্প আয়ের পরিবারে জন্ম, কিন্তু ক্রিকেট চর্চা ও পড়ালেখা—দুই-ই চালিয়ে যাচ্ছে ওরা। রোমানা উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে। সুমাইয়া জেএসসি পরীক্ষায় এ মাইনাস পেয়ে এখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। শ্রাবণী এবার জেএসসি পরীক্ষার্থী। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে অল্পের জন্য জিপিএ-৫ হাতছাড়া হয়ে যায় শ্রাবণীর।

ক্রিকেটার হওয়ার কারণ জানতে চাইলে শ্রাবণী বলে, 'আমার মা হালিমা বেগম আমাকে ক্রিকেট খেলার প্রেরণা দিয়েছেন। একাডেমিতে ভর্তি, মাঠে আনা-নেওয়া তিনিই করেছেন। মাঠে রেখে ইট ভাঙতে যেতেন। আবার সময়মতো আমাকে বাসায় নিতেন। এখন আমি নিজেই মাঠে আসি।'

সুমাইয়াকেও তাঁর বাবা ক্রিকেটার হওয়ার পথে এনেছেন। এ কথা বলে সুমাইয়া হাসতে হাসতে বলে, 'প্রথম প্রথম আমরা যখন মাঠে আসতাম, অনেকে কটু কথা বলত। বিকেএসপি ক্যাম্প করেছি। খুলনাসহ আশপাশের জেলায় খেলছি। এখন সমালোচকদের মুখ অনেকটাই বন্ধ।'

জেসমিন সুলতানা নামে এক কিশোরী ক্রিকেটার বলল, 'জাতীয় দলের সালমা খাতুন, জাহানারা বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটকে বিশ্বমানে নিয়ে গেছেন। শুধু টাকা নয়, দেশের মান বাড়িয়েছেন। আমরাও দেশের জন্য কিছু করতে চাই। খেলার সরঞ্জাম আর জাতীয় পর্যায়ে দীর্ঘ অনুশীলনের সুযোগ পেলে কেউই আমাদের থামাতে পারবে না।'

প্রধানমন্ত্রীর বিমান ৩৭ মিনিট আকাশে, ২ প্রকৌশলী বরখাস্ত

রানওয়েতে ধাতব পদার্থ

বিশেষ প্রতিনিধি

ধাতব টুকরা পড়ে থাকতে দেখে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে আকস্মিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর এ কারণে ৭ জুন বিকেলে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানটিকে ঢাকার আকাশে উড়তে হয়েছে বাড়তি ৩৭ মিনিট। স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) সদস্যরা রানওয়ে পরিষ্কার করার পর প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিমানটি অবতরণ করে। এ ঘটনায় ৯ জুন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রকৌশল শাখার দুই প্রকৌশলীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

এ ঘটনায় বাংলাদেশ বিমান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) ও শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ গতকাল বুধবার পৃথক তিনটি তদন্ত কমিটি করেছে। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে এয়ারট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের অপারেটর কামরুলকে ক্লোজ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, সৌদি আরব সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমানটি ৭ জুন অবতরণের আধা ঘণ্টা আগে নিয়মানুযায়ী এসএসএফের সদস্যরা রানওয়ে পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁরা রানওয়েতে কিছু ধাতব টুকরা পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে এয়ারট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে জানান এবং রানওয়ে পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেন। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানটি ঢাকার আকাশে প্রবেশ করে। সেটি পরিচালনা করছিলেন বিমানের ফ্লাইট পরিচালনা শাখার পরিচালক ক্যাপ্টেন ফরহাত হাসান জামিল ও ক্যাপ্টেন ইশতিয়াক হোসেন। সন্ধ্যা ৭টা ১৩ মিনিটে অবতরণের জন্য কন্ট্রোল রুমের অনুমতি চান ক্যাপ্টেন। কিন্তু কন্ট্রোল রুম থেকে একেকবার একেক দিকে যেতে বলা হয়। এভাবে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর বারবার বৈমানিকেরা প্রকৃত কারণ জানতে চান। অনেক পীড়াপীড়ির পর কন্ট্রোল রুম থেকে জানানো হয় যে রানওয়ে সাময়িক বন্ধ আছে। রানওয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। পরে ৭টা ৫০ মিনিটের দিকে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে।

বিমানবন্দরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর ফ্লাইট আসার পৌনে দুই ঘণ্টা আগে সৌদি আরবের দাম্মামগামী বিমানের একটি বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজ উড্ডয়ন করছিল। রানওয়েতে চলা অবস্থায় সেটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে এবং উড্ডয়ন বাতিল করা হয়। এ সময় বিমানটির ইঞ্জিনের বিভিন্ন ধাতব টুকরা ভেঙে রানওয়েতে গিয়ে পড়ে।

মানুষ হত্যা বন্ধ করেছি গুপ্তহত্যাও বন্ধ করব

বিএনপি-জামায়াতের দিকে ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'বিএনপি নেত্রী বলেছেন, আওয়ামী লীগ খুন করছে। খুন করার অভ্যাস আমাদের নয়, তাঁর আছে। কারণ, তাঁরা আমাকে খুন করার জন্য বারবার চেষ্টা করেছে।'

আওয়ামী লীগই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে বলে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বক্তব্যের সমালোচনা করে ১১ জুন সকালে গণভবনে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় সূচনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বিএনপির প্রকাশ্যে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে পেরেছি। গুপ্তহত্যাও বন্ধ করতে পারব। এটা সময়ের ব্যাপার। গুপ্তহত্যাকারীদের খুঁজে বের করা হবে।

১১ জুন সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় সূচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'কেউ কাউকে আঘাত করলে দয়া করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন না। এক জোট হয়ে প্রতিরোধ করবেন, আমরা আপনাদের পাশে থাকব।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গুপ্তহত্যাকারীদের খুঁজে খুঁজে বের করব। সূত্রটা কী, কাদের মদদে, কারা অর্থ দিচ্ছে। কাদের পরিকল্পনায় এই কাজগুলো তারা করছে-এই সূত্রগুলো খুঁজে বের করা হবে। কিছু সূত্র পাওয়া যাচ্ছে, একসময় সবকিছু বের হবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'গুপ্তহত্যা ঘটিয়ে কেউ পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে ধরার চেষ্টা করবেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পাশে থাকবে। প্রতিরোধ করবেন। ঠিক যেভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত।'

এর আগে ৮ জুন জাতীয় সংসদে বক্তৃতা ও গণভবনে সংবাদ সম্মেলন সাম্প্রতিক গুপ্তহত্যার ঘটনায় দুটি রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তোলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যখন কথা বলি, মনে রাখবেন অমূলক কথা বলি না। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, আমি হেড অব দ্য গভর্নমেন্ট (সরকারপ্রধান)। সব তথ্য নিশ্চয়ই আমার কাছে আছে। সরকার বসে নেই। গোয়েন্দা সংস্থাও বসে নেই। তদন্তের স্বার্থে হয়তো সব কথা, সব তথ্য প্রকাশ করা যাবে না, কিন্তু সূত্রটা জানা যায়। আর সেই সূত্র ধরেই আমরা কথা বলি।'

জাপান, বুলগেরিয়া ও সৌদি আরব সফর নিয়ে ওই দিন গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ৩ থেকে ৭ জুন পর্যন্ত সৌদি আরব, ২৬ থেকে ২৯ মে জাপান এবং ১৮ থেকে ২২ মে বুলগেরিয়া সফর করেন।

পরে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকে যাঁরা গুপ্তহত্যায় জড়িত, তাঁরা যদি মনে করেন গুপ্তহত্যা করে পার পেয়ে যাবেন, ইনশা আল্লাহ তাঁরা পার পাবেন না। তাঁদের বিচার এই বাংলার মাটিতে হবেই হবে।' তিনি বলেন, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, গির্জার ফাদারকে আক্রমণ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে শিক্ষককে হত্যা করা হচ্ছে। এমনকি এর আগে যেটা কখনো দেখা যায়নি, পুলিশ অফিসার, যিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁর স্ত্রীকে কুপিয়ে আর গুলি করে দিবালোকে হত্যা করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক গুপ্তহত্যার ঘটনায় দুটি রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন নাম নিয়ে হত্যার দায় স্বীকার করলেও এদের হত্যার প্রক্রিয়া একই রকম। বাংলাদেশে এ ধরনের জঙ্গি তৎপরতা আমরা আগেও দেখেছি। এখন যারা ওই দুটি রাজনৈতিক দলকে বাঁচাতে চায়, যারা তাদের রক্ষা করতে চায়, তাদের অপকর্মগুলো ঢাকতে চায়, তারাই এ ধরনের প্রশ্ন ওঠায়।'

আরেক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই দুটি রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে জনরোষে পড়ে কৌশল পাল্টেছে। তারা এখন 'সফট টার্গেট' ধরে গুপ্তহত্যা শুরু করেছে। ধোঁকা দিয়ে সরকার তাদের বিরুদ্ধে করণীয় ঠিক করছে।

সৌদিসহ অন্য প্রসঙ্গে : সংসদে আরেক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরবে ২০ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করছেন। এখন তাঁরা আকামা পরিবর্তনের (নিয়োগকর্তা ও শহর পরিবর্তন) সুযোগ পান। এ ছাড়া এবার সৌদি সরকার নারী শ্রমিকদের সঙ্গে স্বামী বা পিতাকে নিতে অনুমতি দিয়েছে। আর বাংলাদেশেও এখন কর্মী প্রয়োজন। তাই শ্রমিক পাঠানোর চেয়ে দেশে সৌদি বিনিয়োগের ব্যাপারে জোর দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরব সফরের সময়ে সৌদি বাদশাহ বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

চট্টগ্রামে পাহাড়ে ঝুঁকিপূর্ণ বসতি

শুধু বর্ষা এলেই উচ্ছেদ অভিযান!

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

প্রতিবছর বর্ষা এলে চট্টগ্রামে পাহাড় থেকে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ বসতি উচ্ছেদ করা হয়। এই বছরও চলছে উচ্ছেদের উদ্যোগ। কিন্তু পাহাড়ধসে প্রাণহানি ঠেকাতে নেওয়া হয় না কোনো দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ।

২০০৭ সালের ১১ জুন চট্টগ্রামে পাহাড়ধসে নিহত হয় ১২৭ জন।

গত বছরের জুনে পাহাড়ে ঝুঁকিতে বসবাসকারী পরিবারগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়। সেবার অন্তত ৫০০ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু ১৮ জুলাই বায়েজিদ এলাকার আমিন কলোনিতে পাহাড়ধসে নিহত হয় তিনজন। একই বছরের ২১ সেপ্টেম্বর বায়েজিদ থানার মাঝিরঘোনা এলাকায় পাহাড়ধসে মা-মেয়ে মারা যায়। পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটির করা ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ের তালিকায় ছিল না পাহাড় দুটি।

সূত্র জানায়, শক্তিশালী পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটি চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ৩০টি পাহাড় চিহ্নিত করে, যেখানে ঝুঁকিপূর্ণভাবে লোকজন বসবাস করছে। এসব পাহাড়ে স্বল্প ও বেশি ঝুঁকিতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কম-বেশি ১০ লাখ বলে ধারণা করা হয়। স্থায়ী এবং কঠোর কোনো উদ্যোগ না থাকায় দিন দিন এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বসতি বাড়ছে।

চট্টগ্রামে পাহাড়ধসে এক দিনে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটে ২০০৭ সালের ১১ জুন। তখন তদন্ত কমিটি পাহাড়ে মৃত্যু ঠেকাতে ৩৬ দফা সুপারিশ দেয়। একই ঘটনার পর আরেকটি প্রতিবেদন দেয় প্রকৌশলগত প্রতিরোধ কমিটি। ওই প্রতিবেদনে দুর্ঘটনা এড়াতে ৩০ দফা সুপারিশ করা হয়।

সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে পাহাড় দখলমুক্ত করে বনায়ন করা, ঝুঁকিতে বসবাসকারীদের পুনর্বাসন করা, পাহাড় কাটা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, পাহাড় ইজারাদান এবং দখল বন্ধ করা।

শক্তিশালী পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসচিব মো. আবদুল জলিল বলেন, 'বৃষ্টি হলে আমরা তো ঘরে বসে থাকি না। লোকজনকে সরাতে আমরাও পাহাড়ের পাদদেশে চলে যাই। এবারও আমরা একটি তালিকা করে পাহাড়ে অধিক ঝুঁকিতে থাকা বাসিন্দাদের সরিয়ে নেব। আগামী সপ্তাহে সভা ডেকেছি। ওই সভায় করণীয় নির্ধারণ করা হবে।' তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে সচেতনতা নেই। একদিক থেকে তুলে দিলে অন্যদিকে গিয়ে আবার ঘর বাঁধে। কিংবা বৃষ্টি কমলে আবার গিয়ে একই জায়গায় বসবাস শুরু করে।

আ.লীগে সভাপতির ক্ষমতা আরও বাড়ছে!

দলীয় গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আসছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

দলীয় সভাপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদকের মতো পদ সংযোজনসহ নানা পরিবর্তন আসছে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে। দলের ২০তম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত গঠনতন্ত্র উপকমিটির ৯ জুনের সভা থেকে এমন ইঙ্গিত মিলেছে।

সভায় আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র উপকমিটির সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, 'আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বিশ্বের রাজনীতিতে অত্যন্ত শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব। সুতরাং এগুলো আমাদের গঠনতন্ত্রের ঘোষণাপত্রে প্রতিফলন হবে। আগের সভানেত্রীর সেই পাওয়ার রাখলে চলবে না।' আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার ঘোষণা অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেন তিনি।

সভার শুরুতে গঠনতন্ত্র উপকমিটির আহ্বায়ক আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'কিছুদিন আগেও ইউনিয়ন, পৌরসভা নির্বাচন নির্দলীয় হতো। এখন এগুলো দলীয় ভিত্তিতে করা হচ্ছে। কিন্তু এই নির্বাচন পরিচালনার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই আমাদের গঠনতন্ত্রে। জাতীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী বাছাই করতে আমাদের সংসদীয় বোর্ড আছে। আমরা ওই কমিটি একটু বাড়িয়ে ইউনিয়ন ও পৌরসভার প্রার্থীদের বাছাই করেছি। এটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে এটা আমরা কীভাবে করব, সেটা গঠনতন্ত্রে আসবে।'

রাজ্জাক বলেন, দেশে নতুন দু-একটি প্রশাসনিক বিভাগ হয়েছে, সেগুলোর জন্যও সাংগঠনিক সম্পাদক পদ সৃষ্টি হতে পারে। জনসংখ্যা আনুপাতিক বিবেচনায় নিয়ে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদ বাড়বে কি না, সে বিষয়ে গঠনতন্ত্রে আলাপ হবে। আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক রয়েছেন। এখন কথা উঠেছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক পদ তৈরির বিষয়ে। তিনি বলেন, 'আমরা একটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব কাউন্সিলে পেশ করব। সেখানেও অনেক সদস্য প্রস্তাব দেওয়ার সুযোগ পাবেন। নতুন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক থাকবেন। আর সেখানেই গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত অনুমোদন পাবে।'

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'গঠনতন্ত্র সংশোধনে পরামর্শ পাঠানোর জন্য দেশের সব জেলা, উপজেলা, থানা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগামীকালের মধ্যে ওই চিঠির জবাব দেওয়ার শেষ সময়। কেউ কেউ টেলিফোনেও আমাদের অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। সুনির্দিষ্ট কোনো সংশোধনীর বিষয়েই এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।'

চকবাজারের ইফতারি

পুরান ঢাকার চকবাজারের ইফতারির আলাদা খ্যাতি আর ঐতিহ্যের কথা অনেকেরই জানা। পবিত্র রমজানের শুরু থেকেই প্রতিদিন দুপুর থেকে চকবাজারে ইফতারির বাজার বসে। নানা স্বাদের ইফতারি কিনতে তাই ঢাকা বিভিন্ন স্থানের অগণিত মানুষ প্রতিদিন চকবাজার শাহি মসজিদের সামনের সড়কে ভিড় করেন। সম্প্রতি তোলা ছবি ● প্রথম আলো

আবু বক্কর

শ্যামলী খাতুন

তবু দমেনি তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর **প্রতিনিধি**

বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার পর পারিবারিক সিদ্ধান্ত এল, পড়ালেখা এখানেই বন্ধ। অথচ ছেলেটির স্বপ্ন পড়ালেখা করে 'পণ্ডিত' হওয়ার। শেষমেশ পরিবারকে বোঝানো গেলেও শর্ত একটাই—খরচ জোগাতে হবে নিজেকেই। সেই থেকে ইটভাটায় কাজ করে চলছে পড়ালেখা। এ গল্প নাটোরের অদম্য মেধাবী আবু বক্করের। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে সে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শ্যামলী খাতুনের গল্পটাও অন্যদের হার মানানোর মতো। বছর খানেক বয়সেই হারায় শ্রমজীবী বাবাকে। এরপর কেবলই দুর্দিনযাত্রা। খেয়ে না-খেয়ে চলেছে লেখাপড়া। অদম্য ইচ্ছার বলেই এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে শ্যামলী।

আবু বক্কর নাটোর সদর উপজেলার পণ্ডিতগ্রামের আজিজ খলিফার ছেলে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে দিনমজুর আজিজের বাঁ পা হঠাৎ অবশ হয়ে পড়ে। অবশ হয়ে পড়ে পরিবারটাও। কারণ, তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়, বড় ভাই তোফায়েল আহম্মেদের (এইচএসসি পরীক্ষার্থী) পড়ালেখা চললেও আবু বক্করের পড়ালেখা এখানেই শেষ। অথচ সবে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে সে। পরিবারের এ সিদ্ধান্ত মানতে পারেনি আবু বক্কর। বাবা-মাকে বোঝাতে স্যারদের কাছে ধরনা দিয়েছে। স্যারদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজি হন তাঁরা। তবে শর্ত এই যে, পড়ালেখার খরচ আবু বক্করকেই জোগাতে হবে।

শর্তপূরণে বাড়ির পাশের 'এএইচবি' ইটভাটায় ইট টানার কাজ নেয় আবু বক্কর। এখনো সেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সমানতালে চলছে পড়ালেখাও। পণ্ডিতগ্রাম উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে সে।

আবু বক্কর বলে, 'বাড়ি আমার পণ্ডিতগ্রামে। অথচ পড়ালেখা বন্ধ করে বসে থাকব, তা কি হয়? কষ্ট করে হলেও পড়ালেখা চালিয়ে যাব। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত (শিক্ষক) হব, ইনশা আল্লাহ।'

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শ্যামলী খাতুনের শ্রমজীবী বাবা সাকিম উদ্দীনের কোনো স্মৃতি তার মনে নেই। বুঝতে যখন শিখেছে, দেখেছে অন্নের জন্য লড়াইরত এক মাকে। তিন বোন ও এক ভাইয়ের খাবার জোটাতে গৃহকর্মীর কাজ করতেন মা মনোয়ারা বেগম। প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোতে না-পেরোতেই বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তিনি। মেজো মেয়ে লেখাপড়া করেছে বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকার সহায়তায়।

পৌর এলাকার আলী নগরের যেখানটায় শ্যামলীদের বাড়ি, তার চারপাশে বিদ্যুতের ঝলমলে আলো। কিন্তু শ্যামলীদের বাড়িটা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। সামর্থ্য না থাকায় এক কুপি জ্বালিয়ে পড়ালেখা চালাত দুই বোন। দুজনের লেখাপড়াটা অব্যাহত রাখতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় একমাত্র ভাইকে। লেখাপড়া ছেড়ে বাল্যকাল থেকেই রাজমিস্ত্রির জোগালির কাজ করতে হচ্ছে তাকে। পৌর এলাকার আলী নগর উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে সে।

শ্যামলী খাতুন জানায়, লেখাপড়া করে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। দুঃখিনী মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে সে। মায়ের সংগ্রাম সার্থক করতে চায় শ্যামলী।

সংক্ষেপ

এক দিনেই কমেছে আট টাকা

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানের এক দিন পর চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজিতে চিনির দাম কমেছে ৮ টাকা। ৫৮ টাকার চিনি ৯ জুন বিক্রি হয়েছে ৫০ টাকায়। ব্যবসায়ীরা বলছেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে তাঁরা এ দামে চিনি বিক্রি করছেন। ৮ জুন চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে অভিযান চালান জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। চিনির পাইকারি বাজারে কারসাজি করায় মীর আহমেদ সওদাগর ট্রেডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিক্রয় ব্যবস্থাপক জানে আলমকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি কেজি চিনি ৪৬ টাকায় কিনে পাইকারি বাজারে ৫৮ টাকা দরে বিক্রি করছিল। মীর আহমেদ সওদাগর ট্রেডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুস সালাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'জেলা প্রশাসন ৫০ টাকা দরে চিনি বিক্রি করার নির্দেশনা দিয়েছে। তাই সে দরে বিক্রি করছি। লাভ-ক্ষতি কপালে যা থাকে, তা হবে।' পাইকারি বাজারে দাম কমায় খুচরা বাজারে প্রতি কেজিতে চিনির দাম কমেছে ৩ টাকা।

● **নিজস্ব প্রতিবেদক**, চট্টগ্রাম

জুড়ীর নিখোঁজ ছাত্র মিলল টেকনাফে

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলায় নিখোঁজ স্কুলছাত্র আবদুল্লাহ্ আল হাদীর (১৪) খোঁজ পাওয়া গেছে। ৮ জুন রাতে কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করেন। হাদী উপজেলার কালীনগর গ্রামের বশির আহমদ ও ভোগতেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা আসিদা বেগমের ছেলে। সে জায়ফরনগর উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। ৫ জুন সে নিখোঁজ হয়। আবদুল্লাহ্ আল হাদীর মামা তায়েফ রহমান মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* জানান, হাদী ৮ জুন বিকেলে টেকনাফের একটি মুঠোফোনের দোকান থেকে তার মায়ের মুঠোফোনে কথা বলে। পরদিন ৯ জুন তাঁরা সেখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনেন। তায়েফ বলেন, হাদী ভালোমতো কথা বলতে পারছে না। সে কীভাবে টেকনাফে গেল সেটাও মনে করতে পারছে না।

● **জুড়ী** (মৌলভীবাজার) **প্রতিনিধি**

দেশের ওপর দিয়ে সম্প্রতি বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সড়ক। কিন্তু এখনো সংস্কারকাজ শুরু হয়নি। এ অবস্থায় ক্ষতির পরিমাণ কমাতে কোন কোন স্থানে প্রতিরোধ দেয়ালের পাশে গাছের খুঁটি স্থাপন করা হচ্ছে। নেভাল এলাকা থেকে ১২ জুন তোলা ছবি ● প্রথম আলো

বালিশ ও বাসনে কোটি রুপি

রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক কোটি ৩০ লাখ ভারতীয় রুপি পাচারের অভিযোগে ১০ জুন দুজনকে আটক করেছেন শুল্ক গোয়েন্দারা। বালিশ ও তৈজসপত্রের মধ্যে এগুলো লুকানো ছিল। আটক ব্যক্তিরা হলেন আবুল বাশার ও আবদুস সোবহান। তাঁদের মধ্যে আবুল বাশার এয়ার অ্যারাবিয়ার একটি ফ্লাইটে পাকিস্তানের করাচি থেকে আরব আমিরাতের শারজাহ হয়ে ঢাকায় আসেন। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মইনুল খান *প্রথম আলোকে* বলেন, সকাল সোয়া নয়টার দিকে বিমানবন্দরে আসার পর আবুল বাশারের সঙ্গে থাকা মালামাল তল্লাশি করা হয়। বড় একটি ব্যাগে বালিশ ও তৈজসপত্রের মধ্যে ভারতীয় মুদ্রার বান্ডিল পাওয়া যায়। এর পরিমাণ এক কোটি ৩০ লাখ রুপি।

● **নিজস্ব প্রতিবেদক**

খুলনায় দ্বিতল বাস চালু

খুলনা নগরে গণপরিবহন-সংকট নিরসনে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) পাঁচটি দ্বিতল বাস চালু করা হয়েছে। ১০ জুন বেলা ১১টায় আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে বাসগুলো নগরের রূপসা ট্রাফিক মোড় থেকে পিটিআই, রয়েল মোড়, ফেরিঘাট, পাওয়ার হাউস মোড়, জোড়াগেট, দৌলতপুর, ফুলবাড়ি গেট হয়ে ফুলতলা পর্যন্ত চলাচল করবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ মে খুলনা নগরে যানজট নিরসন ও সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে ইজিবাইকের সংখ্যা পাঁচ হাজার করা, নগরের দুটি সড়কে ইজিবাইক চলতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। নগরে হঠাৎ যানবাহন কমে যাওয়ায় গণপরিবহনের সংকট যাতে না হয়, সে জন্য বিআরটিসিকে চিঠি লেখা হয়। বিআরটিসির পক্ষ থেকে পাঁচটি দ্বিতল বাস দেওয়া হয়েছে।

● **খুলনা অফিস**

ঝুড়ি মুরগির চাহিদা পূরণে এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে প্রচুর পোলট্রি হ্যাচারি। এই হ্যাচারিতে ফোটানো বাচ্চা বহনের জন্য প্রয়োজন হয় ঝুড়ির। বাজারে এর চাহিদাও প্রচুর। তাই বাড়িতে নিজে ঝুড়ি তৈরি করে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন মাহফুজার রহমান। হাটে প্রতিটি ঝুড়ি ১৫ টাকায় বিক্রি হয়। ১২ জুন বগুড়ার গাবতলী উপজেলার সাগাটিয়া গ্রাম থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

জাসদের বিরুদ্ধে হঠাৎ সরব সৈয়দ আশরাফ

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাসদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারক-বাহকেরা এক শ ভাগ ভণ্ড বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। বর্তমান সরকারের জাসদের একজনকে মন্ত্রী করার সিদ্ধান্তের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় কি না, সেই শঙ্কার কথাও বলেছেন তিনি।

১৩ জুন বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) দুই দিনব্যাপী ছাত্রলীগের বর্ধিত সভা ও কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে সৈয়দ আশরাফ এসব কথা বলেন। জাসদই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিবেশ তৈরি করেছিল বলে অনুষ্ঠানে বলেন তিনি।

জাসদ নিয়ে হঠাৎ দলের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্রের বক্তব্যের পেছনের কারণ খুঁজছেন দলটির নেতারা। এই বক্তব্য দলের, না ব্যক্তিগত, এ ব্যাপারে কোনো ধারণাও করতে পারছেন না তাঁরা। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোনো বক্তব্য না দেওয়া পর্যন্ত জাসদের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অবস্থান ধোঁয়াশাই থাকবে বলে তাঁদের ধারণা।

স্বাধীনতার পরে জাসদের জন্মের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে সৈয়দ আশরাফ বলেন, '(বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারক-বাহকেরা) পরে অবশ্য জাসদ নামের একটা রাজনৈতিক সংগঠন করে। আর এখন আমাদের লেজুড়বৃত্তি। একজনকে মন্ত্রী দেওয়া হইছে। এই যে একটা সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যদি একটা ভুল করে তার প্রায়শ্চিত্ত কিন্তু সারা জীবন করতে হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরার আগেই এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদীরা দেশটাকে আবার ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করেছে। তারা ভণ্ড। তারা আপনার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলছে। তারা এক শ ভাগ ভণ্ড।'

১৪-দলীয় জোটে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) অবস্থান নিয়ে অন্ধকারে আওয়ামী লীগের নেতারা। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর দুজন সদস্য ও উপদেষ্টা পরিষদের তিনজন সদস্যদের সঙ্গে আলাপকালে তাঁরা *প্রথম আলোকে* বলেন, সৈয়দ আশরাফ 'ফাও' কথা বলেন না। আগ বাড়িয়ে 'অতিরিক্ত' কোনো কথাও বলেন না। হঠাৎ মুখ ফসকে একটা কথা বলে ফেলার মানুষও সৈয়দ আশরাফ নন। তাই তাঁদের ধারণা, এই বক্তব্য কোনো না কোনো ইঙ্গিত বহন করে। হয়তো তাৎক্ষণিক কোনো পরিবর্তন চোখে না পড়লেও জাসদের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ 'অন্য কিছু' ভাবছে বলে মনে হচ্ছে। ওই নেতারা বলেন, আপাতত এখন সবাইকে প্রধানমন্ত্রীর দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে।

১৪ জুন সংসদ লবিতে কয়েকজন নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বিষয়টি তোলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী কিছুটা নাখোশ হন বলে উপস্থিত একজন নেতা জানান।

এদিকে সৈয়দ আশরাফকে 'থামাতে' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করেছেন জাসদের নেতারা। তাঁরা বলেছেন, এ ধরনের কাদা-ছোড়াছুড়ি ১৪-দলীয় জোটের ঐক্য বিনষ্ট করবে।

চা ক রি র খোঁ জ

কাতারে কাজের খবর

কিচেন স্টাফ/ গাড়িচালক/ অন্যান্য
কিচেন স্টাফ, গাড়িচালক, কিচেন হেলপার ও লেডি ক্যাশিয়ার আবশ্যক। ফোন করুন : ৭০০০৫৪৫২/৫৫৯০০৬০৬। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

অভ্যর্থনাকর্মী ও অন্যান্য
একটি নেতৃস্থানীয় পণ্য উৎপাদন কোম্পানির জন্য অ্যাকউন্টস অ্যান্ড লজিস্টিস কো-অর্ডিনেটর, প্রকিউরমেন্ট কো-অর্ডিনেটর ও অভ্যর্থনাকর্মী আবশ্যক। যোগ্যতা : ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী; ন্যূনতম এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা; স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও অনাপত্তিপত্রধারী (এনওসি)। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : cvcollection01@gmail.com, ফোন করুন : +৯৭৪ ৬৬৭১৬০৮৮। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

বিক্রয় প্রতিনিধি/অন্যান্য
কাতারে একটি কোম্পানির জন্য ফিন্যান্স ম্যানেজার (উৎপাদনে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা; ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা; বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান), এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন সুপারভাইজর (সংশ্লিষ্ট কাজে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা; কাতারের শ্রম আইন সম্পর্কে জানাশোনা ইংরেজি ও কম্পিউটারে দক্ষতা; বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী) ও কয়েকজন বিক্রয় প্রতিনিধি (নারী-পুরুষ; সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তিন বছরের অভিজ্ঞতা; কাতারি বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স; ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : yassin.ibrahim82@outlook.com, সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

ইঞ্জিনিয়ার/সুপারভাইজর
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও মেকানিক্যাল সুপারভাইজর আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : meckumar2016@gmail.com। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

ইঞ্জিনিয়ার/সুপারভাইজর
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজর আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : eleckumar2016@gmail.com। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

গাড়িচালক
জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন করে হালকা ও ভারী যানের চালক আবশ্যক। যোগ্যতা : বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী; কাতারে ন্যূনতম দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা; স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : qatardriverjobs@gmail.com, ফোন করুন : ৭০১৯৯৮৮৮। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/সুপারভাইজর/অন্যান্য
আইএসও সনদধারী একটি 'এ' গ্রেডের এমইপি কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন করে প্রজেক্ট ম্যানেজার, কিউএ/ কিউসি ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ফায়ার ফাইটিং ইঞ্জিনিয়ার, ইএলভি/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, এইচভিএসি মেইনটেন্যান্স সুপারভাইজর আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : CV@arabian-mep.com, ফোন : ৫৫৫৯ ১৪৩৭ / ৬৬৯৯ ৭৬০০। সূত্র : *গালফ টাইমস*।

বিক্রয় নির্বাহী/টেকনিশিয়ান
জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় নির্বাহী ও ফাইবার অপটিক/ কপার টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা; স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও এনওসিধারী। প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখসহ জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : jobs@foss.com.qa সূত্র : *গালফ টাইমস*।

গাড়িচালক/টেকনিশিয়ান/অন্যান্য
দোহার একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য কয়েকজন গাড়িচালক, ক্যাম্প নার্স, স্টোর কিপার, এইচআর অফিসার, আরও/ডব্লিউটি/ডব্লিউডব্লিউটি টেকনিশিয়ান, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান, ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান ও ফোরম্যান আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : wmq.recruitment@yahoo.com, সূত্র : *গালফ টাইমস*।

ক্রয় কর্মকর্তা
একটি স্বনামধন্য কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য ক্রয় কর্মকর্তা আবশ্যক। যোগ্যতা : দুই-তিন বছরের অভিজ্ঞতা; এনওসিধারী; একই ক্ষেত্রে ডিগ্রিধারী। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hr2015df@gmail.com, সূত্র : *গালফ টাইমস*।

গাড়িচালক
জরুরি ভিত্তিতে ট্রেইলার ও ভারী যানের চালক আবশ্যক। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। ই-মেইল করুন : services@binarbaid.com, ফোন : ৪৪৭২৯৪৬১, ৫০৬৪৩৮৯৭। সূত্র : *গালফ টাইমস*।

গাড়িচালক
কেএফসি, হার্ডিস ও পিৎজাহাট রেস্তোরাঁর কাজে কয়েকজন ডেলিভারি কার ড্রাইভার আবশ্যক। এনওসি থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : desar_trading@outlook.com, ফোন : ৫০০৫০৫৫২। সূত্র : *গালফ টাইমস*।

বিক্রয় ও বিপণনকর্মী
বিক্রয় ও বিপণনকর্মী আবশ্যক। মাসিক বেতন : ২৫০০/-+ বিক্রির ওপর কমিশন। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : jobwork673@gmail.com, সূত্র : *গালফ টাইমস*।

ইঞ্জিনিয়ার
একটি কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসের জন্য ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (শুধু গ্রেড 'এ') আবশ্যক। ই-মেইল করুন : qatar2014_job@hotmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

সেলস ইঞ্জিনিয়ার/টেকনিশিয়ান/গাড়িচালক
একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য এসি সেলস ইঞ্জিনিয়ার (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম চার-পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা), ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান (তিন বছরের অভিজ্ঞতা) ও গাড়িচালক (ইংরেজিতে পারদর্শী) আবশ্যক। সব পদের জন্য এনওসি থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : info@qatarems.com, ফোন : ০০৯৭৪ ৪৪ ১১ ৯১৭৭। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/ম্যানেজার/অন্যান্য
নির্মাণ খাতের একটি নেতৃস্থানীয় কোম্পানির জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজার, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, সেফটি ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিক্যাল অফিস ম্যানেজার, টেকনিক্যাল অফিস ইঞ্জিনিয়ার, এস্টিমেশন ম্যানেজার, এস্টিমেশন ইঞ্জিনিয়ার, কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার, স্টোর ম্যানেজার, স্টোর কিপার আবশ্যক। স্পনসরশিপ বদল করতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hr2022.recruitment@gmail.com সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/ অ্যাকাউন্টস সুপারভাইজর/ অন্যান্য
সিনিয়র কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার, সিনিয়র ড্রাফটসম্যান, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, সাইট সুপারভাইজর/ কো-অর্ডিনেটর ও অ্যাকাউন্টস সুপারভাইজর আবশ্যক। ইন্টেরিয়র ফিট-আউট কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : daniel@transasia.info, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/অন্যান্য
একটি নেতৃস্থানীয় এমইপি কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, এস্টিমেশন ইঞ্জিনিয়ার, এমইপি ড্রাফটসম্যান ও ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার আবশ্যক। ই-মেইল করুন : hrcontact20@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিপণনকর্মী
খাবারসামগ্রী পরিবেশক কোম্পানির জন্য ডায়নামিক বিপণনকর্মী আবশ্যক। যোগ্যতা : কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী; স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী। ই-মেইল : fftqatar@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/সুপারভাইজর
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও মেকানিক্যাল সুপারভাইজর আবশ্যক। ই-মেইল করুন : meckumar2016@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
ভারী যানের কয়েকজন চালক আবশ্যক। যোগ্যতা : ন্যূনতম দুই-তিন বছরের জিসিসি অভিজ্ঞতা; এনওসি/স্থানান্তরযোগ্য ভিসা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hr@approachtransporting.com, ফোন : ৩১০৩৯১৭৫। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিপণন নির্বাহী
একটি ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং কোম্পানির জন্য বিপণন নির্বাহী আবশ্যক। যোগ্যতা : ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা; কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও স্থানান্তরযোগ্য ভিসা; বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে। ই-মেইল করুন : cargo.aslr@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ডিজেল মেকানিক
ইয়টে কাজ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে একজন ডিজেল মেকানিক আবশ্যক। ন্যূনতম দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : qatarvacant123@gmail.com, ফোন : ৫৫৯৭৪৭২১। সূত্র : গালফ টাইমস।

মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান
মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান আবশ্যক। শিল্প খাতের বিভিন্ন মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : ayman@sic.qa, ফোন : ৬৬০২৮৬৫২। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী/গাড়িচালক
একটি স্বনামধন্য ওয়াটার কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় নির্বাহী ও কয়েকজন গাড়িচালক (এলএমভি) আবশ্যক। ফোন করুন : ৪৪৭৮৬১৪১, ৭০০৮৫৬৮১। সূত্র : গালফ টাইমস।

ওয়েটার/পরিচ্ছন্নতাকর্মী/অন্যান্য
একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁর জন্য কুক, ক্যাপটেন, স্টিউয়ার্ড, ওয়েটার, হেলপার ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবশ্যক। প্রার্থীদের যথেষ্ট অভিজ্ঞ, তরুণ ও বলবান হতে হবে; এনওসি বা ভিজিট ভিসাধারী হতে হবে। ই-মেইল করুন : palacehyd@gmail.com, ফোন করুন : ৪৪৮৮৫৭৮২, ৭০৫৭৮৬০০। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইলেকট্রিশিয়ান/টেকনিশিয়ান/অন্যান্য
জরুরি ভিত্তিতে এমইপি সুপারভাইজর, এইচভিএসি টেকনিশিয়ান, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, বিএমএস অপারেটর, অভ্যর্থনাকর্মী আবশ্যক। স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও এনওসি থাকতে হবে। ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ। জীবনবৃত্তান্ত, পাসপোর্ট এবং শিক্ষাগত ও অভিজ্ঞতার সনদসহ যোগাযোগের ঠিকানা : ইএফএস ফ্যাসিলিটিস সার্ভিসেস কাতার, দ্বিতীয় তলা, অফিস নং-২০, আকাফ বিল্ডিং, দোহা। ফোন করুন : +৯৭৪ ৪৪৪ ৭৭ ৬২২। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
লিমুজিন গাড়ির কয়েকজন ড্রাইভার আবশ্যক। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী এবং দোহার বিভিন্ন এলাকা ও রাস্তাঘাট জানাশোনা থাকতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স ও জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : dreoel@dreoel.com, ফোন : ৩০৩৮৭৪০৮। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
স্থানীয় একটি ক্লিনিকের জন্য হালকা যানের চালক আবশ্যক। আরবি ও ইংরেজি জানা ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারবেন। ই-মেইল করুন : khaled@canvethospital.com, ফোন : ৫৫৬৯৬৩৯১। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
একটি স্বনামধন্য পরিবহন কোম্পানির ভারী যানের জন্য ১৫ জন চালক আবশ্যক। দুই বছরের জিসিসি অভিজ্ঞতা এবং এনওসি/ স্থানান্তরযোগ্য ভিসা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : hr@approachtransporting.com, ফোন করুন : ৩১০৩৯১৭৫ (সকাল আটটা থেকে রাত আটটা)। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/টেকনিশিয়ান
একটি স্বনামধন্য সার্ভিসেস কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন করে ভারী যানের চালক ও ভারী ডিজেল ইঞ্জিনের টেকনিশিয়ান আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ফ্যাক্স করুন : ৪৪৬৪৯০২৪, ই-মেইল : info5792@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

আইটি অফিসার
একটি শীর্ষস্থানীয় শিল্পবিষয়ক কোম্পানির জন্য আইটি অফিসার আবশ্যক। নেটওয়ার্কিং, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাজে তিন থেকে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিষয়ের স্থানে 'আইটি অফিসার' উল্লেখপূর্বক জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : careers@qatartechnical.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

বাহরাইনে কাজের খবর

ওয়েটার/ক্যাপটেন/অন্যান্য
মুভনপিক হোটেল বাহরাইনের জন্য কয়েকজন করে ওয়েটার ও ওয়েট্রেস, ক্যাপটেন (নারী-পুরুষ), সুপারভাইজর (নারী-পুরুষ), আউটলেট ম্যানেজার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hotel.bahrain.hr@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ম্যানেজার/ইঞ্জিনিয়ার/অন্যান্য
নির্মাণ খাতের একটি বৃহৎ কোম্পানির জন্য ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস ম্যানেজার, কনস্ট্রাকশন জেনারেল ফোরম্যান, প্ল্যান্ট ম্যানেজার, রোডস অ্যান্ড অ্যাসফল্ট সারফেসিং ম্যানেজার, অ্যাসফল্ট সারফেসিং জেনারেল ফোরম্যান, অ্যাসফল্ট সারফেসিং টেকনিক্যাল ম্যানেজার, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, কিউএ/কিউসি ইঞ্জিনিয়ার, অটোক্যাড ড্রাফটসম্যান ও টোটাল স্টেশন সার্ভেয়ার আবশ্যক। ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hr@almuharikat.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় নির্বাহী/ব্যবস্থাপক/ইঞ্জিনিয়ার
স্কাইলাইন ট্রেডিং করপোরেশনের (সিগমা পেইন্টস) জন্য বিক্রয় নির্বাহী, বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও সেলস ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : stc3207@batelco.com.bh, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

শেফ/ওয়েটার/অন্যান্য
সার এলাকায় প্রবাসীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান দিলমুন ক্লাবের জন্য ডেপুটি হেড শেফ, শেফ, ওয়েটার/ওয়েট্রেস, স্ট্যাবলস গ্রুম ও নিরাপত্তা প্রহরী আবশ্যক। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : www.dilmun-club.com । বিষয়ের স্থানে পদের নাম উল্লেখপূর্বক জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : HR@dilmun-club.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ম্যানেজার/অভ্যর্থনাকর্মী
রিয়েল এস্টেট ও ডিজাইন ফার্মের জন্য মেইনটেন্যান্স ম্যানেজার (বাহরাইনি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী) ও অভ্যর্থনাকর্মী (হিসাবের কাজে অভিজ্ঞ) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : recruitmentinbahrain@gmail.com । সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সেলস ইঞ্জিনিয়ার
একটি স্বনামধন্য পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য সেলস ম্যানেজার আবশ্যক। যোগ্যতা : বাহরাইনে একই কাজে ন্যূনতম দুই-তিন বছরের অভিজ্ঞতা। বৈধ বাহরাইনি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী; বর্তমানে বাহরাইনে থাকলে অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : bsfrecruits@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

এইচভিএসি টেকনিশিয়ান
ইয়াটিম এয়ার কন্ডিশনিংয়ের জন্য কয়েকজন এইচভিএসি এসি টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগ্যতা : এইচভিএসিতে ডিপ্লোমাধারী; উপসাগরীয় এলাকায় পাঁচ-সাত বছর কাজের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : yatmain@yateemc.net, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় নির্বাহী
আউটডোর সেলস এক্সিকিউটিভ আবশ্যক। যোগ্যতা : দুই বছর কাজের অভিজ্ঞতা; বাহরাইনি ড্রাইভিং লাইসেন্স; যোগাযোগের চমৎকার দক্ষতা। ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : arcbush@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

মার্চেন্ডাইজার
মার্চেন্ডাইজার আবশ্যক। যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা; কঠোর পরিশ্রমী; ইংরেজি ও হিন্দি বলতে পারদর্শী; বৈধ বাহরাইনি ড্রাইভিং লাইসেন্স। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hr.recruitment@deekobahrain.com, ফ্যাক্স : ১৭৭৩২৪৪৪। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

কর্মী
একটি রেস্তোরাঁর জন্য পেস্ট্রি, পিৎজা, ব্রেড তৈরির জন্য অভিজ্ঞ কর্মী আবশ্যক। ই-মেইল করুন : itispizza@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

কুক/ওয়েটার/অন্যান্য
জরুরি ভিত্তিতে কুক, ওয়েটার, পেস্ট্রি ও সুপারভাইজর আবশ্যক। ই-মেইল করুন : richmond@verandabahrain.com, carmen@verandabahrain.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বেকার/পরিচ্ছন্নতাকর্মী
একটি বেকারির জন্য বেকার ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবশ্যক। ফোন : ৩৯৪৬৬৯০৯। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক
ভারী যানের (ট্রাক, ট্রেইলার, ট্যাংকার) চালক আবশ্যক। বাহরাইনি বৈধ লাইসেন্সধারী হতে হবে। ন্যূনতম অভিজ্ঞতা পাঁচ বছর। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : ajinlal.ajithkumar@buchen.net, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সেলস ইঞ্জিনিয়ার
নির্মাণসামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রির জন্য সেলস ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) আবশ্যক। যোগ্যতা : বাহরাইনে বিক্রির কাজে এক-দুই বছরের অভিজ্ঞতা; ইংরেজি ভাষা ও যোগাযোগের চমৎকার দক্ষতা; সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রিধারী; বাহরাইনি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী। ই-মেইল করুন : hr.amnabsc@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সাইট ইঞ্জিনিয়ার/সুপারভাইজর/অন্যান্য
কয়েকজন করে সাইট ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজর, প্লাম্বার, হিসাবরক্ষক ও গাড়িচালক আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : infinitybuilders2005.bahrain@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফিসার
অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফিসার আবশ্যক। এলএমআরএ কাজে অভিজ্ঞ হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : solemente22@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
পেশাদার আউটডোর সেলসম্যান আবশ্যক। অভিজ্ঞতা : পাঁচ বছর। ই-মেইল করুন : info@koohejibuildingcare.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইঞ্জিনিয়ার/গাড়িচালক/অন্যান্য
বাহরাইনের একটি স্বনামধন্য সংস্থার জন্য জরুরি ভিত্তিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাফটসম্যান (সিভিল ও মেকানিক্যাল), ফোরম্যান (সিভিল ও মেকানিক্যাল), ডাক্টাইল আয়রন পাইপের জন্য পাইপ ফিটার, এক্সাভেটর অপারেটর, লোডার অপারেটর ও ভারী যানের চালক আবশ্যক। জিসিসিতে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : recruitment620@gmail.com ফোন : ৩৬৪৯৪১২২। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় নির্বাহী
একটি স্বনামধন্য ট্রেডিং কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে শোরুম সেলস এক্সিকিউটিভ আবশ্যক। মার্বেল, গ্রানাইট, স্টোন ইত্যাদি বিক্রির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাহরাইনি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী। ইংরেজি ও আরবি জানলে অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : sales01@kameshki.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক
বাহরাইনি পরিবারের জন্য হাউস ড্রাইভার আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৪১৪৩০৮৭। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইলেকট্রিশিয়ান/অফিস সেক্রেটারি
জরুরি ভিত্তিতে ইলেকট্রিশিয়ান/অফিস সেক্রেটারি আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৩৯৭৬০৯৬। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী/গাড়িচালক/ইলেকট্রিশিয়ান
একটি পেইন্টের দোকানের জন্য হিসাবরক্ষক, বিক্রয়কর্মী, গাড়িচালক ও ইলেকট্রিশিয়ান আবশ্যক। ই-মেইল করুন : jobs.salmabad@gmail.com. ফোন : ৩৯৮৫২৪৮২। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/কুক/অন্যান্য
একটি বেসরকারি ফার্মের জন্য গাড়িচালক, কন্টিনেন্টাল কুক, নারী হাউস কিপিং সুপারভাইজর ও ম্যাসিউর-কাম ফিটনেস ট্রেইনার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hroffice96@yahoo.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক
একটি পরিবেশক কোম্পানির জন্য ডেলিভারি কার ড্রাইভার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : tamexpressbh@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

এসি টেকনিশিয়ান
একটি এসি কোম্পানির পেশাদার দলের জন্য কয়েকজন এসি টেকনিশিয়ান আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hralseef@hotmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

রেফ্রিজারেশন টেকনিশিয়ান
সুপার মার্কেট ফ্রিজার, চিলার ও কোল্ড রুমের জন্য রেফ্রিজারেশন টেকনিশিয়ান আবশ্যক। ই-মেইলে আবেদন করুন : refacs@batelco.com.bh, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গ্রাফিকস ডিজাইনার
একটি বিজ্ঞাপনবিষয়ক কোম্পানির জন্য গ্রাফিকস ডিজাইনার আবশ্যক। অ্যাডোবিতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : effectsjobs@gmail.com. ফোন : ৩৫৩৯৫৬৪৬। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক
ভবন নির্মাণসামগ্রীর একটি কোম্পানির ছয়-হুইল ড্রাইভার (হালকা) আবশ্যক। ফোন করুন :৩৩৪৮০৮৫০। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
ভবন নির্মাণসামগ্রীর একটি দোকানের জন্য বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। ই-মেইল করুন : groupn2016@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক
হালকা ও ভারী যানের জন্য কয়েকজন চালক আবশ্যক। ই-মেইল করুন : co_alnemran@yahoo.com, ফোন : ৩৬৮৯৯৪২২। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বাংলাদেশ সীমান্তে আবার বেড়া দিচ্ছে মিয়ানমার

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশ সীমান্তে পুনরায় বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু করেছে মিয়ানমার।

চলতি সপ্তাহে দেশটির গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছিল, বরাদ্দের অভাবে পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে বাংলাদেশ সীমান্তে ওই বেড়া নির্মাণের কাজ স্থগিত করা হয়েছিল। তবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অং সান সু চির নতুন সরকার অসমাপ্ত বেড়া নির্মাণের কাজ শেষ করার ওপর জোর দিয়েছে।

মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের উপমহাপরিচালক জো এইচতের উদ্ধৃতি দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত পত্রিকা *গ্লোবাল নিউ লাইট অব মিয়ানমার*-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সীমান্তে বেড়া নির্মাণের জন্য আগের সরকারের বরাদ্দ করা ৪ কোটি ৫৯ লাখ ডলার ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। সীমান্তে বেড়া নির্মাণের জন্য আগের সরকারের বরাদ্দ দেওয়া অর্থ কাটছাঁট বা হ্রাস করা হয়নি এবং প্রকল্পটির কাজ পুনরায় শুরু হয়েছে। জো এইচতে বলেন, 'পরবর্তী সব সরকারকে অবশ্যই সীমান্তের নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দিতে হবে।'

মিয়ানমার ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সীমান্তে ২৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু করে। ২০১৫ সালে চারটি ধাপের কাজ শেষ হয়।

কার্ড ব্যবহার করে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করছেন একজন গ্রাহক ● প্রথম আলো

সিএনবিসির বিশ্লেষণ

হাসিনা সরকারের অব্যবস্থাপনা সহিংসতার অন্যতম কারণ

প্রথম আলো ডেস্ক

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে শিক্ষক, লেখক-প্রকাশক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনসহ ৩০ জনের (প্রকৃত সংখ্যা ৪৯) বেশি মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। বর্তমানে এই সন্ত্রাসী অপতৎপরতাই দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন লন্ডনভিত্তিক বৈশ্বিক ঝুঁকি ও কৌশলগত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'কন্ট্রোল রিস্কস'-এর দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক বিশ্লেষক রোমিতা দাস।

১০ জুন প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'কনজ্যুমারস নিউজ অ্যান্ড বিজনেস চ্যানেল' বা সিএনবিসির একটি নিবন্ধে রোমিতা দাসের ওই মতামত তুলে ধরা হয়েছে। 'ডিপ পলিটিক্যাল টেনশনস্ আন্ডারলাইন বাংলাদেশ ভায়োলেন্স' শিরোনামের ওই নিবন্ধে বলা হয়, বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডগুলোর কয়েকটির দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস) ও ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার শাখা একিউআইএস। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বরাবরই দেশে এ ধরনের জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এসেছে।

এ ব্যাপারে রোমিতা দাস বলেন, 'বাংলাদেশের ভেতরেই নিজেদের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে জঙ্গি সংগঠনগুলো নিজেদের কর্মীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে তাদের খুঁজে বের করা কর্তৃপক্ষের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।'

> বাংলাদেশের ভেতরেই নিজেদের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে জঙ্গি সংগঠনগুলো নিজেদের কর্মীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে
>
> **রোমিতা দাস**
> দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক বিশ্লেষক
> কন্ট্রোল রিস্কস

বিশ্লেষকেরা এখন বাংলাদেশ সরকারের অব্যবস্থাপনাকেই চলমান সহিংসতার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন। রোমিতা দাসের ভাষ্যমতে, 'সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে সংকুচিত করে ফেলার কারণে একধরনের নেতৃত্ব সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। মৌলবাদী শক্তি এ শূন্যতাকেই কাজে লাগাচ্ছে।'

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান স্ট্রাটফর চলতি সপ্তাহে এক প্রতিবেদনে বলেছে, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবরই দৃঢ়তার সঙ্গে বাংলাদেশে আইএসের অস্তিত্ব নেই বলে দাবি করে আসছেন। খুব সম্ভব বিদেশি বিনিয়োগ, বিশেষ করে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতের বিনিয়োগ অটুট রাখতেই তিনি এমনটা দাবি করছেন। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে।'

প্রতিবেদনে স্ট্রাটফর বলেছে, 'সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডগুলোর দায় বিএনপি-জামায়াতের ওপর চাপিয়ে শেখ হাসিনা আসলে নিরাপত্তা বাড়ানোর নামে দল দুটোকে আরও সংকুচিত করার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন।'

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামসের ভাষ্যমতে, 'যখন ব্লগাররা হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছিলেন, তখন সরকার সবাইকে বুঝেশুনে লেখার (স্বনিয়ন্ত্রণের) উপদেশ দিচ্ছিল। এটা সত্যিই ভয়াবহ।'

স্ট্রাটফর, কন্ট্রোল রিস্ক এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ভাষ্যমতে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হওয়ার পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতি, ঋণ ও দারিদ্র্যের হার কমে এসেছে। তবে দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো দেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর সরকারের খড়্গ নেমে আসার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার সমালোচনা করে আসছে। চলতি বছর বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক *ডেইলি স্টার*-এর সম্পাদক মাহ্ফুজ আনামের বিরুদ্ধে মানহানি এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। একই সময় মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধেও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ উঠেছে।

নিউইয়র্কভিত্তিক ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠান মুডি'স ইনভেস্টরস সার্ভিসের ঝুঁকি বিশ্লেষক আনুশকা শাহও বলেছেন, 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ব্যাপক হারে মেরুকরণের সৃষ্টি হয়েছে।' এখন সহিংস ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন মনে হলেও তা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে দেশটিতে ঝুঁকি বৃদ্ধির কারণে তার ঋণ পরিশোধ ক্ষমতার বর্তমান 'বিএথ্রি' মান বিপন্ন হতে পারে।

নিউইয়র্কভিত্তিক আরেক ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠান ফিচ রেটিংসের থমাস রুকমাকার বলেন, 'নিরাপত্তা ইস্যুর কিছু বিষয় নিশ্চিত না করলে বা বজায় না থাকলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশ থেকে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে, যদি বিনিয়োগকারী এবং ক্রেতারা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প খাত থেকে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে অন্য কোনো দেশে নিয়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখে পড়বে।'

খাবারের ফেরিওয়ালা

আসাদুজ্জামান

জসীম ও সজল। আপন দুই ভাই। একজনের বয়স ২৯ বছর। আরেকজনের ২১। তাঁরা 'খাবারের ফেরিওয়ালা। রোজ ঢাকার আদালতে বক্সে করে খাবার সরবরাহ করেন তাঁরা। খাবারের দাম ৫০ টাকা। খাবার খান আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনজীবীরা।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঘুম থেকে উঠে পড়েন তাঁরা। এরপর মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে যান। তাঁদের মা জামিলা বেগম রান্না শুরু করেন। শেষ হয় সকাল আটটা-নয়টায়। পরে দুই ভাই মিলে খাবার প্লাস্টিকের বক্সে তোলেন। এরপর সেই বক্সগুলো নিয়ে দুপুরের আগেই চলে আসেন পুরান ঢাকার আদালত চত্বরে। পরে একে একে খাবারের বক্স পৌঁছে দেন গ্রাহকের টেবিলে।

তবে পবিত্র রমজানের প্রথম দিন থেকে দুই ভাইয়ের ছুটি। তাঁরা আদালতে আসেননি। রোজা শুরু হওয়ায় দুপুরের খাবার বিক্রি বন্ধ। জানতে চাইলে জসীম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'প্রথম রমজান থেকে আমাদের ছুটি শুরু। এক মাস বেকার থাকব। রোজার পর আবার নিয়মিতভাবে খাবার দেওয়া শুরু করব। ছয় বছর ধরে এ কাজ করেই সংসার চালাই।'

জসীমের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে ছয় বছর আগে খাবার বিক্রি শুরু করেন। ১০টি খাবারের বক্স দিয়ে তাঁর ব্যবসা শুরু। প্রতিটির দাম ৫০ টাকা। খাবারের তালিকায় ভাতের সঙ্গে কোনো দিন থাকে ডিম, ভাজি ও ডাল। আবার কোনো দিন থাকে মাংস ও মাছ। খাবারের মান ভালো হওয়ায় তাঁর খাবারের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। ব্যবসা শুরুর দিকে ১০-১৫ জনকে খাবার দিতেন। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক শতে।

ঢাকার ৩ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের পেশকার আরিফ হোসেন বলেন, জসীমের খাবারের মান বেশ ভালো, দামও কম। মাত্র ৫০ টাকা। তাই কয়েক বছর ধরে তিনি জসীমের দেওয়া খাবার খান। আদালতের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীই তাঁর খাবার খেয়ে থাকেন।

জসীমের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সংসারে আছেন তাঁর মা, বাবা, স্ত্রী ও এক ভাই। ডেমরার ভাড়া বাসায় থাকেন সবাই মিলে। খাবারের ব্যবসা শুরু করার সময় সজল পড়াশোনা করতেন। তখন তিনি একাই খাবার দিতেন। সজলকে এসএসসি পাস করিয়েছেন। পরে লেখাপড়া না করায় তাঁকেও ব্যবসার কাজে লাগিয়েছেন।

পুরো গ্রাম বদলে দিল সৌরবিদ্যুৎ

অরুণ কর্মকার, পাড়াতলী (নরসিংদী) থেকে ফিরে

গরমে বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস। ফ্রিজের ঠান্ডা পানি। আঁধার ঘুচে গিয়ে দিন-রাত প্রায় একাকার। আলেয়া খাতুনের পারিবারিক জীবনে এখন ঝঞ্ঝাট অনেক কমে এসেছে। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। বাচ্চাদের লেখাপড়ায়ও অনেক সুবিধা।

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার পাড়াতলীর গৃহবধূ আলেয়া খাতুন *প্রথম আলো*কে বলেন, বিয়ের পর তিনি যে শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন, সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না। সচ্ছল গৃহস্থ ঘর হলেও বিদ্যুৎহীন জীবনযাপনের কষ্ট মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। এখন সৌরবিদ্যুতের কল্যাণে ছোট্ট শিশুটি গরমে কষ্ট পায় না।

তবে সৌরবিদ্যুৎ বলতে সাধারণভাবে মানুষের যে ধারণা, পাড়াতলীর সৌরবিদ্যুৎ তার চেয়ে অনেকটাই আলাদা। সেখানে বাড়িতে বাড়িতে ঘরের চালায় সৌর প্যানেল বসানো নেই। ঢাকা কিংবা অন্য যেকোনো এলাকার মতো লোডশেডিংয়ের উৎপাতও নেই। জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুতের মতো কংক্রিটের খুঁটিতে ঝোলানো তারের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে সৌরবিদ্যুৎ।

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার পাড়াতলী ইউনিয়ন প্রমত্তা মেঘনা ও তিতাস পরিবেষ্টিত একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। কিন্তু ক্ষুদ্র গ্রিডে সরবরাহ করা সৌরবিদ্যুতের কল্যাণে সেখানকার মানুষ আধুনিক জীবনযাত্রা থেকে এখন আর বিচ্ছিন্ন নয়, পিছিয়েও নেই।

উপজেলার পান্থশালা ঘাট থেকে ইঞ্জিনচালিত বড় নৌকায় প্রমত্তা মেঘনা পাড়ি দিয়ে পাড়াতলীতে পৌঁছে আমরা একটু অবাকই হই। কংক্রিটের খুঁটির মাথায় মোটা তার বসিয়ে গ্রামের পর গ্রাম বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। সৌরবিদ্যুতে চলছে কম্পিউটার, টিভি, ফ্রিজ—সবই। এমনকি পানি তোলা, ওয়েল্ডিং করাসহ সব ভারী যন্ত্রপাতিও চালানো হয় এই বিদ্যুতে। ব্যাটারিচালিত তিন চাকার যান চলছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

এর মাধ্যমে দেশে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রযুক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। প্রথম পর্যায় বাড়িভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ (সোলার হোম সিস্টেম) ব্যবহারের পদ্ধতি ইতিমধ্যে প্রায় ৪৫ লাখ বাড়িতে স্থাপিত হয়েছে।

পাড়াতলীতে ক্ষুদ্র গ্রিডে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয় ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে। এর উদ্যোক্তা শেফা এনার্জি অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি। এই কোম্পানির একটি প্রকল্প হচ্ছে 'সৌর বাংলা ১৪১ কিলোওয়াট পিক সোলার মিনি গ্রিড'। উদ্যোক্তা বেসরকারি কোম্পানি হলেও সরকার যে প্রক্রিয়ায় বাড়িভিত্তিক সৌরবিদ্যুতের প্যানেল স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, সেই একই প্রক্রিয়ায় এই মিনি গ্রিড প্রকল্পও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পাড়াতলীর সোলার পার্কে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল। এই প্যানেলের মাধ্যমেই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় ● প্রথম আলো

প্রক্রিয়াটি হলো, সরকারি প্রতিষ্ঠান 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল)' নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কিছু বেসরকারি সংস্থাকে তালিকাভুক্ত করে। এই সংস্থাগুলোকে বলা হয় পিও (পার্টনার অর্গানাইজেশন)। ইডকল তার এসব পিওকে বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ ও অনুদান দেয়। পিওগুলোও কিছু অর্থ বিনিয়োগ করে। প্রকল্পের কলেবর, বিদ্যুতের দাম সবকিছু ইডকলের তত্ত্বাবধানেই নির্ধারিত হয়। পাড়াতলীর ক্ষুদ্র গ্রিড প্রকল্পে ইডকলের পিও শেফা এনার্জি।

১৪১ কিলোওয়াট ক্ষমতার এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ৬ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। এর মধ্যে ইডকলের মাধ্যমে জার্মানির বৈদেশিক সহায়তা ব্যাংক কেএফডব্লিউ অনুদান হিসেবে দিয়েছে অর্ধেক, অর্থাৎ ৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা। বিশ্বব্যাংক ঋণ হিসেবে দিয়েছে ১ কোটি ৯৯ লাখ। অবশিষ্ট ১ কোটি ৩৩ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছে উদ্যোক্তা কোম্পানি বা পিও।

গ্রাহকের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে প্রি-পেইড মিটার। সেই মিটারে বাটন টিপে দেখা যায় কত টাকার বিদ্যুৎ ব্যবহার করা বাকি আছে। সে অনুযায়ী হিসাব করে প্রত্যেকে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির কার্যালয়ে এসে কার্ড রিচার্জ করিয়ে নেন। বাড়ি গিয়ে কার্ডটি মিটারের নির্দিষ্ট স্থানে ঢোকালেই মিটারে রিচার্জ করা টাকা যুক্ত হয়ে যায়।

তবে এত সুবিধার মধ্যেও গ্রাহকের একটা অভিযোগ আছে। সেটা হলো, এই বিদ্যুতের দাম বেশি, প্রতি ইউনিট প্রায় ১০ টাকা। পাড়াতলী গ্রামের মো. ইউসুফের বাড়িতে তিনটি ফ্যান চলে ও পাঁচটি বাতি জ্বলে। তাতে প্রতি মাসে রিচার্জ করতে হয় প্রায় দেড় হাজার টাকা। সিংগ্রাপুর গ্রামের হাজি সুরুজ মিয়া একটি ফ্যান চালান। বাতি জ্বালান দুটি আর মোবাইল ফোন চার্জ দেন। তাঁকে রিচার্জ করতে হয় প্রায় ৭০০ টাকার।

অবশ্য যাঁরা ব্যবসা করেন তাঁদের পোষায়। সিংগ্রাপুরের নাজির হোসেন চারটি ব্যাটারিচালিত তিন চাকার যান নামিয়েছেন। সব কটিই ভাড়া দিয়ে দেন। রাতে ব্যাটারি চার্জ করেন। তিনি বলেন, চারটি ব্যাটারি চার্জ করতে প্রতিদিন গড়ে বিদ্যুৎ বিল হয় ৮৪০ টাকা। প্রত্যেক চালককে দেন উপার্জনের এক-তৃতীয়াংশ। রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও কিছু ব্যয় হয়। এসব বাদ দিয়ে প্রতিদিন তিনি একেকটি যানের জন্য হাতে পান ৪০০ টাকা। চারটির জন্য প্রতিদিন পান ১ হাজার ৬০০ টাকা। তাই বিদ্যুৎ বিল নিয়ে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই।

গ্রাহকদের যেমন বিল নিয়ে অভিযোগ, তেমনি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্যোক্তার আশঙ্কা গ্রিডের বিদ্যুৎ নিয়ে। যদি কখনো ওই এলাকায় জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ যায়, তখন তাদের কী হবে! তাদের কি এই কেন্দ্র গুটিয়ে চলে যেতে হবে?

গ্রাহকের অভিযোগ ও উদ্যোক্তার আশঙ্কার বিষয়ে জানতে চাইলে সরকারের টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) সদস্য সিদ্দিক জুবায়ের *প্রথম আলো*কে বলেন, দামের বিষয়টি আপাতত কিছু করার সুযোগ নেই। একপর্যায়ে হয়তো দাম কিছুটা কমবে। আর উদ্যোক্তাদের শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা, সৌরবিদ্যুতের ক্ষুদ্র গ্রিডের এলাকায় জাতীয় গ্রিড পৌঁছালে দাম দিয়ে সৌরবিদ্যুৎ কিনে নেবে সরকার এবং তখন উদ্যোক্তারা তা জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করবে।

শুরুতে এই প্রকল্পে গ্রাহক ছিলেন ৩০০, যা এখন হয়েছে ৬৬০। এর মধ্যে আবাসিক গ্রাহক ৫৩৫, দোকান ১০৬, মসজিদ ১৩, স্কুল ৪ ও অফিস ২টি। প্রত্যেক গ্রাহককে মিটারসহ সংযোগ নেওয়ার জন্য এককালীন দিতে হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা।

বর্তমানে আরও অনেক গ্রাহক সংযোগ চাইছেন। কিন্তু কেন্দ্রটির উৎপাদনক্ষমতা না বাড়িয়ে আর সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রটির ব্যবস্থাপক শাহরুখ বিন রশীদ। তিনি বলেন, তাঁরা ১৪০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতার আরেকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

কেন্দ্রটির নকশা করেছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এনার্জি রিসার্চের পরিচালক শাহরিয়ার আহমেদ চৌধুরী। তিনি সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার সম্প্রসারণে ইডকলকে কারিগরি সহায়তাও দিয়ে থাকেন।

স্থাপনের জন্য ৬৭ শতাংশ জায়গায় সৌর প্যানেল বসানো হয়েছে। এই প্যানেলের মাধ্যমে পাওয়া যায় ডাইরেক্ট কারেন্ট বা ডিসি বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎ সরাসরি ব্যবহার করা বিপজ্জনক। তাই ইনভার্টার নামের একধরনের যন্ত্র বসিয়ে ওই ডিসি বিদ্যুৎকে এসি (অলটারনেটিভ কারেন্ট) বিদ্যুতে রূপান্তর করে বিতরণ লাইনে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রটির ২৮৮টি বিশালাকার চার্জার ব্যাটারিতে সঞ্চিত বিদ্যুৎ দিয়ে ওই এলাকায় তিন দিনের বর্তমান চাহিদা মেটানো সম্ভব। মোট ৩০০ কংক্রিটের খুঁটির ওপর প্রায় আট কিলোমিটার তার বসিয়ে চারটি ফিডারে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

কেন্দ্রটিতে ব্যবস্থাপক ছাড়া একজন সহকারী ব্যবস্থাপক, একজন টেকনিশিয়ান ও দুজন তত্ত্বাবধানকারী (একজন দিনের ও একজন রাতের জন্য) রয়েছেন। এই পাঁচজনই কেন্দ্রটি চালান।

স্রেডার সদস্য সিদ্দিক জুবায়ের বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের মোট ১১টি বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে। এগুলোর সর্বমোট উৎপাদনক্ষমতা প্রায় দেড় মেগাওয়াট। সৌরবিদ্যুতের মেগা গ্রিড চালুও প্রক্রিয়াধীন। সেই বিদ্যুৎ সরাসরি জাতীয় গ্রিডে দেওয়া হবে। ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে মোট ৩ হাজার ১৭৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে স্রেডা। এর মধ্যে সৌরবিদ্যুৎই হবে প্রধান।

সরকারি হিসাবে বর্তমানে দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৩ শতাংশ। সরকারের লক্ষ্য, ২০২০ সালের মধ্যে এই পরিমাণ ১০ শতাংশে এবং ২০৩০ সালে ২০ শতাংশে উন্নীত করা।

বিজি প্রেস কর্মচারীর মুখস্থশক্তি!

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি মুদ্রণালয়ের (বিজি প্রেস) মুদ্রণ শাখার একজন কর্মচারী প্রশ্ন ছাপানোর সময় সেই প্রশ্ন মুখস্থ করে বাইরে আসতেন। মুখস্থ করা প্রশ্ন বলতেন তাঁদের চক্রের আরেকজনকে। তা পরে আহমেদ নিলয় নাম দিয়ে (প্রকৃত নাম ইকরাম হোসাইন) সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া হতো। এতে কখনো মূল প্রশ্নের সঙ্গে অনেক প্রশ্ন মিলেছে কিংবা অল্প মিলেছে।

ওই চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকার বিনিময়ে পাওয়া যেত কথিত ফাঁস হওয়া প্রশ্ন। আবার ফেসবুকে ওই আইডির সঙ্গে সংযুক্ত নির্ধারিত ব্যক্তিরা কথিত প্রশ্ন পেত টাকার বিনিময়ে। পুলিশের ভাষায়, এভাবে চক্রটি চলমান এইচএসসিসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করে টাকা কামাচ্ছিল। কথিত আহমেদ নিলয় অর্থাৎ ইকরাম হোসাইন, বিজি প্রেসের ওই কর্মচারীর ভায়রা কলেজশিক্ষক সাইফুল ইসলাম ওরফে জুয়েলসহ নয়জনের একটি চক্রকে গ্রেপ্তারের পর তাঁদের কাছ থেকে এসব জানার কথা বলেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

তবে বিজি প্রেসের ওই কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য মুন্সিগঞ্জে তাঁর গ্রামের বাড়িতেও অভিযান চালানো হয় বলে *প্রথম আলো*কে জানিয়েছেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ডিবির উপকমিশনার (উত্তর) শেখ নাজমুল আলম। তিনি বলেন, কোথা থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয়, সেটাই বের করতে চান তাঁরা।

গ্রেপ্তার করা অন্য সাতজন হলেন রুবেল ব্যাপারী, আবদুস সাত্তার, মেজবাহ আহমেদ, কাওছার হোসেন, আল-আমিন, হৃদয় হোসেন ও জাহাঙ্গীর। এঁদের মধ্যে একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থীও রয়েছেন, তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহে। এঁরা বিজি প্রেসের ওই কর্মচারীকে নিয়ে একটি চক্র গড়ে তুলেছিলেন। পুলিশ বলছে, রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের সাত রাস্তার মোড়-সংলগ্ন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সামনে থেকে ওই নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁদের এক দিন করে রিমান্ডে নিয়েছে ডিবি। বিজি প্রেসের ওই কর্মচারীর বিষয়টি বিজি প্রেস কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে ২০১৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার রসায়ন দ্বিতীয় পত্র, হিসাববিজ্ঞান প্রথম পত্র, পদার্থবিজ্ঞান (সৃজনশীল), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার ভুয়া প্রশ্নপত্র এবং ১০টি বিভিন্ন মডেলের মুঠোফোন সেট উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনের ৪/১৩ এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩-এর ৫৭ ধারায় মামলা হয়েছে।

সম্প্রতি ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার ও কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম বিভাগের প্রধান মনিরুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই চক্র ইমো, হোয়াটস অ্যাপ ও বিভিন্ন নামে ফেসবুকের মাধ্যমে ভুয়া প্রশ্নপত্র দিয়ে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সাইফুল ইসলাম ভুয়া প্রশ্নপত্র অনলাইনে পোস্ট করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ নেওয়ার এবং এই চক্রের নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন।

ডিবির উপকমিশনার (পশ্চিম) মো. সাজ্জাদুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, গ্রেপ্তারকৃত নয়জনকে গতকাল ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালত এক দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠছে কয়েক বছর ধরে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তা বলেছেন, চলতি এইচএসসি পরীক্ষার কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টা খানেক আগে ফেসবুকের নির্ধারিত কিছু আইডির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে গত ২ মে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। চিঠিতে ফেসবুকের একটি বিশেষ আইডি বন্ধসহ দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সারা দেশে আলোচনার ঝড় উঠলে তদন্ত শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তদন্তে প্রমাণিত হয়, ঢাকা বোর্ডের অধীন এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি ও গণিত (তত্ত্বীয়) দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র হুবহু ফাঁস হয়েছে।

হেঁটে নদী পার

ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী নেতাই নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে। সাধারণত এ সময়ে ভারত থেকে পাহাড়ি ঢলের পানি আসতে থাকে। নদীতে থাকে প্রবল স্রোত। এ অবস্থায় নৌকা চালানো দুরূহ হয়ে পড়ে। স্রোতের কারণে এখন মাঝিরা নৌকা চালানো বন্ধ রেখেছেন। তাই কোমরসমান পানিতে ঝুঁকি নিয়ে হেঁটেই নদী পার হতে হচ্ছে গ্রামবাসীকে। ১১ জুন সকালে গামারীতলা গ্রাম থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

মুক্তি পাচ্ছেন ৮ বাংলাদেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমিরের বিশেষ ক্ষমার আওতায় মুক্তি পাচ্ছেন। কাতারের ঐতিহ্য ও রীতি অনুযায়ী মহিমান্বিত পবিত্র রমজানের সূচনা উপলক্ষে আমির বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রতিবছর দেশি-বিদেশি নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্দীকে ক্ষমা করেন।

আমিরের বিশেষ ক্ষমা পাওয়া বাংলাদেশিদের মধ্যে রয়েছেন আরিফ মিয়া, মুনির মিয়া, মুহাম্মদ আবদুর রশিদ, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, নজরুল হক, মোহাম্মদ আব্বাস, সুজন কান্তি নন্দী ও মইনুল হক।

এই আটজনের মধ্যে চুরির অভিযোগে করা মামলার বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাভোগ করছিলেন তিনজন। অবৈধ দৈহিক সম্পর্কের অভিযোগে দুজন এবং মাদক মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে একজন সাজা ভোগ করছিলেন। বিনা অনুমতিতে অন্যের জায়গায় প্রবেশ করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই অপরাধে তাঁকে সাজা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কাগজপত্র জাল করার অপরাধে আরেক বাংলাদেশি সাজা ভোগ করছিলেন।

কাতারের বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কাউন্সেলর সিরাজুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, আমিরের ক্ষমায় আট বাংলাদেশি মুক্তি পাচ্ছেন। কিছু আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে। এসব প্রক্রিয়া শেষ হলেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁদের কারাগার থেকে মুক্ত করে দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

> কিছু আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে। এসব প্রক্রিয়া শেষ হলেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁদের কারাগার থেকে মুক্ত করে দেশে ফেরত পাঠানো হবে

বর্তমানে আটজনই কাতারের কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন। ক্ষমার আদেশ জারি হওয়ায় এখন তাদের সফর জেলে নিয়ে আসা হবে। তারপর যাঁদের পাসপোর্ট আছে তাঁদের আগে দেশে পাঠানো হবে। আর যাঁদের পাসপোর্ট নেই তাঁদের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ভ্রমণ অনুমতি (ট্রাভেল পারমিট) সংগ্রহ করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় দেশে পাঠানো হবে।

দূতাবাস সূত্র জানায়, সর্বশেষ গত বছর জাতীয় দিবস উপলক্ষে দণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশি ১৩ জন বন্দীকে ক্ষমা করেছিলেন কাতারের আমির। বর্তমানে কাতারের কেন্দ্রীয় কারাগারে বিভিন্ন অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ৯৯ জন বাংলাদেশি রয়েছেন। এই আটজন কমে যাওয়ায় এখন বাংলাদেশি বন্দীর সংখ্যা ৯১ জনে নেমে আসছে। আটক বাংলাদেশিদের মধ্যে বেশির ভাগ মাদকসংক্রান্ত অপরাধে গ্রেপ্তার হয়ে সাজাভোগ করছেন। এ ছাড়া কাগজপত্র জাল, ব্যাংক চেক জালিয়াতি, চুরি ও অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনসহ নানা রকম অপরাধে তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

দক্ষ জনশক্তি চায় সৌদি আরব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এরই অংশ হিসেবে তিনি সম্ভাব্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রের একটি তালিকা চেয়েছেন।

যেই সালমানের হাত ধরে সৌদি আরব পরিবর্তনের পথে হাঁটছে তাঁর পরিচয় জানাটা জরুরি। বলা হচ্ছে, ১৯৩২ সালে সৌদি আরবে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর ব্যক্তি বাদশাহ সালমানের ছোট ছেলে ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স মোহামেদ বিন সালমান। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি ইয়েমেন অভিযানের পুরোধা হিসেবে আছেন। তেমনি দেশটির কাউন্সিল ফর ইকোনমিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রধান হিসেবে অর্থ ও তেল মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি দেশের মুদ্রানীতির মূল নিয়ন্ত্রক। বাদশাহ সালমান ক্ষমতায় আসার পর গঠিত ওই কাউন্সিল দেশের সার্বভৌম তহবিলের নিয়ন্ত্রক।

বাংলাদেশের কূটনীতিকেরা বলছেন, সৌদি আরব ভবিষ্যতে তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থিক সেবার মতো বিশেষায়িত ব্যবসার দিকে ঝুঁকছে। ফলে সৌদি আরবে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশকে এসব পেশার দক্ষ লোকজন তৈরির ওপর মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কর্মসংস্থানের সুযোগের পাশাপাশি বাংলাদেশের লোকজনের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টিও এবার সৌদি আরবের পক্ষ থেকে গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে লোকজন পাঠানোর প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চায় দেশটি। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় সৌদি আরবের শ্রম ও সামাজিক উন্নয়নমন্ত্রী মুফরেজ হাক্কাবানী নিয়োগপদ্ধতিকে আরও শক্তিশালী ও স্বচ্ছ করার উদ্দেশ্যে নতুন ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব দেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি শ্রমিকদের জন্য আরও উন্নততর প্রশিক্ষণ ও অভিবাসন ব্যয় কমানোর কথা তোলেন। সৌদি মন্ত্রী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ কঠোর পদ্ধতি প্রবর্তনের ওপর জোর দেন। এ বিষয়ে তাঁর সরকারের দৃঢ় অবস্থানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর দেশ বাংলাদেশ থেকে মহিলাকর্মী, দক্ষ ও আধা দক্ষ কর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়োগ দিতে আগ্রহী।

এই সফরের সময় সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আলবায়ান গ্রুপের সঙ্গে জনশক্তি রপ্তানির বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে সেনা কল্যাণ সংস্থা। ওই সমঝোতা স্মারকের আওতায় আলবায়ান গ্রুপের প্রকল্পে বাংলাদেশ থেকে প্রকৌশলীর পাশাপাশি দক্ষ, আধা দক্ষ ও অদক্ষ নির্মাণ শ্রমিক নিয়োগ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরের সঙ্গে যুক্ত একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরব পাঁচ লাখ শ্রমিক নেওয়ার যে সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচার হচ্ছে সেটি সঠিক নয়। কারণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌদি বাদশাহ ও শ্রমমন্ত্রীর বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে নির্দিষ্ট করে কত শ্রমিক নেওয়া হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয়নি। ওই সব আলোচনায় সৌদি আরবের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ, আধা দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নেওয়ার প্রসঙ্গটি এসেছে। বাংলাদেশ যেসব শ্রমিক সৌদি আরব যাবেন, তাঁরা যাতে কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর খপ্পরে না পড়েন, সে বিষয়টিতে সৌদি কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দিয়েছে।

আবাদি জমির মাটি কেটে সড়ক ভরাট, ক্ষুব্ধ কৃষক

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) **প্রতিনিধি** ●

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় একটি সড়ক প্রশস্ত করতে শতাধিক কৃষকের আবাদি জমির মাটি কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ জন্য ওই কৃষকদের কাছ থেকে অনুমতিও নেননি ঠিকাদারেরা। এ পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ কৃষকেরা ক্ষতিপূরণ দাবি করছেন।

শেরপুর সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ এবং এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বারমারী থেকে টেংরাখালী সড়কটি প্রশস্তকরণের কাজ মে মাসের শেষের দিকে শুরু হয়। ১৩ দশমিক ৯ কিলোমিটার সড়ক ২৫ ফুট চওড়া করতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় ৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ কাজ পায় মেসার্স রিজভী কনস্ট্রাকশন ও রানা বিল্ডার্স নামে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। তারা বারোমারী বটতলা থেকে পলাশীকুড়া পর্যন্ত দুই কিলোমিটার এলাকায় সড়কের দুই পাশের শতাধিক কৃষকের আবাদি জমিতে যন্ত্র (এক্সকাভেটর) দিয়ে গভীর গর্ত করে মাটি কেটে রাস্তার জন্য ভরাট শুরু করে। এ জন্য কৃষকদের অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি তারা। একপর্যায়ে কৃষকেরা প্রতিবাদ জানালে ঠিকাদারেরা গর্ত করার পরিবর্তে জমির একাংশে দেড় থেকে দুই ফুট করে মাটি কেটেছেন। এতেও জমির ওই অংশ আবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

বারোমারী এলাকার কৃষক মো. সুরুজ্জামান (৩৬) বলেন, ‘আমার পাঁচ কাঠা আবাদি জমির আড়াই কাঠার মাটি না বলেই কেটে নিয়েছে ঠিকাদারেরা। ওই জমি আবাদযোগ্য করার লক্ষ্যে ভরাট করতে চার-পাঁচ হাজার টাকা লাগবে। আমি ক্ষতিপূরণ চাই।’

আন্দারুপাড়া গ্রামের কৃষক লেনুস সাংমা (৫৫) বলেন, ‘সড়কের লগে আমার চার কাঠা আবাদি জমির প্রায় দুই কাঠার মাটি কাইট্টা নিছে গা। এইবার এই জমিত কোনো চাষ করুন যাইত না। আমগর যে ক্ষতি অইছে, অহন ক্ষতিপূরণ দেওন লাগব।’

কৃষকদের জমি থেকে মাটি কাটার অভিযোগ অস্বীকার করেন রিজভী কনস্ট্রাকশনের স্বত্বাধিকারী হোসেন আহম্মেদ পান্না। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, সড়কের জন্য অধিগ্রহণ করা জমি থেকেই মাটি উত্তোলনের কাজ চলছে।

শেরপুর সওজ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী বায়েজিদ বাঙালী বলেন, মূলত সড়ক ও জনপথ বিভাগের জায়গা থেকে মাটি নেওয়ার কথা। কৃষকদের জমি থেকে মাটি নিতে হলে অবশ্যই তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাজীপুরের আলহাজ ডা. আনোয়ার আলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শেখায় ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা ● প্রথম আলো

যেভাবে বদলে গেল সরকারি বিদ্যালয়

মাসুদ রানা, গাজীপুর ●

চারপাশে ছাদনিলতার গাঢ় সবুজ ‘প্রাকৃতিক দেয়াল’। ভেতরে বড় খেলার মাঠ সবুজ ঘাসে ঢাকা। চত্বরে ছোট ছোট গাছে রাধাচূড়ার রক্তিম প্রস্ফুটন। আছে কলাবতীসহ নানা ফুল। দেয়ালের ভেতরে সারি করে দাঁড়িয়ে আছে মেহগনি, সেগুনসহ বৃক্ষরাজি। একতলা বিদ্যালয় ভবন ছিমছাম, পরিপাটি। ছোট প্রশাসনিক ভবনটির এক পাশে শৌচাগার, অন্য পাশে আছে বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রে খাওয়ার পানির ব্যবস্থা।

এই হচ্ছে আলহাজ ডা. আনোয়ার আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহিরাঙ্গন। ঢাকা বাইপাস সড়কে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের দখিনখান ধীরাশ্রম এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়টিতে সম্প্রতি গিয়ে দেখা যায়, শ্রেণিকক্ষে পাঠ নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। পরনে স্কুল ড্রেস, পায়ে কেডস। সবার চোখ সামনের ব্ল্যাকবোর্ডে। গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এলেবেলে ভাব একদম নেই।

বিদ্যালয় ভবনের গায়ে লেখা ইংরেজ লেখক ড্যানিয়েল ডেফোর বাণী, ‘যার অল্প আছে সে দরিদ্র নয়, যে বেশী আশা করে সেই দরিদ্র’। আছে আরও নানাজনের মহৎ উপদেশমূলক বাণী। শ্রেণিকক্ষগুলোর পৃথক নাম আছে; সব কটিই বড় বড় কবির নামে। রয়েছে কম্পিউটার শিক্ষা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা। মোট কথা, বিদ্যালয়ের পুরো পরিবেশটা শিক্ষার আবহে তৈরি করা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল হাই বলেন, ১৯৮১ সালে আলহাজ ডা. আনোয়ার আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। বর্তমান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের পরিবার বিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করে এবং তাঁর বাবার নামে এর নামকরণ করা হয়। ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি সরকারি হয়।

প্রধান শিক্ষক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম চলছিল। ছাত্রছাত্রীও ছিল কম। তিনিসহ চারজন শিক্ষক দিয়ে চলছিল বিদ্যালয়টি। কিন্তু স্থানীয় পোশাক কারখানা মার্কওয়্যার লিমিটেড এবং ঢাকার বিএএফ শাহীন কলেজের সাবেক শিক্ষক আবে কাউসার চৌধুরী তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর বদলে যেতে থাকে সবকিছু। বিদ্যালয়ের সামনের মাঠটি আর দশটা বিদ্যালয়ের মাঠের মতোই খেলার অনুপযোগী ছিল। সেই মাঠে মাটি ফেলে ঘাস লাগানো হয়। বিদ্যালয়ের চারদিকে তারের জাল দিয়ে নিরাপত্তাপ্রাচীর দেওয়া হয়। সেই প্রাচীরজুড়ে লাগানো হয় ছাদনিলতা।

আবে কাউসার চৌধুরী বলেন, বিদ্যালয়ের কাছেই মার্কওয়্যার লিমিটেড কারখানা। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুরোধে কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইজাজ আহমেদ বিদ্যালয়টির পাশে দাঁড়ান।

গত তিন বছরে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে এখন ৩০৪। তাদের জন্য সরকারিভাবে শিক্ষক আছেন মাত্র চারজন। মার্কওয়্যার লিমিটেড বিদ্যালয়ে একজন কম্পিউটার শিক্ষকসহ দুজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিশুদের দেখভালের জন্য একজন অফিস সহকারী, দুজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও একজন নৈশপ্রহরী নিয়োগ দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের বসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। বসানো হয় দুটি পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র।

তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিতে চারটি কম্পিউটার দিয়ে চালু করা হয় তথ্যপ্রযুক্তিকেন্দ্র। সপ্তাহে পালা করে সেখানে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার শেখান শিক্ষক মতিউর রহমান।

শিক্ষকেরা বলেন, পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বছরে তিনবার সব শিক্ষার্থীকে বাংলা, অঙ্ক ও ইংরেজি বিষয়ের খাতা, পেনসিল ও রাবার দেওয়া হয়। বছরের শুরুতে দেওয়া হয় জুতা-মোজা। এখন বিদ্যালয় থেকে কোনো শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে না এবং সবাই নিয়মিত আসে ও লেখাপড়া করে।

প্রধান শিক্ষক বলেন, গত কয়েক বছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা শতভাগ পাস করেছে। তাই অনেক অভিভাবক আশপাশের কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকেও তাঁদের শিশুদের এই সরকারি বিদ্যালয়ে নিয়ে আসছেন।

বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণি একটু ব্যতিক্রম। এর নামকরণ করা হয়েছে পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের নামে। ক্লাসে কোনো বেঞ্চ নেই। সবাই ফ্লোরে কার্পেটের ওপর বসে আছে। শিক্ষার্থী খাদিজা আক্তার অনেকটা অভিনয় করে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। ক্লাসে রয়েছে শিশুদের কিছু খেলার সামগ্রীও।

অন্য শ্রেণিকক্ষগুলোর নাম রাখা হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেগম রোকেয়ার নামে।

পরিবর্তনের এই পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের। স্টুডেন্টস কাউন্সিলের (ছাত্র পরিষদ) নির্বাচিত সদস্যরা নানাভাবে এই কাজে যুক্ত আছে। পঞ্চম শ্রেণির সুমাইয়া আক্তার আছে পরিবেশের দায়িত্বে। তার নেতৃত্বে চলে স্কুলে বাগান করা, গাছ লাগানো ও পরিচর্যার কাজ। শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাড়ি থেকে চারা এনে বিদ্যালয়ে রোপণ করে। তাকে সহায়তা করেন একজন শিক্ষক।

তৃতীয় শ্রেণির বর্ণা আক্তার রয়েছে পানিসম্পদের দায়িত্বে। শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থাপনা তার কাজ।’

ক্রীড়া ও সংস্কৃতির দায়িত্বে চতুর্থ শ্রেণির শর্মিলী আক্তার। তার নেতৃত্বে বের হয় শিক্ষার্থীদের দেয়ালিকা শুভ *নবোদয়*।

তৃতীয় শ্রেণির সাব্বির হোসেনের কাজ বই ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, সংরক্ষণ। অন্যদের মতো তার সঙ্গেও আছেন একজন শিক্ষক।

সুস্থ হওয়ার পরও শিকল পরিয়ে রাখল পরিবার!

বরগুনা প্রতিনিধি ●

ছয় মাস ধরে ঘরের একটি অপরিসর কক্ষে ভারী শিকল পরিয়ে তালা দিয়ে রাখা হয়েছিল রাজিবুল কবির অ্যাপোলো (৪০) নামের এক যুবককে। অবশেষে বিষয়টি বরগুনার পুলিশ সুপারকে এলাকার লোকজন অবহিত করার পর তাঁর নির্দেশে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল ৯ জুন বিকেলে শহরের আমতলা পাড় এলাকার ওই বাড়ি থেকে রাজিবুলকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করে।

বন্দিদশা থেকে মুক্ত হলেও জীবনের অনিশ্চয়তা কাটেনি তাঁর। কোথায় থাকবেন, কী খাবেন, কী দিয়ে চিকিৎসা করাবেন—সবকিছুই এখন অনিশ্চিত রাজিবুলের জীবনে। তিনি এখন দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন গভীর অনিশ্চয়তা নিয়ে। ১০ জুন দুপুরে এই প্রতিবেদকের কথা হয় রাজিবুলের সঙ্গে। ছয় মাস বন্দিদশা ও খাওয়াদাওয়া-গোসল কিছুই ঠিক না থাকায় রোগা হয়ে যাওয়া রাজিবুল কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমাকে জোর করে ছয় মাস ধরে আটকে রেখেছে আমার পরিবারের সদস্যরা। ভারী ভারী শিকল আমার পায়ে দিয়ে তালা মেরে রেখেছিল। আমার কোনো স্বাধীনতা ছিল না। এখন মুক্ত হতে পেরে নিজেকে স্বাধীন মনে হচ্ছে। বাবা এবং ভাইয়ের প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই। একটা অসৎ উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে। যারা আমার ওপর এমন নির্দয় আচরণ করেছে, তাদের ওপর আমি আস্থা রাখব কিভাবে!’

বরগুনা জিলা স্কুলের ছাত্র রাজিবুল ১৯৯২ সালে এসএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে স্টার মার্কসসহ উত্তীর্ণ এবং বরগুনা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসিতে প্রথম বিভাগ পরে বরিশাল বিএম কলেজ থেকে দর্শন বিষয়ে স্নাতক ও এরপর ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর পাস করেন।

প্রতিবেশীরা জানান, কয়েক বছর ধরে রাজিবুল মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। এরপর তাঁকে বিভিন্ন সময় পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসা করানো হয়। বছর খানেক আগে তাঁকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে রাখা হয়। সুস্থ হলে তাঁকে বাড়িতে আনা হয়। ছয় মাস আগে বাবা ও ভাই মিলে চারটি শিকল দিয়ে রাজিবুলকে বন্দী করে রাখেন।

রাজিবুলকে বন্দী করে রাখা ঘরটিতে গিয়ে দেখা যায়, মূল ঘরের বাইরে আলাদা একটি ঘরে তাঁকে রাখা হতো। ওই ঘরে নেই আলো বা বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা।

৯ জুন বরগুনার পুলিশ সুপারের নির্দেশে ডিবি পুলিশ রাজিবুলকে মুক্ত করে। এ সময় রাজিবুলকে আর বেঁধে না রাখা ও উন্নত চিকিৎসা করানোর বিষয়ে অঙ্গীকারে স্বাক্ষর নেওয়া হয় তাঁর বাবার কাছ থেকে। রাজিবুলের পরিবার তাঁকে মানসিক ভারসাম্যহীন ও অসুস্থ দাবি করলেও মুক্ত হওয়ার পর তিনি সবার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করছেন।

অপরিণত নবজাতক বাঁচাতে মতলবে ক্যাঙারু মাতৃসেবা

মুহাম্মদ জাকির হোসেন, মতলব দক্ষিণ (চাঁদপুর) ●

যেসব শিশুর ওজন দুই কেজির কম, তাদের চিকিৎসা ও সেবার জন্য চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চালু হয়েছে ক্যাঙারু মাতৃসেবা নামের আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি। গত নভেম্বরে এ পদ্ধতি চালু করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্র থেকে জানা যায়, যেসব শিশু ৩৭ সপ্তাহের কম সময়ে জন্ম নেয়, বেশির ভাগ সময়ই তাদের ওজন দুই কেজির কম হয়। এই অবস্থায় শরীরের তাপমাত্রা কম থাকায় নবজাতককে বাঁচানো যায় না। এর চিকিৎসা হিসেবে ক্যাঙারু যেভাবে পেটের থলিতে বাচ্চাকে রাখে, সেভাবে নবজাতককে মায়ের পেটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। এতে মায়ের শরীরের তাপমাত্রা নবজাতকের শরীরে প্রবাহিত হয়। ফলে নবজাতক অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বলছে, ক্যাঙারু মাতৃসেবা পদ্ধতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইনকিউবেটরের চেয়েও ভালো কাজ করে। মায়ের বুকের উষ্ণতা পাওয়া অপরিণত শিশুদের হৃদ্‌যন্ত্র, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি, অক্সিজেন গ্রহণের হার, ঘুমের পরিমাণ ও ধরন কৃত্রিমভাবে উষ্ণতা পাওয়া শিশুদের মতো বা তার চেয়েও ভালো।

ডব্লিউএইচওর বাংলাদেশ কার্যালয়ের ন্যাশনাল প্রফেশনাল কর্মকর্তা মোস্তফা জামান বলেন, উন্নয়নশীল দেশে যেখানে ইনকিউবেটরের সহজপ্রাপ্যতা নেই, সেসব দেশে ক্যাঙারু মাতৃসেবা খুবই উপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা যায়, ২০০৭ সালের জুলাইয়ে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) মতলব শাখায় ক্যাঙারু মাতৃসেবা চিকিৎসাপদ্ধতি চালু হয়। প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ায় গত বছর আইসিডিডিআরবি কর্তৃপক্ষ এ পদ্ধতি বন্ধ করে দেয়। এরপর গত ১১ নভেম্বর থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ চিকিৎসাব্যবস্থা চালু করে। গত আট মাসে ৩০টি অপরিণত নবজাতককে এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করা হয়।

পেটের থলিতে বাচ্চাকে রাখে, সেভাবে নবজাতককে মায়ের পেটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। এতে মায়ের শরীরের তাপমাত্রা নবজাতকের শরীরে প্রবাহিত হয়

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিনজন চিকিৎসা কর্মকর্তা এসব অপরিণত শিশুর চিকিৎসা দেন। তাঁরা হলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এ কে এম মাহাবুবুর রহমান, চিকিৎসা কর্মকর্তা বিউটি রানী সরকার ও রাজন কুমার দাস।

এ কে এম মাহাবুবুর রহমান বলেন, এ পদ্ধতিতে নবজাতকের শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং মৃত্যুর ঝুঁকি কমে। এতে মায়ের বুকের দুধপান নিশ্চিত হয় এবং সন্তানের সঙ্গে মায়ের মানসিক বন্ধনও দৃঢ় হয়। এ পদ্ধতিতে একটি শিশু সুস্থ হতে দুই সপ্তাহ থেকে এক মাস সময় লাগে।

বিউটি রানী সরকার বলেন, প্রচারণার অভাবে অনেক মা এ চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে জানেন না। এ কারণে অপরিণত অনেক শিশু বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এ ছাড়া শিশুদের মায়েরা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে শিশুর সুস্থ হওয়ার আগেই বাড়ি যেতে চান। এক সপ্তাহের বেশি হাসপাতালে থাকতে চান না। এটাও সমস্যা।

মতলব উত্তর উপজেলার ইসলামাবাদ গ্রামের নবজাতক সাইদুল ইসলাম সাজিদের (২৮ দিন) মা সীমা আক্তার বলেন, তাঁর অপুষ্ট শিশু এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়েছে। জন্মের সময় তাঁর ছেলের ওজন এত কম ছিল যে বাঁচারই কথা ছিল না। এই পদ্ধতির চিকিৎসা আরামদায়ক ও সহজতর। এতে খরচও নেই।

চাঁদপুরের সিভিল সার্জন রথীন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন, অপরিণত নবজাতকের জন্য এটি একটি অত্যাধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে যেকোনো হাসপাতালে, এমনকি বাড়িতেও চিকিৎসা সম্ভব।

মরিচের কেজি ২ টাকা!

বদরগঞ্জ (রংপুর) **প্রতিনিধি** ●

রংপুরের বদরগঞ্জ হাটে ৯ জুন পাঁচ মণ কাঁচা মরিচের দামে মিলেছে এক কেজি গরুর মাংস। তবে বিকেলে মাংসের দাম বেড়ে যাওয়ায় পাঁচ মণ মরিচের দামেও এক কেজি গরুর মাংস মেলেনি।

বদরগঞ্জ হাটে ৯ জুন সকালে প্রতি মণ (৪০ কেজি) কাঁচা মরিচ পাইকারি বিক্রি হয়েছে ৮০-৮৫ টাকায়। আর সকালে গরুর মাংস প্রতি কেজি বিক্রি হয়েছে ৪২০ ও বিকেলে ৪৩০ টাকায়।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ৯ জুন সকাল থেকে বদরগঞ্জ মডেল বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে পাইকারি বাজারে কাঁচা মরিচের ব্যাপক আমদানি হয়। চাষিরা অপেক্ষায় থাকেন ক্রেতাদের। কিন্তু ক্রেতা তেমন ছিলেন না। এ কারণে বিক্রি করতে এসে ক্রেতা না পেয়ে অনেক চাষি মরিচ বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। আবার কেউ কম দামে মরিচ বিক্রি করে মজুরি খরচ ওঠাতে না পেরে কেঁদেই বাড়িতে ফিরেছেন।

শংকরপুর গ্রামের মরিচচাষি মোস্তাফিজার রহমান (৪৫) বলেন, ‘ধান আবাদ করে তিন বছর ধরে উৎপাদন খরচ ওঠেনি। এবার তাই ১৫ কাঠায় মরিচ লাগিয়েছি। এতে খরচ হয়েছে ১০ হাজার টাকা। ৯ জুন এক মণ কাঁচা মরিচ তুলে হাটে বিক্রি করতে এসে দেখি হাটিতে মরিচ আর মরিচ। কেনার লোক নেই। পরে কোনো রকমে এক মণ মরিচ ৮০ টাকায় বিক্রি করেছি। এতে লেবার খরচও ওঠেনি।’ ওই গ্রামের মরিচচাষি মোফাজ্জল হোসেন (৪০) তিন মণ কাঁচা মরিচ নিয়ে ওই হাটে ওই দিন বিক্রি করতে আসেন। সকাল দশটা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ক্রেতা না পেয়ে তিনি তা বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। মরিচের বস্তা রিকশাভ্যানে তোলার সময় তিনি কাঁদতে থাকেন। বলেন, ‘মরিচ হাটোত আনতে ৫০ টাকা ফির বাড়িত ঘুরি নিয়া যাইতে আরও দিবার নাগবে ৫০ টাকা ভড়া (ভাড়া)। ঘুরি নিয়া যায়ায় বা লাভ কী? কাঁচামাল পচি যাইবে।’

আমরুলবাড়ি গ্রামের মরিচচাষি মনোয়ার হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘এক কেজি গরুর গোস্তোর দাম ৪২০-৪৩০ টাকা। পাঁচ মণ মরিচ বেচেয়া এক কেজি গরুর গোস্তোর দামও হয় না। ধানের দামও নাই। এই দ্যাশোত কোনো কৃষক আর বাঁচি থাকবার পাবার নেয়।’

মধুপুরের মরিচচাষি ইয়াছিন আলী (৫০) বলেন, ‘রোজা আছি। মাছ গোস্ত খাই না অনেক দিন। ভাবছেনো দুই মণ মরিচ বেচেয়া আইজ হাফ কেজি গরুর গোস্ত কিনমো। মরিচ বেচাইনো ১৬০ টাকায়। ভ্যানোত আনা খরচ ৪০ টাকা। দুই মণ মরিচের খাজনা নেছে ৪০ টাকা। এ্যালা কন তো কী করি? হামার বুজিক গোস্ত মোকোত চইড়বার নেয়।’

ভেজাল মসলা সিলেট নগরের নবাব রোড এলাকায় একটি গুঁড়া মসলার মিলে অভিযান চালিয়ে ভেজাল গুঁড়া মসলা জব্দ করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মসলার মরিচ, হলুদ ও ধনিয়ার গুঁড়ার সঙ্গে মেশানো বিষাক্ত রং, ধানের তুষ ও ইট-কাঠের গুঁড়া জব্দ করা হয়। সেখানে উপস্থিত এলাকাবাসী অভিযানকে সমর্থন জানিয়ে জব্দ করা ভেজাল মসলা নিজেদের উদ্যোগে গাভিয়ারখালে ঢেলে দেন ● প্রথম আলো

কুলাউড়ার ছকাপন রেলস্টেশন
সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার রেলস্টেশন

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি ●

নানা সমস্যায় সিলেট-আখাউড়া রেলপথের মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ছকাপন রেলস্টেশনে যাত্রীসেবা ব্যাহত হচ্ছে। এখানে বিদ্যুৎ, টেলিফোন, প্ল্যাটফর্ম ও শৌচাগার নেই। যাত্রীদের বসার স্থান নেই বললেই চলে। এতে এখানে এসে যাত্রীরা দুর্ভোগ পোহান।

বিদ্যুৎ না থাকায় রাতের ট্রেনে চলাচলকারী যাত্রীরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। গত মার্চ মাসে স্টেশনে বিদ্যুৎ-সংযোগের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

এলাকাবাসী ও রেলস্টেশন সূত্রে জানা গেছে, ছকাপন স্টেশনটি ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরে স্থাপিত হয়। স্থাপনের পর স্টেশনটিতে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। স্টেশনটিতে বিদ্যুৎ না থাকায় রাতের বেলা এলাকাটি অন্ধকারে ডুবে থাকে। এতে যাত্রীদের অন্ধকারে ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনে ওঠানামা করতে হচ্ছে। অন্ধকারের কারণে অনেক সময় ট্রেন স্টেশনে না থেমে স্টেশন ছেড়ে সামনে চলে যায়। তখন চালককে ট্রেনটি আবার স্টেশনে ফিরিয়ে আনতে হয়। স্টেশনটিতে প্ল্যাটফর্ম নেই। স্টেশনে টেলিফোন-সংযোগ না থাকায় যাত্রীরা ট্রেনের সময়সূচি বা অবস্থান জানতে পারেন না। একজন কর্মকর্তা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্টেশনটি চালানো হচ্ছে।

ছকাপন রেলস্টেশন সূত্রে আরও জানা গেছে, প্রতিদিন এই স্টেশন হয়ে তিনটি ট্রেন চলাচল করে। এর মধ্যে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সিলেটমুখী সুরমা মেইল সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে, চট্টগ্রাম থেকে আসা জালালাবাদ এক্সপ্রেস সকাল ৮টা ৫২ মিনিটে এবং আখাউড়া থেকে আসা কুশিয়ারা এক্সপ্রেস বেলা ১১টা ২০ মিনিটে এখানে আসে। একইভাবে সিলেট থেকে ছেড়ে আসা কুশিয়ারা বিকেল ৬টা ২০ মিনিটে, সুরমা মেইল রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে এবং জালালাবাদ রাত ১২টা ১২ মিনিটে এখানে আসে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, কুলাউড়া উপজেলার ভুকশিমইল ও কাদিপুর ইউনিয়নের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ায় এলাকার শতাধিক মানুষ প্রতিদিন এই স্টেশন দিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করেন। এ ছাড়া স্কুল-কলেজের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী ট্রেনে সিলেট ও কুলাউড়া আসা-যাওয়া করেন। যাত্রীদের বসার জন্য একটি বেঞ্চ আছে। এখানে একসঙ্গে ১৫ জনের বেশি বসতে পারেন না।

উপজেলার রফিনগরের বাসিন্দা মো. কয়েছ মিয়া বলেন, ‘দুই ইউনিয়নের প্রচুর মানুষ এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন। অনেকে ছকাপন বাজারে বসে অপেক্ষা করেন। ট্রেনের শব্দ শুনলে ছুটে আসেন। স্টেশনটিতে সুযোগ-সুবিধা বাড়লে এলাকার অনেক মানুষ ট্রেনে আসা-যাওয়া করতেন। এই স্টেশন থেকে পাশের কুলাউড়া ও বরমচাল রেলস্টেশনের দূরত্ব প্রায় ছয় কিলোমিটার।

যাত্রীদের অন্ধকারে ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনে ওঠানামা করতে হচ্ছে। অন্ধকারের কারণে অনেক সময় ট্রেন স্টেশনে না থেমে স্টেশন ছেড়ে সামনে চলে যায়

ছকাপন গ্রামের বাসিন্দা স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ছাত্র সৈয়দ আবদুল হামিদ মাহফুজ বলেন, অনেক পুরোনো হলেও এই স্টেশনে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। বিদ্যুৎ না থাকায় যাত্রীরা রাতের বেলা স্টেশনে চরম দুর্ভোগে পড়েন। সিলেট-আখাউড়া সেকশনের মোটামুটি সব স্টেশনেই ডেমু কমিউটার ট্রেন থামলেও ছকাপনে স্টপেজ নেই। এখানে থামলে প্রচুর ছাত্রছাত্রীর আসা-যাওয়ার সুবিধা হতো।

ছকাপন রেলস্টেশনের ভারপ্রাপ্ত স্টেশনমাস্টার মো. আবুল বাসার বলেন, ‘বিদ্যুৎ ও টেলিফোন না থাকায় খুব কষ্টে কাজ করছি। রাতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ট্রেনের পাস দিই। বিষয়টি নিয়ে ওপরে অনেকবার লেখালেখি করেছি।’ তিনি আরও জানান, এখানে ন্যূনতম দুজন দায়িত্বে থাকার কথা। কিন্তু তিনি একাই দায়িত্ব পালন করছেন।

ছকাপন রেলস্টেশনে বিদ্যুৎ-সংযোগের দাবিতে এলাকাবাসী গত ২০ মার্চ রেলওয়ের সিলেট কার্যালয়ে একটি লিখিত আবেদন করেন। ঊর্ধ্বতন উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) সিরাজুল ইসলাম আবেদনটি পাওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘আবেদনটি আমি ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছি। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। আগেও এই স্টেশনে বিদ্যুৎ-সংযোগের প্রস্তাব করেছি। বিদ্যুৎ না থাকায় ট্রেনে ওঠানামায় যাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে।’

পশ্চিমাঞ্চল রেলে বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) আরিফুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘আমাদের স্টেশন বিভিন্ন ক্যাটাগরির থাকে। সব স্টেশন এক রকম নয়। এখানে সব সুযোগ না-ও থাকতে পারে। এ ছাড়া আমাদের স্টেশনমাস্টারের সংকট আছে। এরপরও এলাকাবাসী দাবি জানালে আমরা স্টেশনের বিষয়টি দেখব।’

বাজেটে হাওরের জন্য সুখবর নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ●

দেশের সব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রতিবছরই বাজেটে আঞ্চলিক উন্নয়নে নতুন প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। তবে শেষ পর্যন্ত তা পূরণ হয়নি বলে মনে করেন সিলেটের ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন। সার্বিকভাবেও বাজেটে নতুন কোনো সুখবর নেই, বরং বাড়তি করের বোঝা রয়েছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

সিলেট হাওরসমৃদ্ধ অঞ্চল। তাই হাওর উন্নয়নে আলাদা বরাদ্দের দাবি ছিল অনেকের। কিন্তু তা না থাকায় তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এমনই একজন পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থা সিলেটের সভাপতি কাসমির রেজা। তিনি বলেন, ‘হাওরবাসীর জন্য সুখবর নেই। কোনো প্রত্যাশাই পূরণ হয়নি। নেই হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার জন্য আলাদা বরাদ্দ। এমনকি হাওরে পানি বেড়ে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হন—এমন কৃষকদের জন্যও নেই কোনো প্রণোদনা।’

সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এমাদ উল্লাহ শহিদুল ইসলাম মনে করেন, জনগণের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে এবারের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

হাওরে পানি বেড়ে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হন—এমন কৃষকদের জন্যও নেই কোনো প্রণোদনা

তাই এটাকে কোনোভাবেই গণমুখী বাজেট বলা যায় না। তিনি বলেন, গত বছর সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হয়। এতে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। সেই অবস্থা থেকে কীভাবে জনগণের উত্তরণ ঘটবে, বাজেটে সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটি নেই। উল্টো সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ানোর কারণে জনগণের ওপর করের বোঝা চাপবে।

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আঞ্চলিক উন্নয়নে বরাদ্দ দেখতে চেয়েছিলেন সিলেটের করিমউল্লাহ মার্কেটের ব্যবসায়ী হুমায়ূন চৌধুরী। কিন্তু বাজেটে তা দেখতে পাননি। তিনি বলেন, ‘সিলেটের অনেক লোক দেশের বাইরে থাকেন। তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী এই অঞ্চলের কিছু পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজেটে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রাখার দাবি ছিল আমাদের। সেটি আমরা পাইনি।’

বাজেটে সংস্কৃতি খাতে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা সমবণ্টনের দাবি জানালেন সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সিলেটের সাধারণ সম্পাদক রজতকান্তি গুপ্ত। তিনি বলেন, এ খাতে তৃণমূল পর্যায়ে বরাদ্দ বাড়ানো দরকার।

নারী উদ্যোক্তা নাজমা পারভীন বলেন, বাজেটে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণার জন্য বিশেষ কিছু থাকা প্রয়োজন ছিল। তিনি আরও বলেন, ‘নারীদের স্বাবলম্বী করতে বাজেটে নির্দেশনা থাকলে খুশি হতাম।’

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো থেকে কয়লা আমদানি করেন চৌধুরী শাহিন। তিনি বলেন, ‘কয়লা আমদানি দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজেটে এ বিষয়ে নজর দিয়ে সুযোগ-সুবিধা বাড়ালে ভারতের সেভেন সিস্টারখ্যাত এসব রাজ্যের সঙ্গে সিলেটের ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন দিক উন্মোচিত হতো।’

সবাই প্রতিশ্রুতি দেন সেতু আর হয় না

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) **প্রতিনিধি** ●

২৬ বছর ধরে জাতীয় সংসদ বা ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার হরিহরদীতে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেতু নির্মাণ করা হয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সনমান্দি ইউনিয়নের হরিহরদী বাজারের পাশে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর সেতু নির্মাণের জন্য ২৬ বছর ধরে ওই ইউনিয়নের ২৫টি গ্রামের ২০ হাজার মানুষ দাবি জানাচ্ছে। সাংসদ থেকে শুরু করে ইউপি চেয়ারম্যান ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তদবিরও করা হয়েছে। তবে কাজ হয়নি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির রেজাউল করিম এ সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর তিনি কথা রাখেননি। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনের আগে তিনি আবার প্রতিশ্রুতি দেন, নির্বাচিত হলে তিনি সেতুটি নির্মাণ করবেন। সেবারও তিনি নির্বাচিত হন। একইভাবে ২০০১ সালেও তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন। কিন্তু এলাকাবাসীর সেতুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি।

২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আবদুল্লাহ আল কায়সার নির্বাচিত হলে প্রথমেই সেতুটি নির্মাণ করার ঘোষণা দিয়ে নির্বাচিত হন। তবে তিনি সেতু নির্মাণ করতে পারেননি। সর্বশেষ গত সংসদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে জাতীয় পার্টির সাংসদ লিয়াকত হোসেন ওরফে খোকা ওই এলাকায় গিয়ে ঘোষণা দেন, পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে এ সেতু নির্মাণ করবেন তিনি। তাঁর প্রতিশ্রুতিরও দুই বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না।

গত ২৮ মে অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে ওই ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাহিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে সাংসদ সেতুর এলাকাবাসীকে বলেন, এ সেতুর সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেছে। এখন বাস্তবায়নের পালা।

বটগাছটি কেটে মামলার বাদীও হলো পুলিশ!

এহসান-উদ-দৌলা, যশোর ●

যশোর জেনারেল হাসপাতালের মসজিদের সামনের বিশাল বটগাছটি অর্ধেক কেটে ফেলা হয়েছে। ৮ জুন গভীর রাতে পুলিশ শ্রমিক দিয়ে গাছটি কাটতে শুরু করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে 'অজ্ঞাত ব্যক্তিদের' অভিযুক্ত করে খোদ পুলিশের পক্ষ থেকে থানায় মামলা করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন বলেছেন, শহরের প্রাণকেন্দ্র দড়াটানার পাশের এই বটগাছটির নাম অনুসারে ওই মোড়ের নাম 'বটতলা'। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এখানে থাকা দুটি বিশাল বটগাছ কেটে ফেলে পাকিস্তানি বাহিনী। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একই স্থানে ফের বটগাছ জন্মায়।

কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন বলেন, গাছ কেটেছে পুলিশ। ৮ জুন রাত একটা থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়। প্রথমে একটি ট্রলিসহ শ্রমিকদের এনে রাখেন সাদাপোশাকের কয়েকজন পুলিশ সদস্য। গভীর রাতে শুরু হয় গাছ কাটা। দ্রুতই সরিয়ে ফেলা হয় বড় বড় ডালপালা ও পাতা। পুলিশের স্টাফ কোয়ার্টারের সামনের মার্কেট সম্প্রসারণ করতেই মূলত গাছটি কাটা হচ্ছে।

গাছ কাটার ঘটনায় ৯ জুন রাতে উপশহর পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) বিপ্লব বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করেছেন। এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কে বা কারা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির দোকানের পাশের পুরোনো বটগাছটি কেটে নিয়ে যায়।'

১০ জুন বিকেলে সেখানে গিয়ে দেখা যায়, ডালপালা ছাঁটা গাছটির গোড়াও ক্ষতবিক্ষত। গোড়ায় আর কয়েকটি কোপ পড়লেই গাছটি পড়ে যাবে।

শহরের ঘোপের বাসিন্দা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি রবিউল আলম বটগাছটি কেটে ফেলায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'পুলিশ একটি ঐতিহ্যকে হত্যা করেছে। এই গাছটির সঙ্গে ঘোপবাসী তথা যশোরবাসীর আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। ১৯৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনী এখানকার বটগাছ কেটে ফেলেছিল।

জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন

নিজের, মা-বাবার নাম পাল্টাতে চান তাঁরা!

একরামুল হক, চট্টগ্রাম ●

> চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকার ৬৪৮ জনের আবেদন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, তাঁরা জাতীয় পরিচয়পত্রের মৌলিক তথ্যের পরিবর্তন চান

মোহাম্মদ হাসান পুলিশের কনস্টেবল হিসেবে রাঙামাটিতে কর্মরত আছেন। জাতীয় পরিচয়পত্রে তাঁর বাবার নাম নুর মোহাম্মদ এবং মায়ের নাম ফরিদা বেগম। তাঁর ঠিকানা চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ এলাকা। জাতীয় পরিচয়পত্রে তিনি নিজের নাম, জন্মতারিখ, বাবা ও মায়ের নাম সংশোধনের (পরিবর্তন) জন্য আবেদন করেছেন। সন্দেহ দেখা দেওয়ায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য চট্টগ্রাম জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তাঁর আবেদনটি ঢাকায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পাঠানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত বছরের অক্টোবর থেকে চলতি বছরের মে মাস জাতীয় পরিচয়পত্রের ভুল সংশোধনের জন্য চট্টগ্রাম জেলা ও সিটি করপোরেশন এলাকার প্রায় ৩০ হাজার বাসিন্দা আবেদন করেছেন। এর মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকার ৬৪৮ জনের আবেদন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, তাঁরা জাতীয় পরিচয়পত্রের মৌলিক তথ্যের পরিবর্তন চান।

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের নির্বাচন কর্মকর্তা আবদুল লতিফ শেখ বলেন, পুলিশ কনস্টেবল মোহাম্মদ হাসান তাঁর নাম পরিবর্তন করে মো. আলী মোক্তার, বাবার নাম নুর মোহাম্মদ পরিবর্তন করে মোহাম্মদ শাহ, মায়ের নাম ফরিদা বেগম পরিবর্তন করে ফরিদা শেখ এবং জন্মতারিখ পয়লা জানুয়ারি ১৯৮৮ সালের পরিবর্তে ১৭ এপ্রিল ১৯৯৪ সাল করতে আবেদন করেছেন। জাতীয় পরিচয়পত্রে অনেকের তথ্যগত ভুল হয়েছে। কিন্তু নিজের নাম, বাবা ও মায়ের নাম এবং জন্মতারিখ পাল্টানোর আবেদন করেছেন তিনি। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এর ফয়সালা করা সম্ভব নয়।

মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে *প্রথম আলোকে* মোহাম্মদ হাসান বলেন, 'সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমি জাতীয় পরিচয়পত্রের পরিবর্তন চেয়েছি। ভোটার তালিকা করার সময় এসব ভুল হয়েছে।' বাবা, মা এবং নিজের জন্মতারিখ সব একসঙ্গে কীভাবে ভুল হলো, এ প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আসলে তখন বুঝিনি।' তিনি বলেন, মো. আলী মোক্তার তাঁর প্রকৃত নাম। এই নামেই ২০১৩ সালে পুলিশের চাকরিতে প্রবেশ করেন তিনি। পরিচয়পত্র সংশোধনীর জন্য ২০১৫ সালের অক্টোবরে তিনি আবেদন করেন।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা খোরশেদ আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, বাবা, মা, নিজের নাম, জন্মতারিখ পরিবর্তনের (সংশোধন) জন্য যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের অনেকের করা আবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয় সূত্র জানায়, চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর বাসিন্দা এ কে এম বশির আহমদ তাঁর বাবা ও মায়ের নাম পরিবর্তন চেয়ে সম্প্রতি আবেদন করেছেন। জাতীয় পরিচয়পত্রে তাঁর বাবার নাম ছালেহ আহমেদ নাম পরিবর্তন করে মৃত আবদুল হান্নান করতে চাচ্ছেন। একইভাবে মায়ের নাম ছাহেরা বেগম পরিবর্তন করে মৃত জোবেদা খাতুন করতে চাচ্ছেন। তাঁর এই আবেদন নিয়েও নির্বাচন কর্মকর্তাদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ের থানা নির্বাচন কর্মকর্তা জাকিয়া হোসনাইন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এ কে এম বশির আহমেদের বাবা ও মায়ের নাম পরিবর্তন বিষয়ে করা আবেদনটি আমরা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পাঠিয়ে দেব।'

বাবা ও মায়ের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে এ কে এম বশির আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয় সূত্র জানায়, শেখ আলী জামান নামের একজন কারারক্ষী নিজের এবং বাবা-মায়ের নাম পরিবর্তন করার জন্য আবেদন করেছেন। তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের কারারক্ষী হিসেবে কর্মরত আছেন।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ের থানা নির্বাচন কর্মকর্তা আবদুল লতিফ শেখ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শেখ জামান আলী নিজের নাম মো. আলী হোসেন, বাবার নাম আবদুস সালামের স্থলে সৈয়দ হোসেন এবং মায়ের নাম সৈয়দা মমতা হেনার স্থলে মিনা আক্তার করতে আবেদন করেছেন। এটিও বড় ধরনের মৌলিক পরিবর্তনবিষয়ক আবেদন। এই আবেদনপত্র নিয়েও আমাদের সন্দেহ আছে। বিষয়টির ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের।'

যোগাযোগ করা হলে শেখ আলী জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, '২০০৮ সালে জাতীয় পরিচয়পত্র করার সময় এর গুরুত্ব বুঝিনি। তখন ভুল হয়ে গেছে। এখন সংশোধনীর জন্য আবেদন করেছি।'

আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানান, রফিক আহমেদ ১৯৭৪ সালে কুমিল্লা বোর্ড থেকে এসএসসি পাস করেন, পাসের সনদে তাঁর জন্মতারিখ ১৯৫৯ সালের ৩ মে উল্লেখ রয়েছে। তিনি জন্মতারিখ ১৯৬৯ সালের ৩ এপ্রিল করতে আবেদন করেছেন।

এ বিষয়ে নির্বাচন কর্মকর্তা আবদুল লতিফ শেখ *প্রথম আলোকে* বলেন, রফিক আহমেদের মাধ্যমিক সনদ ঠিক আছে। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ৩ এপ্রিল যদি তাঁর জন্ম হয়, তাহলে পাঁচ বছরে কি মাধ্যমিক পাস করা সম্ভব? তাঁর আবেদনটি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নাকচ করে দিয়েছে।

তবে এ বিষয়ে রফিক আহমেদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানান, সুলতান হাওলাদার নামের এক ব্যক্তির জন্ম ১৯৪৩ সালের ২১ মে। বয়স কমিয়ে তিনি জন্মতারিখ ১৯৬৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি করতে আবেদন করেছেন। তিনি চট্টগ্রামের বায়েজিদ এলাকার একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। একই প্রতিষ্ঠানের আরেক কর্মী মো. ওসমান গনির জন্ম ১৯৪১ সালের ৫ জুলাই। তিনিও বয়স কমিয়ে জন্মতারিখ ১৯৬৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর করতে আবেদন করেছেন।

এ বিষয়ে চট্টগ্রামের বায়েজিদ এলাকার ওই দুই বাসিন্দার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

তবে ওই দুজনের করা আবেদনের বিষয়ে নির্বাচন কর্মকর্তা আবদুল লতিফ শেখ বলেন, 'তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। বাস্তবতার সঙ্গে বয়স কমানোর আবেদনের কোনো মিল নেই। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে দু-চার বছর পর্যন্ত বয়স কমানোর আবেদন বিবেচনা করা যায়। ২০-২৫ বছর বয়স কমানোর যৌক্তিকতা কী?'

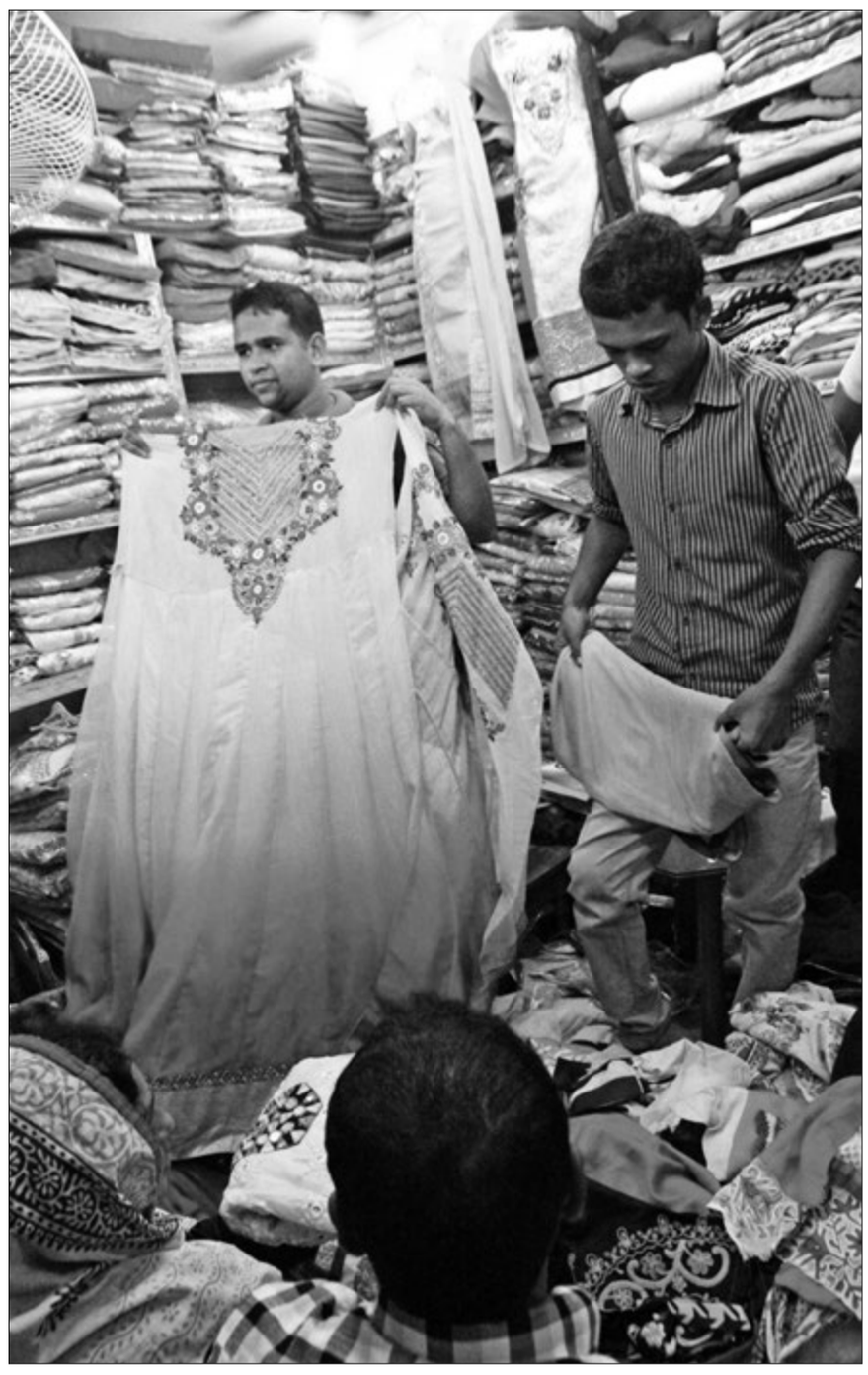

ঈদের কেনাকাটা

পবিত্র মাহে রমজান চলছে। এরপরই খুশির ঈদ। তাই রমজানের শুরু থেকেই ঈদের কেনাকাটা শুরু করেছেন অনেকে। বিশেষ করে যাঁরা কাপড় কিনে নিজেদের পছন্দমতো পোশাক তৈরি করবেন, তাঁরা আগেভাগে কেনাকাটা করেন। তাই এখন থান কাপড় ও থ্রি পিসের দোকানে ভিড় দেখা যাচ্ছে বেশি। ১২ জুন দুপুরে ফরিদপুর শহরের নিউ মার্কেট চকবাজার এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

আমির হোসেন

আবুল হাশেম

কোরবান আলী

পা নেই, তবু ভিক্ষা নয়

প্রণব বল, চট্টগ্রাম ●

তাঁদের জীবনের গল্প বিভীষিকাময়। সুস্থ সবলভাবে পৃথিবীর আলো দেখলেও জীবনের একটি পর্যায়ে এসে পঙ্গু হয়ে যান তাঁরা। তবে সমাজ এবং পরিবারের কাছে বোঝা হয়ে উঠেও ভাগ্যাহত এই তিন মানুষ দমে যাননি। অদম্য ইচ্ছার জোরে রিকশা চালিয়ে এখন এই তিন ব্যক্তি জীবনের চাকা ঘোরানোর চেষ্টা করে চলেছেন।

ভাগ্যাহত এই তিনজন হলেন কোরবান আলী ওরফে শাহীন (৪২), আবুল হাশেম (৩৮) ও আমির হোসেন (৪০)। প্রথমজন ছোটবেলায় টাইফয়েডে ডান পায়ের চলৎশক্তি হারান। অপর দুজন সড়ক দুর্ঘটনায় একটি করে পা হারান।

কোরবান আলী নগরের বায়েজিদ এলাকার বাসিন্দা। আবুল হাশেম বালুছড়ায় এবং আমির হোসেন মুরাদপুর এলাকায় থাকেন। ব্যাটারি রিকশা তাঁদের আশাবাদী করে তোলে। রিকশার আয় থেকে তিনজনই স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদের নিয়ে মোটামুটিভাবে সচ্ছলতা সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। তাঁরা এখন স্বপ্ন দেখেন ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার।

ছোটবেলায় টাইফয়েডে ডান পায়ের চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল কোরবান আলী। বাবা-মা আর তিন ভাই বোনের টানাটানির সংসারে ক্রমশ বোঝা হয়ে উঠছিলেন তিনি। মুখের অন্ন জোগাতে বেছে নেওয়া ভিক্ষাবৃত্তির পেশাও ভালো লাগছিল না। বাকি গল্পটা শোনা যাক কোরবান আলীর মুখে।

কোরবান বলেন, 'কী করব। ভাত জুটতো না। তাই একেবারে ছোটবেলা থেকেই নগরের জিইসিসহ বিভিন্ন স্থানে ভিক্ষা করতাম। ছেলে মেয়ে দুটি স্কুলে পড়ে। বাবা ভিক্ষা করে এটা বন্ধুবান্ধবদের বলতেও অস্বস্তি হয় তাদের। তাই কিছু টাকা জমিয়ে এবং ধার-দেনা করে বছরখানেক আগে একটি ব্যাটারি রিকশা কিনি।'

কোরবান আলীর আদি বাড়ি কুমিল্লায়। জন্ম চট্টগ্রামে। ১৪ বছর আগে বিয়েও করেছেন। স্ত্রী একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক। তাঁদের ঘরে এখন দুই ছেলে-মেয়ে। রিকশা কিনতে তার খরচ পড়েছে ৪০ হাজার টাকা। তিনি বলেন, 'রিকশা কেনার পর নিজেও শিখে নিলাম চালানো। আট মাস ধরে নিজেই চালাচ্ছি। এতে দিনে গড়ে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা আয় হয়। তা দিয়ে সংসার চলছে ভালোই।

শরীরের এই অবস্থা নিয়ে কোরবান কী করে রিকশা চালান? সম্প্রতি নগরের কাজির দেউড়ি এলাকায় যাত্রী নিয়ে আসেন তিনি। এ সময় কথা হয় তাঁর রিকশার যাত্রী তানজিলার সঙ্গে। তানজিলা জানান, 'রিকশায় চড়তে কোনো অসুবিধা হয়নি। তিনি ভালোভাবেই রিকশা চালিয়েছেন। একবারের জন্যও মনে হয়নি আমি অনিরাপদ।'

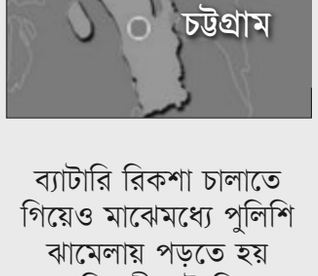

> ব্যাটারি রিকশা চালাতে গিয়েও মাঝেমধ্যে পুলিশি ঝামেলায় পড়তে হয় প্রতিবন্ধী এই তিন ব্যক্তিকে। কারণ চট্টগ্রামে বর্তমানে ব্যাটারি রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবার অনেক পুলিশ তাদের রিকশা চালানোটিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন বলে তাঁরা জানালেন

কোরবানের বড় মেয়ে শাহীনুর পঞ্চম শ্রেণিতে এবং ছেলে মনির হোসেন প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করার স্বপ্ন দেখেন প্রতিবন্ধী এই রিকশাচালক। তিনি বলেন, 'ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করিয়ে শিক্ষিত করতে চাই। জানি না কতটা পারব?'

একই স্বপ্ন বোনেন আরেক প্রতিবন্ধী আবুল হাশেম। তিনিও ব্যাটারি রিকশা চালিয়ে এখন জীবিকা নির্বাহ করেন। লোহাগাড়ার আমিরাবাদের হাশেম এক সময় ট্রাক চালাতেন। অনেক টাকা আয় করতেন। কিন্তু দুই বছর আগের একটি দুর্ঘটনা বদলে দিল সবকিছু। বাড়ির কাছাকাছি সাতকানিয়ার কেরানিহাট এলাকায় একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন তিনি।

হাশেম বলেন, 'দুর্ঘটনার পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমার বাম পায়ের হাঁটুর ওপরের অংশ থেকে কেটে ফেলা হয়। ডান পায়েও বড় ধরনের অস্ত্রোপচার হয়। লোহার রড দেওয়া ডান পায়েও জোর কম। অনেক ধার কর্জ হয়ে যায় চিকিৎসায়। ভিক্ষা তো করতে পারব না। তাই কিছুদিন বেকার থাকার পর গত মাসে একটি ব্যাটারি রিকশা কিনলাম ২৭ হাজার টাকায়। এখন ওই রিকশাই চালাই।'

হাশেমের স্ত্রী, দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। তাঁরা গ্রামের বাড়িতে থাকে। বড় ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে, মেজ ছেলে চতুর্থ শ্রেণি এবং এক মেয়ে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।

হাশেম বলেন, 'যখন ট্রাক চালাতাম অনেক টাকা পয়সা আয় করতাম। এখন কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া করাচ্ছি। রিকশা থেকে দিনে গড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা আয় হয়।'

ব্যাটারি রিকশায় ভর দিয়ে প্রতিবন্ধিতার বাধা দূর করেছেন আমির হোসেনও। পাথর ভাঙতেন তিনি। আট বছর আগে নগরের আমিন জুট মিল এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত আমির। পরে তাঁর ডান পা কেটে ফেলতে হয়।

আমির হোসেন বলেন, 'সুস্থ হয়ে আবারও পাথর ভেঙেছি কিছুদিন। কিন্তু কষ্ট হয়। ঠিকমতো বসতে পারি না। তাই দুই বছর আগে ভাড়ায় ব্যাটারি রিকশা চালানো শুরু করি। এখন সংসারটা কোনো রকমে চলছে। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিনে ৩০০ টাকার মতো আয় হয়।'

আমিরের তিন ছেলে তিন মেয়ে। বড় দুই মেয়ে সপ্তম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। আর বড় ছেলে পোশাক কারখানায় কাজ করেন। মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে হিমশিম খেতে হয় আমিরকে। তিনি বলেন, 'ইচ্ছা আছে লেখাপড়া করানোর। জানি না কত দিন চালিয়ে যেতে পারব?'

তবে ব্যাটারি রিকশা চালাতে গিয়েও মাঝেমধ্যে পুলিশি ঝামেলায় পড়তে হয় প্রতিবন্ধী এই তিন ব্যক্তিকে। কারণ চট্টগ্রামে বর্তমানে ব্যাটারি রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবার অনেক পুলিশ সদস্য তাঁদের রিকশা চালানোটিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন বলে তাঁরা জানালেন।

কোরবান বলেন, 'পুলিশ মাঝেমধ্যে আটকায়। যখন দেখেন পঙ্গু, তখন ছেড়েও দেন তাঁরা। ভিক্ষা না করে নিজে কিছু করে খাচ্ছি এটাই হয়তো সবার ভালো লাগে। এখন আমরা দান চাই না। আমাদের যদি স্থায়ীভাবে রিকশা চালানোর একটি অনুমতিপত্র দেওয়া হয় তাহলে ভালো হয়।'

ঠুসির মাথায় থাকে একটি কাটার যন্ত্র

আম পাড়ার অভিনব কৌশল

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী ●

গাছ থেকে আম অনায়াসে চলে আসবে নিচে। পড়বে না, আঘাত পাবে না, ক্ষয় ছড়াবে না, ডালও ভাঙবে না। গাছ থেকে এভাবে আম নামানোর আধুনিক ঠুসি (ম্যাঙ্গো হারভেস্টর) উদ্ভাবন করেছেন একজন চাষি। এই চাষির নাম হযরত আলী। বাড়ি নওগাঁর মান্দা উপজেলার কালিগ্রামে। তিনি গ্রামের শাহ কৃষি তথ্য পাঠাগার ও জাদুঘরের ব্যবস্থাপক।

প্রচলিত পদ্ধতিতে গাছ থেকে আম নামাতে গেলে বোঁটা ভেঙে আমের সারা গায়ে ক্ষয় ছড়িয়ে পড়ে। আমপাড়ুয়ার চোখেমুখেও কষ লাগে। যেখানে লাগে, সেখানে ঘা হয়ে যায়। সহজে সারে না। শুধু তা-ই নয়, ক্ষয়ের কারণে আম 'অ্যানথ্রাকনোজ' ছত্রাকে আক্রান্ত হয়। পাকতে না-পাকতেই আম পচে যায়। বোঁটা থেকেই এর পচন শুরু হয়। আবার ঠুসি থেকে বের হয়েও নিচে পড়ে যায়। আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আঘাত লাগা আম পাকার আগেই পচে যায়। আম ঠুসিতে পড়ার কারণে লগি ভারী হয়ে যায়। ধরে রাখতে কষ্ট হয়। হযরত আলীর ঠুসির ক্ষেত্রে তা হবে না। আম সরাসরি নিচে চলে আসবে। লগি ভারী হবে না।

প্রচলিত আম পাড়ার ঠুসির মতোই এই ঠুসি তৈরির জন্য একটি বাঁশের লগির প্রয়োজন হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে লগির মাথায় দড়ি দিয়ে তৈরি জালের একটা ঠুসি বাঁধা থাকে। গাছে ঝুলে থাকা আম ঠুসিতে ভরে টান দিয়ে ছিঁড়তে হয়। তখন আম বোঁটা থেকে ছিঁড়ে ঠুসির ভেতরে পড়ে। কয়েকটি আম ঠুসিতে ভরে ঠুসি কাছে এনে আম নামানো হয়।

শাহ কৃষি তথ্য পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা জাহাঙ্গীর শাহ বলেন, বুয়েটের এক সাবেক ছাত্র ঠুসির লগির সঙ্গে একটি কাপড় লাগিয়ে ঠুসি থেকে সরাসরি আম নিচে নামানোর পদ্ধতি বের করেন। এটা দেখে হযরত আলী প্রস্তাব করেন ঠুসির মুখে একটি কাটার যন্ত্র লাগাতে পারলে বোঁটার একটু ওপর থেকে কেটে নেওয়া যাবে। বোঁটাসহ কাটতে পারলে ক্ষয় বের হবে না। জাহাঙ্গীর শাহ হযরত আলীর এ ধারণাটা কাজে লাগিয়ে ঠুসির মাথায় একটি কাটার যন্ত্র লাগিয়ে দেন। তার সঙ্গে একটি রশি বেঁধে নিচ থেকে কাটার যন্ত্রটি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করেন। এই ঠুসির ভেতরে গাছে ঝুলে থাকা আম ভরে নিচের রশিতে টান দিলেই বোঁটার ইচ্ছামতো দূরত্ব থেকে কেটে নেওয়া যায়। কাটার সঙ্গে সঙ্গে আম ঠুসি থেকে কাপড়ের পাইপের মধ্য দিয়ে সরাসরি নিচে চলে আসে। জাহাঙ্গীর শাহ বলেন, লগির গায়ে রেইনকোটের কাপড় দিয়ে আম নিচে নামানোর পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সাধারণ একটি ঠুসি তৈরি করতে প্রায় ২০০ টাকা খরচ হয়। আধুনিক ঠুসি বানাতে প্রায় ৬০০ টাকা খরচ হবে।

১৭৩৮ বিদ্যালয় চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়া

বরিশাল বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা

এম জসীম উদ্দিন, বরগুনা ●

বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ১ হাজার ৭৩৮টি পদ শূন্য রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে চলছে এসব প্রতিষ্ঠান। ফলে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনিক শৃঙ্খলাও ভেঙে পড়েছে।

বরিশাল বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, বিভাগে ৫ হাজার ৫৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সদ্য জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২ হাজার ২৬৭টি। আর পুরোনো বিদ্যালয় রয়েছে ৩ হাজার ৩০৫টি। পুরোনো বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষকের ৭৭৭টি শূন্য পদ রয়েছে। এর মধ্যে বরিশালে ২২০টি, ভোলায় ৯০টি পদ, পটুয়াখালীতে ১৫৪, পিরোজপুরে ১৪৬, বরগুনায় ৭৭ এবং ঝালকাঠিতে ৯০টি পদ শূন্য। সদ্য জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ৯৬১টি পদ শূন্য। এর মধ্যে বরিশালে ২২৬টি পদ, পটুয়াখালীতে ২৫৩, পিরোজপুরে ১০৫, ভোলায় ১২৬, বরগুনায় ১৪৮ এবং ঝালকাঠিতে ১০৩টি পদ শূন্য।

সম্প্রতি বরগুনা ও ঝালকাঠির বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে জানা যায়, এসব বিদ্যালয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী শিক্ষকেরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অন্য শিক্ষকেরা তাঁর আদেশ-নির্দেশ তেমন একটা মানতে চান না। দাপ্তরিক কাজে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে উপজেলা সদরে শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়সহ অন্যান্য সরকারি দপ্তরে সময় ব্যয় করতে হয়। ফলে শিক্ষকস্বল্পতা আছে এমন বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান বিঘ্নিত হচ্ছে।

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার রুহিতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. আসাদুল্লাহ বলেন, 'বিদ্যালয়ে নয়জন শিক্ষকের পদ থাকলেও প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচজনের পদ প্রায় এক বছর ধরে শূন্য।'

পার্শ্ববর্তী পদ্মা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তফা কামাল বলেন, 'প্রায় মাসেই ৮-১০ দিন আমাকে বিদ্যালয়ের কাজে শিক্ষা অফিসে যেতে হয়। এখানে প্রধান শিক্ষকসহ তিনজনের পদ দীর্ঘদিন শূন্য।'

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার ফুলহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষকের মধ্যে আছেন তিনজন। এখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে আছেন দিলরুবা সুলতানা। তিনি বলেন, 'বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় আমাদের শিক্ষার্থীদের সামলাতে ভীষণ বেগ পেতে হয়।'

সৈয়দপুর বিমানবন্দরের পশ্চিম দিকের সীমানাপ্রাচীরের এই ভাঙা অংশ দিয়ে রানওয়েতে ঢুকে পড়ে মানুষ ও গরু-ছাগল ● প্রথম আলো

বিমানবন্দরের রানওয়েতে ঢুকছে মানুষ, গরু-ছাগল

সৈয়দপুর (নীলফামারী) **প্রতিনিধি** ●

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রায় তিন মাস ধরে জোরদার করা হয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। তাঁরা বলছেন, বিমানবন্দরটি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা রয়েছে। তবে বাস্তবে দেখা গেছে উল্টো চিত্র। প্রাচীর টপকে, ভাঙা অংশ দিয়ে ও সুড়ঙ্গ পথে লোকজনকে রানওয়েতে ঢুকতে দেখা গেছে। ঢুকছে কুকুর, গরু-ছাগলও।

১০ জুন সকাল নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত সরেজমিনে দেখা গেছে, বিমানবন্দরের সীমানাপ্রাচীরের পশ্চিম দিকে প্রায় ২০টি অংশে ভেঙে লোকজন চলাচলের মতো ফাঁক করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রাচীরের নিচ দিয়ে অন্তত তিনটি সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে। এসব ফাঁকা অংশ ও সুড়ঙ্গ পথ ব্যবহার করে লোকজন রানওয়েতে ঢুকছে। এ ছাড়া কুকুর ও গরু-ছাগল ঢুকতে দেখা গেছে। একজন নারী সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে রানওয়ে থেকে বের হচ্ছিলেন। এ সময় নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, এলাকার অনেকে প্রাচীরের নিচের ওই সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে রানওয়ে পার হয়ে ওপারে নিচু কলোনি বাজারে যাওয়া-আসা করে। অনেকে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যায়। অনেকে আবার সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে গরু-ছাগলও চরায়। গরুর ঘাসও কাটে কেউ কেউ।

পশ্চিম দিকের সীমানাপ্রাচীরটি তুলনামূলক নিচু হওয়ায় রানওয়েসহ 'বে' (বিমান দাঁড়ানোর নির্ধারিত স্থান) পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। এ ছাড়া বিমান ওঠা-নামার সময় প্রাচীরের ওপর কয়েকজন দর্শনার্থীকে বসে থাকতেও দেখা গেছে।

নবী আলম মণ্ডল নামের একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, সীমানাপ্রাচীর লাগোয়া প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বাঁশের মই আছে। এসব মই বেয়ে প্রাচীর টপকে তাঁরা রানওয়েতে প্রবেশ করেন। এ ছাড়া টার্মিনাল ভবনের উত্তর ফটক দিয়ে রানওয়েতে ঢুকে পড়ে এলাকার বাসিন্দারা।

জানতে চাইলে সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক শাহিন আহম্মেদ বলেন, ওপরের নির্দেশে প্রায় তিন মাস ধরে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করা হয়েছে। ভেতরে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা বসানো হয়েছে। স্ক্যানিং, যাত্রীদের দেহ তল্লাশি, পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখা ও গাড়ি টহলের মাধ্যমে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। তবে পেছনের সীমানাপ্রাচীরের সুড়ঙ্গ পথে লোকজন ও গরু-ছাগলের আসা-যাওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন, বহিরাগত লোকজন বিমানবন্দরে প্রবেশ করেন না।

প্রথম আলো
gulfedition@prothom-alo.info

খাদ্যসামগ্রীর দাম

কৃষক ঠকছে, ভোক্তাও ঠকছে

সরবরাহের কোনো অভাব নেই, তারপরও রাজধানীর প্রধান বাজারে কাঁচা মরিচের দাম উঠেছে ৬০ টাকা কেজি, কোথাও কোথাও আরও বেশি। উল্টোদিকে এই মরিচ কৃষক বিক্রি করেছেন চার থেকে আট টাকা দরে। কৃষকের হাত থেকে ক্রেতার হাতে যেতে পণ্যের দাম যদি ৮ থেকে ১০ গুণ বেড়ে যায়, তাহলে তাকে ব্যবসা না বলে লুণ্ঠন বলাই ভালো। এবং এটা ঘটছে পবিত্র রমজান মাসে!

কেবল মরিচের বেলাতেই নয়, অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বেলাতেও হঠাৎ করে মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার ফল হলো : উৎপাদক ও ক্রেতার ক্ষতি। মাঝখান থেকে সাধারণ মানুষের আয় চলে যাচ্ছে একশ্রেণির ব্যবসায়ীর পকেটে।

বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের দায় দ্বিমুখী। একদিকে উৎপাদক যাতে ন্যায্যমূল্য পান, অন্যদিকে পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের মুনাফা যাতে যৌক্তিক মাত্রায় থাকে। কিন্তু বাজারে চলছে অযৌক্তিক মুনাফাবাজির রাজত্ব। কৃষক তো বটেই, কখনো কখনো পাইকারি বিক্রেতারাও লোকসানের শিকার হচ্ছেন। বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যস্বত্বভোগী থাকায় এবং তাদের ওপর কারও কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় জিনিসপত্রের দাম লাগামছাড়া হতেই থাকছে।

বাজার ব্যবস্থার নিয়ম হলো সরবরাহ বেশি হলে চাহিদা ও দামও কমে যাবে। কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশেই সরবরাহ যা-ই থাকুক না কেন দাম অস্বাভাবিক মাত্রায় বাড়বেই। খাদ্যপণ্যের বাজারজাত পদ্ধতির নৈরাজ্য, গুদামজাত করার অসুবিধা এবং ধাপে ধাপে চাঁদা ও বখরার খেসারত দিতে হচ্ছে উৎপাদক ও সাধারণ ভোক্তাকে। আমদানি পণ্যের বেলায় দেখা যায় সিন্ডিকেট সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা টিসিবির না আছে ক্ষমতা না আছে লোকবল। কালেভদ্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত পাঠিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। টিসিবিকে শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নেই। সবকিছুর আগে চাই, জনগণের দুর্ভোগ না বাড়ানোয় সরকারের কর্তাব্যক্তিদের আন্তরিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা।

উৎপাদক কৃষক ও সাধারণ ভোক্তারা একদিকে, একশ্রেণির মুনাফাখোর মধ্যস্বত্বভোগীরা আরেকদিকে। দুর্ভাগ্যজনক যে সরকার প্রথম পক্ষের পাশে দাঁড়াচ্ছে না।

বিজিবিতে নারীর প্রবেশ

নারী-পুরুষ সমতা সৃষ্টির আরও পদক্ষেপ চাই

দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে (বিজিবি) প্রথমবারের মতো নারী সদস্য যোগ দিচ্ছেন। প্রথম দফায় ১০০ জন নারী সদস্যকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রশিক্ষণ শেষ করতে পারেননি। তবু বলা যায়, এই রেকর্ড সাফল্যজনক। সমাজে নারী-পুরুষ সমতা সৃষ্টির পথে এভাবেই এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। একটি সশস্ত্র সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে বিজিবিতে নারীদের অংশগ্রহণ সব ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলায় নারীদের উৎসাহিত করবে।

বিজিবিতে এই ৯৭ জন নারী সদস্যের কাজের বিষয়ে বিজিবির মহাপরিচালক জানিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব এলাকায় নারীরা চোরাচালানে যুক্ত হন, যেমন টেকনাফ, বেনাপোল—এসব জায়গায় তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হবে। বিজিবির পাঁচটি হাসপাতালেও তাঁরা নিয়োগ পাবেন। বিজিবির সদর দপ্তর পিলখানাতেও তাঁরা কাজ করবেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যেখানে তাঁদের পদায়ন হোক না কেন, তাঁরা দক্ষতা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবেন। কারণ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশ বাহিনীতে নারী ও পুরুষ যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছেন। আমাদের সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে এমন ধারণা রয়েছে যে এই সব বাহিনীতে শুধু পুরুষেরাই অংশ নেবেন, এসব কাজ নারীদের উপযোগী নয়। কিন্তু নারীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সে ধারণা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে।

সশস্ত্র বাহিনীগুলোর পুরুষকেন্দ্রিক বাস্তবতায় পরিবর্তন আনার জন্যও নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো দরকার। নারী ও পুরুষের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি রয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলো সম্পূর্ণ পুরুষপ্রবণ হওয়ায় নারীর নিজস্ব দক্ষতা, চিন্তা ও মেধা থেকে এসব প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হয়। নারীর অংশগ্রহণ যত বাড়বে এসব প্রতিষ্ঠান ততই পূর্ণতা অর্জনে সফল হবে।

সম্পূর্ণ পুরুষনির্ভর বিজিবিতে ছোট্ট একদল নারীর প্রবেশকে আমরা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা বলে মনে করি। সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ রকম আরও পদক্ষেপ চাই।

আওয়ামী লীগের ভেতরে এ কোন লীগ?

কালের পুরাণ

সোহরাব হাসান

৫ জুন কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল যাচ্ছিলাম। প্রেসক্লাবের সামনে যেতেই দেখি, একটি মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে বক্তারা উচ্চ নিনাদে শিক্ষা আইন ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছেন। তাঁরা পাঠ্যবই থেকে সব হিন্দু লেখকের লেখা বাতিল করার দাবি জানান। ভাবলাম, এটি নিশ্চয়ই বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোটের মৌলবাদী কোনো দল কিংবা মাওলানা আহমদ শফীর হেফাজতে ইসলামের কাজ।

কিন্তু আরও কাছে যেতে চোখে পড়ল বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা লীগের ব্যানার। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী ওলামা লীগের নেতারা যা বললেন, তার সারাংশ হলো, ৯৮ শতাংশ মুসলমানের দেশে হিন্দুয়ানি ও নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা চলবে না। নাস্তিক্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী পাঠ্যসূচি, কুফরি শিক্ষা আইন-২০১৬ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। বাজেটে শুধু হিন্দুদের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। সবকিছুতেই মুসলমানদের জন্য ৯৫ শতাংশ সংরক্ষণ করতে হবে।

জামায়াত-হেফাজতের অসমাপ্ত কাজটিই ওলামা লীগ নিজের কাঁধে নিয়েছে। ওলামা লীগ নিজেকে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ও বিপদের বন্ধু বলে দাবি করে। যদিও আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন, ওলামা লীগের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এমন যে তাঁরা কম্বল ছাড়লেও কম্বল তাদের ছাড়ছে না।

ওলামা লীগের পরিসংখ্যানটি লক্ষ করুন। একবার বলেছে, ৯৮ শতাংশ মুসলমানের দেশ। আরেকবার বলেছে ৯৫ শতাংশ মুসলমানের দেশ। কোনো হিসাবই ঠিক নয়। সরকারি হিসাবেই দেশে এখনো ৯ শতাংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু আছে। আধুনিক যুগে কোনো দেশ কেবল ধর্মের বিচারে চিহ্নিত হয় না। চিহ্নিত হয় সেখানে বসবাসরত মানুষের ভাষা, জীবনাচরণ, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, আবহাওয়া, ধর্মাচরণ—সবকিছু দিয়ে।

বাংলাদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে ওলামা লীগ আজ ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা চালুর দাবি করছে। সে ক্ষেত্রে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালে যদি কেউ হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থার দাবি জানায় কিংবা আমেরিকায় খ্রিষ্টানীয় শিক্ষাব্যবস্থার, তখন ওলামা লীগ কি তা মেনে নেবে? ওসব দেশে বসবাসরত মুসলমানরা তখন কী হিন্দুয়ানি কিংবা খ্রিষ্টানীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে? ভারতে কোনো কোনো রাজ্যে সেই আলামত শুরু হয়ে গেছে। এ ধরনের উদ্ভট দাবি সব দেশের মৌলবাদীরাই করে থাকে।

ওলামা লীগের সব রোষ গিয়ে পড়েছে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর। কারণ, তিনি একসময় বামপন্থী রাজনীতি করতেন। ডানপন্থীরা বামপন্থীদের ভয় পাবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খোদ আওয়ামী লীগের মধ্যেও একটি অংশ বামপন্থার আতঙ্কে ভুগছে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতা সম্প্রতি ঘরোয়া আলাপে বলেছেন, এবারে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের মূল লক্ষ্য হবে নাকি নেতৃত্ব থেকে সাবেক কমিউনিস্টদের খেদানো। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে আওয়ামী লীগ সরকারে যাঁদের ভাবমূর্তি কিছুটা উজ্জ্বল, তাঁরা হয় সাবেক বামপন্থী, নাহয় অন্য দলের।

কেবল শিক্ষানীতি বা শিক্ষা আইন বাতিল নয়, আওয়ামী ওলামা লীগের দাবির বহরটি বেশ দীর্ঘ। তাদের দাবি, মুসলিম দেশে প্রধান বিচারপতি পদে কোনো অমুসলমানকে বসানো যাবে না। তারা জানে না বাংলাদেশের অনেক আগে পাকিস্তানে রানা ভগবান দাস নামে একজন হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রধান বিচারপতি পদে আসীন ছিলেন কয়েক বছর আগেই। ওলামা লীগের দাবি, পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করা যাবে না। এটি নাকি ইসলামবিরোধী। কোনো উৎসব পালনের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা জানে না যে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে মহাজাঁকজমকের সঙ্গে 'নওরোজ' উদ্‌যাপন করা হয়। ওলামা লীগ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে হিন্দু তোষণের অভিযোগ এনেছে। এই অভিযোগ কতটা তথ্যভিত্তিক, কতটা উদ্দেশ্যমূলক, তা নিয়েও বিতর্ক আছে। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে সংখ্যালঘু বিচারক আছেন হাতে গোনা কয়েকজন। জাতীয় সংসদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব হলে অন্তত ৩০ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আসার কথা। আছেন ১০-১২ জন। সাধারণত বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা থেকে সংখ্যালঘুরা আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের দাবি করে থাকেন। কিন্তু সংখ্যাগুরুর পক্ষে এই দাবি তোলার পেছনে নিশ্চয়ই বদ মতলব আছে।

যুদ্ধাপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একবার এমন দাবি করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ওলামা লীগের সাংগঠনিক কোনো সম্পর্ক না থাকলেও আদর্শিক বন্ধনটা স্পষ্ট।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রয়াত লেখক আহমদ ছফা 'পাকিস্তানের শিক্ষানীতি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ওই প্রবন্ধে তিনি পাকিস্তানবাদী শিক্ষার অসারতা তুলে ধরে লিখেছিলেন, বর্তমান জগতে বাঁচার বাস্তব দাবিই শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উপজীব্য হওয়া উচিত ছিল। ইসলামি, খ্রিষ্টীয় বা হিন্দুয়ানী বলে কোনো শিক্ষাব্যবস্থা এ যুগে অচল এবং একেবারে অকেজো। তবু পাকিস্তানের কর্তারা শিক্ষার সঙ্গে ধর্মকে এমনভাবে জুড়ে দিলেন, মনে হবে যন্ত্র-ঘর্ষরিত জগতে বাস করেও তাঁরা যেন মধ্যযুগের খনি খনন করে আদিম অন্ধকার সমাজজীবনে ছড়িয়ে দেওয়ার কাপালিক ক্রিয়ায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। (*রক্তাক্ত বাংলা*, মুক্তধারা, আগস্ট, ১৯৭১)।

আমরা ধারণা করি, সেই পাকিস্তানি প্রেতাত্মা ওলামা লীগ নামের সংগঠনটির ওপর ভর করেছে। সেক্যুলার আওয়ামী লীগের নাম ব্যবহার করে ওলামা লীগ সেসব দাবিই পেশ করছে, যা একসময় মুসলিম লীগ করত। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান ভেঙে আমরা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করলেও এদের মনোজগতে পাকিস্তান রয়েই গেছে।

নতুন শিক্ষা আইন সম্পর্কে ওলামা লীগ ও তাদের সমর্থকেরা যেসব কথাবার্তা বলেছে, তা যেমন আওয়ামী লীগের ঘোষিত নীতির পরিপন্থী, তেমনি সংবিধানেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। শিক্ষা আইনে বলা হয় : 'যেহেতু নিরক্ষরতা দূরীকরণ, আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান, একীভূত ও জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং একই পদ্ধতির সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে....সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল।' (সূত্র : সংসদে উত্থাপিত শিক্ষা বিল ২০১৬)

ওলামা লীগের এই দাবির সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফার আশ্চর্য মিল আছে। হেফাজতও ২০১০ সালের শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি জানিয়েছিল। নারীনীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিল। এখন ওলামা লীগ কেবল শিক্ষানীতি বা আইনই বাতিল চাইছে না, পাঠ্যপুস্তক থেকে সব হিন্দু/অমুসলিম লেখকের লেখা বাদ দিতে বলছে। কী ভয়ংকর দাবি! ওলামা লীগের কথা মেনে নিলে নতুন প্রজন্ম রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাসহ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা পড়তে পারবে না। বিশ্বের সব শ্রেষ্ঠ মনীষীর জ্ঞানভান্ডার থেকে বঞ্চিত হবে। এটি তো একটি জাতিকে মূর্খ করে রাখার হীন প্রয়াস।

আওয়ামী লীগের নেতারা হেফাজতকে চিহ্নিত করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরোধী শক্তি হিসেবে। কিন্তু তাদের নাম ও অফিস ব্যবহার করা ওলামা লীগের কাজকর্ম তো তার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। হেফাজত আওয়ামী লীগ সরকারের নারীনীতি ও শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ২০১৩ সালে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে তাণ্ডব চালিয়েছিল। এখনো সভা-সমাবেশ করছে। তাদের সঙ্গে ওলামা লীগ যুক্ত হয়ে কাকে সহায়তা করছে?

আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন, ওলামা লীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারা তো আওয়ামী লীগের নাম ব্যবহার করছে। তাহলে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন?

অনেকে মনে করেন, জামায়াত-হেফাজতের রাজনীতির সঙ্গে ভারসাম্য তৈরি করতেই আওয়ামী লীগ একসময় ওলামা লীগকে কাজে লাগিয়েছে। এখন যা বুমেরাং হচ্ছে।

২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের তৃতীয় তলায় বাংলাদেশ ওলামা লীগের নামফলকটি এখনো আছে। তবে কারা এর হকদার তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ইতিমধ্যে ওলামা লীগ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইলিয়াস হোসাইন বিন হেলালী ও মো. দেলোয়ার হোসেন। অপর ভাগে আছেন আখতার হোসাইন ও আবুল হাসান। আরও মজার বিষয় যে তাঁরা একে অপরকে বিএনপি-হেফাজতের দালাল ও জঙ্গিদের সহযোগী বলে গালাগাল করেন।

প্রথম আলোর খবরে বলা হয় : আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে না থাকলেও কয়েকজন মন্ত্রী ও দলের কিছু কেন্দ্রীয় নেতার ছত্রচ্ছায়ায় গড়ে ওঠা আওয়ামী ওলামা লীগ নামে দুটি গ্রুপের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সময়ে উভয় গ্রুপের কিছু কর্মসূচিতে দলের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাকে উপস্থিত থাকতেও দেখা যায়।

আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের 'লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও উন্নয়ন দর্শন' অংশে বলা হয়েছে, 'মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অর্জিত সংবিধানে বিধৃত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অভীষ্ট লক্ষ্য।'

প্রশ্ন হলো, ওলামা লীগকে সঙ্গে নিয়েই আওয়ামী লীগের বিজ্ঞ নেতারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা কায়েম করতে চান? তাহলে জামায়াত বা হেফাজতের কী দোষ? জামায়াতে ইসলামী কিংবা হেফাজতে ইসলাম যেই কথিত ধর্মীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার খোয়াব দেখে, ওলামা লীগও তা-ই। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের কিংবা ভাগ-বাঁটোয়ারার ফারাক থাকলেও রাজনৈতিক চিন্তার ফারাক নেই।

আওয়ামী লীগের সহযোগী বলে দাবিদার ওলামা লীগ প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। তাও এমন সময়, যখন দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের ওপর জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী একের পর এক আক্রমণ চালাচ্ছে, তাদের খুন করছে।

এই দুঃসাহস তারা কোথায় পেল? সেক্যুলার আওয়ামী লীগের ভেতরে এ কোন লীগ?

● **সোহরাব হাসান : কবি, সাংবাদিক।**
sohrabhassan55@gmail.com

তাকওয়ার মাস রমজান

ধর্ম

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

রমজান মাস তাকওয়া অর্জনের মাস। তাকওয়া হিদায়াত লাভের পূর্বশর্ত। রমজান মাসে রোজা রাখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এই তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন : 'হে মোমিনগণ! তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের প্রতিও; যাতে করে তোমরা পরহেজগার হতে পারো।' (আল-কোরআন, সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ১৮৩)।

হিদায়াতের বাণীসংবলিত কোরআন মজিদ এই রমজান মাসেই নাজিল হয়েছে। আল্লাহর ঘোষণা : 'রমজান মাস! যে মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে মানবের দিশারিরূপে ও হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন তাতে রোজা পালন করে। আর যারা পীড়িত থাকবে বা ভ্রমণে থাকবে, তারা অন্য সময়ে তা এর সমপরিমাণ সংখ্যায় পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের প্রতি কঠিন করতে চান না; যাতে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো যে তিনি তোমাদের হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।' (আল-কোরআন, সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ১৮৫)।

তাজকিয়ার মাস রমজান

কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য হলো মানবের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা। হজরত ইবরাহিম (আ.) দোয়া করেছিলেন এই বলে : হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন পয়গম্বর পাঠান, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশালী হিকমতওয়ালা। (সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ১২৯)।

এর উত্তরে মহান প্রভু জানান : 'আল্লাহ ইমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন; তাদের পরিশোধন করেন এবং তাদের কিতাব ও কাজের কথার শিক্ষা দেন।' (সুরা-৩ আল ইমরান, আয়াত : ১৬৪)। মহান আল্লাহ তাআলা আরও বলেন : 'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত।' (সুরা-৬২ জুমুআ, আয়াত : ২)। 'যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসুল, যিনি তোমাদের কাছে আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ১৫১)।

প্রায় সব আসমানি কিতাবই রমজান মাসে নাজিল করা হয়েছে। কারণ রমজান হলো তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধির জন্য অনুকূল ও সহায়ক। আর ওহি ও কিতাব নাজিলের উদ্দেশ্যও হলো তাই।

ইহসানের মাস রমজান

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) জনসমক্ষে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইমান কী?' তিনি (সা.) বললেন, ইমান হলো আপনি বিশ্বাস করবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, কিয়ামতের দিবসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসুলের প্রতি। আপনি আরও বিশ্বাস রাখবেন মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসলাম কী?' তিনি বলেন, ইসলাম হলো আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, জাকাত আদায় করবেন এবং রমজান মাসে রোজা পালন করবেন। ওই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহসান কী?' তিনি বললেন, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে নাও দেখতে পান, তবে নিশ্চয় তিনি আপনাকে দেখছেন। (বুখারি শরিফ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮-৩৯, হাদিস : ৪৮)।

রমজানের মাসআলা : রোজা ফরজ হওয়ার বয়স ও শর্ত

রোজা ও নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য বয়স মুখ্য নয়, কেউ সাবালকত্ব অর্জন করলেই তার জন্য রোজা ও নামাজ ফরজ হয়ে যায়। বিজ্ঞজনদের মতে, বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতায় এটি সাধারণত ছেলেদের ক্ষেত্রে তেরো থেকে পনেরো বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এগারো থেকে তেরো বছরে হয়ে থাকে। এ সময় ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে; কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়, আচরণে পার্থক্য তৈরি হয়; নারী বা পুরুষ সত্তার স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়। এ সময় থেকে রোজা পালন ও নামাজ আদায় করা বাধ্যতামূলক ফরজ হয়। না রাখলে কাজা আদায় করতে হয়, ভাঙলে কাফফারা দিতে হয়। এ সময় থেকে এদের সওয়াব ও গুনাহ লেখা শুরু হয়। অবহেলা করে রোজা না রাখা অনেক বড় গুনাহ। পিতা, মাতা বা অভিভাবক যদি এদের রোজা রাখতে নিরুৎসাহিত করেন বা তাগিদ না দেন তাহলে তাঁরাও গুনাহগার হবেন। তবে কেউ অসুস্থ বা অক্ষম হলে তার জন্য কাজা বা ফিদইয়ার বিধান রয়েছে। (কামুসুল ফিকহ)।

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী : যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।**
smusmangonee@gmail.com

এমন নির্বাচন আমরা চাই না

নির্বাচনী ব্যবস্থা

হায়দার আকবর খান রনো

বগুড়ার এক কেন্দ্রে আনসারের সহায়তায় একসঙ্গে ভোট দিচ্ছেন দুজন

নির্বাচন হচ্ছে যেকোনো ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাথমিক এবং অন্যতম প্রধান শর্ত। এটা যেমন জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সত্য। তৃণমূলে গণতন্ত্র বিকশিত না হলে জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র পূর্ণ রূপ লাভ করতে পারে না।

প্রশাসনব্যবস্থায় একেবারে তৃণমূল হলো ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি)। বরাবর দেখা গেছে, ইউপি নির্বাচন হয় সবচেয়ে বেশি উৎসবমুখর। এই নির্বাচনে সর্বাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে। সাধারণত প্রার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে চেনেন ভোটাররা। আমি দেখেছি, ঢাকায় কর্মরত লোকজনও ছুটে যায় নিজ গ্রামে ইউপি নির্বাচনের সময়। খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় এসব নির্বাচন, কিন্তু সহিংসতা দেখা যায় না। ঐতিহ্যগতভাবে গ্রামীণ সমাজে একটা সুপ্রাচীন শৃঙ্খলা বজায় থাকে। সম্প্রীতিও নষ্ট হয় না। কিন্তু এবারের ইউপি নির্বাচন সবদিক দিয়েই নজিরবিহীন। গত ফেব্রুয়ারিতে ছয় ধাপে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হয়েছিল। ৪ জুন শেষ ধাপের নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। এই সময়কালে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতায় নিহত হয়েছেন ১১৩ জন এবং আহত ব্যক্তির সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি। ৫ জুনের *প্রথম আলোয়* লিড নিউজের শিরোনাম ছিল 'শেষ হলো প্রাণঘাতী নির্বাচন'। একই প্রতিবেদনের প্রথম বাক্যটি ছিল, 'নজিরবিহীন সহিংসতা, প্রাণহানি, বিশৃঙ্খলা ও জাল ভোটের মধ্য দিয়ে শেষ হলো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন।'

নির্বাচনে এত সহিংসতা এবং এত নিহত হওয়ার ঘটনা আগে কখনো দেখিনি, শুনিনি। কিছুদিন আগে *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার (অব.) সাখাওয়াত হোসেন এই নির্বাচনের সঙ্গে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনের তুলনা করেছিলেন। তখন জাল ভোটের অভিযোগ তেমন শোনা যায়নি। আর সেবার সহিংসতার ঘটনা কিছু ছিল, কিন্তু খুবই সামান্য। নিহত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল চারজন।

গত ৭ মে *প্রথম আলোয়* কবি সোহরাব হাসানের লেখা এক নিবন্ধের শিরোনাম ছিল 'এই নির্বাচন কি আমরা চেয়েছিলাম?' উত্তরটা তিনিও দিয়েছেন এবং আমরাও জানি। না, এমন নির্বাচন আমরা চাইনি। নির্বাচন অবশ্যই গণতন্ত্রের অন্যতম মূল ভিত্তি। কিন্তু নির্বাচনের নামে যদি অন্য কিছু হয় এবং তাকে যদি নির্বাচন বলে চালানো হয়, তবে তা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিশ্চিতভাবে তা কাম্য নয়।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন ছিল একতরফা নির্বাচন, যেখানে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৪ জন ছিলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত। কারণ আওয়ামী জোটভুক্ত দল ছাড়া সবাই নির্বাচন বর্জন করেছিল। তাই নৈতিকভাবে ওই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কিন্তু আইনের দিক দিয়ে তা ছিল শুদ্ধ। কারণ সংবিধানমতে একজন প্রার্থী থাকলেও তাঁকেই নির্বাচিত বলে মানতে হবে এবং একটি ভোট পড়লেও তা নির্বাচন বলে গণ্য হবে।

এর পরবর্তী স্থানীয় সরকারের নির্বাচনসমূহ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যদিও সব দলই কমবেশি অংশ নিয়েছে। উপজেলা নির্বাচন হয়েছিল পাঁচ দফায়। প্রথম তিন দফায় দেখা গেল শাসক দল আওয়ামী লীগের ভরাডুবি। ফলে শাসক দল এবার নতুন কৌশল নিল। প্রকাশ্য ও নগ্ন কারচুপির আশ্রয় নিল। ভোটকেন্দ্র দখল, আগের রাতে সিল মারা, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা অথবা পুলিশকে দিয়ে ব্যালট পেপারে সিল মারা ইত্যাদি অভিযোগ আসতেই লাগল। উপজেলা নির্বাচনের শেষ দুই পর্বে; ঢাকা-চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচন ও পৌরসভা নির্বাচনে একই কৌশল অব্যাহত থাকল। শাসক দল আওয়ামী লীগের একচেটিয়া বিজয়। কিন্তু এ বিজয় যে আসল বিজয় নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর বিপদের জায়গা তৈরি করা হচ্ছে, সেই উপলব্ধি শাসকদের অধিকাংশের মধ্যে ছিল না। কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুরের পৌরসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে ব্যাপক কারচুপির কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করে স্বয়ং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছিলেন, 'আমি এই নির্বাচনের কিছু বিষয় কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।...যদি আমরা বাজিতপুরে পরাজিত হতাম, তাহলে কি তারা আমাদের সরকারকে উচ্ছেদ করে দিত?' *প্রথম আলো* ১৭ জানুয়ারি ২০১৬। এমন উপলব্ধি শাসকদের অধিকাংশের মধ্যে অনুপস্থিত রয়েছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচন প্রসঙ্গে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার (অব.) সাখাওয়াত হোসেন *প্রথম আলোয়* এক নিবন্ধে বলেছেন যে পৌর নির্বাচনের ৭৪ শতাংশ ভোট স্বাভাবিক ছিল না।

কারচুপি ও সহিংসতা উভয় দিক দিয়ে আগের সব নির্বাচনকে হার মানিয়েছে সদ্য সমাপ্ত ইউপি নির্বাচন। কারচুপির বিষয়টি এত প্রকাশ্য ও নগ্ন ছিল যে শাসক দলের প্রতীক নৌকা মার্কা ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে জেতা সম্ভব নয়। তাই সর্বত্র নৌকা জিতেছে। কিন্তু জনগণের ভোটে নয়, প্রশাসন ও আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশনের সরাসরি সহায়তায়। ৪ জুন অনুষ্ঠিত শেষ পর্বের নির্বাচনের ঠিক আগে আগে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর একটি ইউপির নির্বাচনে সাংসদের কথামতো অবৈধ কাজ করতে রাজি হননি বিধায় নির্বাচন কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন সাংসদ মুস্তাফিজুর রহমান দ্বারা প্রহৃত হলেন।

ওই সাংসদ দুটি বড় অপরাধ করেছেন। প্রথমত, নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করা; দ্বিতীয়ত, মারধর করা। অবশ্য অনেক সাংসদই এখন গুলি চালিয়ে শিশুকে আহত করা, মারধর করা, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি কর্মচারীদের চড়-থাপ্পড় মারা ইত্যাদি কাজ করে মিডিয়ায় আলোচিত হয়েছেন। এমন সাংসদদের এক দীর্ঘ তালিকা ও তাঁদের অপরাধের ফিরিস্তি তুলে ধরে কবি সোহরাব হাসান বলেছেন, 'মাননীয় সাংসদেরা যদি ক্ষ্যামা দেন...।' *প্রথম আলো*, ৪ জুন, ২০১৬। সাংসদ, সরকারি দল ও প্রশাসনের সরাসরি হস্তক্ষেপ, নগ্ন কারচুপি ও নির্বাচন কমিশনের নির্লিপ্ততা—সবটা মিলিয়ে যা হয়েছে, তা হলো নৌকা মার্কাটা পেলেই বিজয় নিশ্চিত। তারপর আর নৌকার প্রার্থীরা প্রচার করারও দরকার মনে করেন না। তাই *প্রথম আলোর* ১২ মের সংখ্যায় লিড নিউজের শিরোনাম ছিল এরূপ : 'মনোনয়নে টাকা লাগে, ভোট করতে নয়।'

হ্যাঁ, নৌকার প্রার্থীকে তাই মনোনয়ন কিনতে হয় চড়া দামে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ কমিটির নেতারা, কখনো কখনো ওপরের নেতারা ভালোই মনোনয়ন-বাণিজ্য করেছেন। দুর্নীতি এখন কত দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে মনোনয়ন-বাণিজ্য কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপির মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। বিএনপির প্রার্থী জিতবে না জেনেও মার্কার জন্য কাড়াকাড়ি করছেন, সম্ভবত গ্রামীণ সমাজে তথাকথিত স্ট্যাটাসের জন্য। এ জন্য বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মাহবুবুর রহমান বলেছেন, 'নির্বাচনে মনোনয়ন-বাণিজ্য রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে গেছে। এটা কমবেশি সব দলেই আছে।' তবে বলাই বাহুল্য, শাসক দলে এই বাণিজ্য হচ্ছে সবচেয়ে রমরমা। এ জন্য গত এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখে চট্টগ্রামের দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল। মনোনয়ন-বাণিজ্যের কারণে একদল আওয়ামী লীগ কর্মী ক্ষুব্ধ হয়ে অফিস ভাঙচুর করেছিলেন। তাঁরা স্লোগান দিয়েছিলেন, 'টাকার দালালি করিস না, যারে তারে নৌকা দিস না', 'নতুন কোনো ব্যবসা ধর, নমিনেশন বাণিজ্য বন্ধ কর'।

মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে যখন টাকাটাই বড় হয়ে ওঠে, তখন যোগ্য ও জনপ্রিয় প্রার্থী বঞ্চিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। তাই দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা ও সংঘাত-সংঘর্ষ হয়েছে প্রধানত আওয়ামী লীগের দুই অংশের মধ্যে। যাঁরা নিহত বা আহত হয়েছেন, তাঁদের প্রায় সবাই একই দলের কর্মী—শাসক দল আওয়ামী লীগ। এতে আওয়ামী লীগের দলীয় শৃঙ্খলা তৃণমূল পর্যায়ে একেবারে ভেঙে পড়েছে। *প্রথম আলোর* ৩০ মের সংখ্যায় প্রথম পাতায় প্রথম প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'সহিংসতার বড় কারণ ক্ষমতাসীন দলের কলহ'।

এবারের নির্বাচনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো অনেক জায়গায় ২১৩টি ইউপিতে শাসক দলের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। বিষয়টি মোটেই স্বাভাবিক নয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে শাসকদলীয় জোটের ১৫৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা দলের নিম্ন পর্যায়ের নেতাদেরও প্রভাবিত করেছে। তাঁরাই বা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারবেন না কেন? বিরোধী দলের প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভয় দেখিয়ে অথবা টাকা দিয়ে বসিয়ে দিতে পারলেই তো নির্বাচনের কাজটা কত সহজ হয়ে যায়। এই প্রবণতা সমগ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশকে চরমভাবে কলুষিত করেছে। আর সবচেয়ে খারাপ যেটা ছিল তা হলো নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা। ষষ্ঠ দফা নির্বাচনের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ বলেছেন, 'এবার আর আগের রাতের সিল মারার ঘটনা নেই।' তার মানে, আগে এ রকম ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তিনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? কদিন আগে তিনি এক হাস্যকর মন্তব্য করেছেন, 'সহিংসতা বাড়লেও সিল মারার ঘটনা কমেছে।'

২০১৬ সালের ইউপি নির্বাচন আমাদের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে থাকবে। এর ফল অনেক সুদূরপ্রসারী। এমন নির্লজ্জ কারচুপি দুর্নীতিকে দারুণভাবে উৎসাহিত করবে। আর নির্বাচনকেন্দ্রিক এমন সহিংসতা গ্রামীণ জীবনের সংহতি, যা আমাদের বিবেচনায়, এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গেল। সামাজিক অধঃপতনের পথ আরও উন্মুক্ত হলো। সত্যিই এমন নির্বাচন আমরা চাইনি।

● **হায়দার আকবর খান রনো : রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি।**

সম্পাদক : মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ; মুদ্রণ ও পরিবেশনা : দার আল শারক (ফরেন পাবলিকেশন্স), পোস্ট বক্স : ৩৪৮৮, ডি রিং রোড (লুলু হাইপারমার্কেটের পাশে), দোহা, কাতার
Editor: Matiur Rahman; Printed & Distributed by: Dar Al Sharq (Foreign Publications), P O Box: 3488, D Ring Road (Next to Lulu Hypermarket), Doha, Qatar, Phone: +974 44650 600, Fax: +974 44657198, Email: editorfp@daralsharq.net

মা-শালিকের জন্য শোকগাথা

অ র ণ্যে রো দ ন

আনিসুল হক

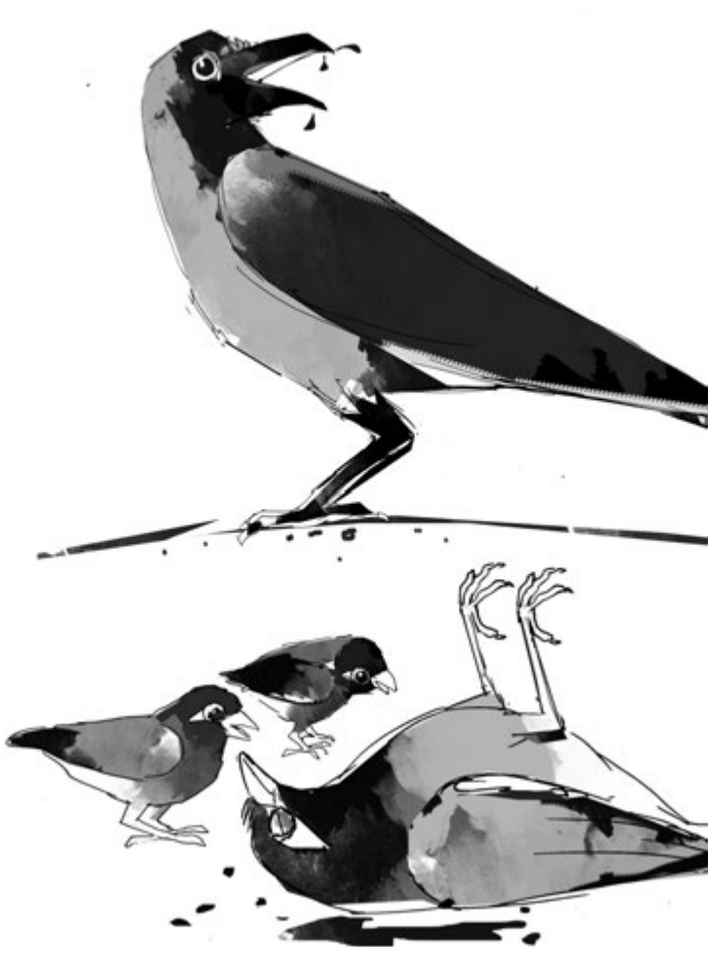

শালিক পাখিটা দুটো বাচ্চা দিয়েছে।

বাবলাগাছের পাতার নিচে, ডালের জোড়ে, খড়কুটো এনে কত কষ্ট করে মা পাখিটা যে বাসা বানাল। ঠোঁটে করে করে কুড়িয়ে আনল একটা করে খড়। একটা করে শুকনো পাতা। একটা করে শুকনো ভাঙা সরু ডাল। নারকেলের ছোবড়া।

পেটভরা ডিম। মা-শালিকের নড়তে কষ্ট হয়। চড়তে কষ্ট হয়। তবু তাকে নড়তে হয়। তবু তাকে চড়তে হয়। তবু তাকে উড়তে হয়। বাসা বানাতে হয়।

বাসা বানানো হয়ে গেলে মা-শালিক দূর থেকে সেই বাসাটার দিকে তাকায়। বাহ্, খুব সুন্দর। বাবা-শালিকটাও তখন তার পাশে এসে বসে। বাহ্, তোমার বাসাটা বড় সুন্দর হয়েছে বউ।

মা-শালিকটার রাগ হয়। এতক্ষণ সে কত কষ্ট করছিল, বাবা-শালিকের দেখাই ছিল না। আর এখন সে এসেছে মিষ্টি মিষ্টি কথা নিয়ে।

যাও। তোমার কথা কে শোনে? মাথা ঝাপটায় মা-শালিক।

বাবা-শালিক বলে, রাগ কোরো না, রাগ কোরো না, আমি তোমার জন্য কুড়িয়ে কুড়িয়ে কী এনেছি দেখো। বাবা-শালিক তার ডান পায়ের নখগুলো মেলে ধরে। কতগুলো পোকা।

এই পোকা মা-শালিকটার বড় প্রিয়। সে রাগ ভুলে যায়। বাবা-শালিক বউয়ের ঠোঁটে তুলে দেয় ধরে আনা পোকাগুলো।

তারপর বলে, তোমার বানানো বাসাটা সত্যি সুন্দর হয়েছে।

মা-শালিক ক্লান্ত স্বরে খুশি ফুটিয়ে তুলে বলে, সত্যি সুন্দর হয়েছে!

হুঁ। খুব সুন্দর।

মা-শালিক ডিম পাড়ে। দুটো ডিম। একটু নীলচে সাদা ডিম।

তারপর সে বসে তা দিতে। তার পালকগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। রাজ্যের ওম এসে ভর করে তার শরীরে। সেই ওম সে একটু একটু করে সঞ্চারিত করে ডিম দুটোয়।

বাবা-শালিক তখন আবারও বেরোয় বাইরে। বউয়ের জন্য খাদ্য জোগাড় করতে। পিঁপড়ের ডিম আনে।

ছোট ছোট পোকা আনে।

আর আনে শস্যকণা।

মা-শালিক নিজের বাসায় ডিমের ওপরে বসে খাবার খায়। বাবা-শালিক তাকে ঠোঁটে তুলে তুলে খাওয়ায়। মা-শালিকের বড় ভালো লাগে।

বাবা-শালিক ঘরের বাইরে বসে থাকে। কেউ যেন না আসে এই বাসার আশপাশে।

কাক এসে ডিম খেয়ে ফেলতে পারে। আসতে পারে বনবিড়াল। দুষ্টু ছেলের দলও হামলা করতে পারে।

ঝড়বৃষ্টি যেন না হয়।

তারপর একদিন ডিমের খোলস ভেঙে মাথা বের করে দুটো ছানা।

যেটা আগে বেরোয়, তার নাম ওরা দেয় বড়ছা। যেটা পরে বেরোয় তার নাম ওরা দেয় ছোটছা।

বাবা-শালিক খুশিতে গান গাইতে থাকে।

আমার ঘরে এখন দুটো ছানা
তাদের আছে দুটো করে ডানা।
আমার ঘরে আসতে তোদের মানা।
ছানা দুটো খাচ্ছে এখন খানা।

ছানা দুটোকে মা-শালিক ঠোঁটে করে খাবার খাওয়ায়।

মুখের ভেতর বাছাদের খাবার ঢুকিয়ে দিতে হয়।

একটু একটু করে বড় হতে থাকে বড়ছা। একটু একটু করে বড় হতে থাকে ছোটছা।

মা-শালিক তাদের কথা বলতে শেখায়। তারা চিঁচি করে গান করে।

আমরা হলাম শালিক পাখি,
বাবলাগাছের ডালে থাকি।

ছানা দুটোর পা শক্ত হতে থাকে। ডানা শক্ত হতে থাকে। আরেকটু বড় হলেই তারা উড়তে শিখবে।

এরই মধ্যে বাবা-শালিক উড়ে চলে যায় দূর দেশে। কত দিন আর বাসার সামনে বসে বসে থাকা যায়।

মা-শালিক তো আর বাছাদের ছাড়তে পারে না। এখনো ওরা ভালো করে হাঁটতে শেখেনি। ওদের ডানায় জোর হয়নি। ওরা যে উড়তে শেখেনি।

মা-শালিক বাইরে যায়। খাদ্য কুড়োয়। তারপর সেই খাবার নিয়ে আসে। ছানা দুটোকে খাওয়ায়।

তাদের আস্তে আস্তে উড়তে শেখাতে হবে।

তাই তাদের আজ বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

বড়ছা বলে, ছোটু, আজ কিন্তু আমরা বাইরে যাব।

ছোটছা বলে, কী মজা। আমরা আজ বাইরে যাব।

বড়ছা বলে, ছোটু, আজ আমরা উড়তে শিখব।

ছোটছা বলে, বড়ু, আজ কী মজাই না হবে। আজ আমরা উড়তে শিখব।

দুই ছানার কত যে কথা। তাদের মনে কত-না খুশি।

মা ও মা, আমরা কখন বাইরে যাব। মা ও মা, আমরা কখন উড়তে শিখব।

মা বলেন, এই তো বাছা। আরেকটু পরে। রোদটা একটু উঠুক। বাতাসটা একটু কমুক। তারপর।

বড়ছাকে দুপায়ে ধরে মা-পাখি নিয়ে যায় গাছের নিচে, মাটিতে।

ছোটছা মাথা বাড়িয়ে দেখে। বড়ু তো আকাশ দেখে ফেলল। বাতাসে ভর করে একটা উড়াল দিয়ে ফেলল।

কখন আসবে তার পালা?

বড় ছানাটাকে মাটিতে রেখে মা পাখি উড়ে আসে গাছের ডালে, তার বাসায়। ছোটটাকেও ধরে নিয়ে চলে যায় মাটিতে।

দুই ছানা এখন একটু একটু করে উড়তে শিখুক। খানিকক্ষণ হাঁটলে পা দুটো শক্ত হবে। ডানা দুটো মেলে ধরে ওরা নাড়ুক। ডানা শক্ত হবে।

মা মা, আমি হাঁটতে পারছি। বড়ছা চিৎকার করে ওঠে।

বাহ্। খুব ভালো।

মা মা আমিও হাঁটতে পারছি। ছোটছাও চিৎকার করে হাসতে হাসতে বলে।

মা-পাখি পাখাতালি দিয়ে ফেলে।

এই সময় একটা কাক আসে কোত্থেকে।

আকাশে এক চক্কর দিয়ে বড়ছাটার দিকে ছোঁ মারতে দেয় এক উড়াল।

মা-শালিকের চোখ পড়ে যায় সেদিকে। তার বুক ওঠে কেঁপে।

সে ছুটে যায় বড়ছার দিকে। এক লহমায় বড়ছাকে তুলে নিয়ে সরে যায় আরেক দিকে।

তাকে বুকের নিচে আগলে রাখে।

কাকের প্রথম আক্রমণটা নিষ্ফল হয়। তখন সে নিশানা করে ছোটছাকে।

মা-শালিক সে মতলবও বুঝে ফেলে।

বড়টাকে এক পায়ে ধরে ছোটটাকে আরেক পায়ে তুলে নিয়ে আসে খানিকটা দূরে। সেখানে একটা ভাঙা হাঁড়ির নিচে দুটো ছানাকে রেখে দেয় মা-শালিক।

তারপর বাইরে এসে পাহারা দেয়। দেখি কে মারতে আসে আমার ছানা দুটোকে।

কাকটা তো ছাড়ার পাত্র নয়। এই শালিকটা তো বড় ফাজিল। আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়।

দাঁড়া আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। কা-কা করে সে চিৎকার করে ওঠে।

বড়ছা ভয়েই জড়সড়।

ছোটছা চিঁচি করে কাঁদে। মা তুমি পালাও। তোমাকে মেরে ফেলবে।

মা বলে, বাছারে, তোদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমি এই দাঁড়িয়ে আছি হাঁড়ির মুখে।

কাকটা আসে। ভীষণ তেড়ে।

মা-শালিকের মুখে ডান পায়ের নখর বসায়। বাঁ পায়ের নখর দিয়ে খামচে ধরে মা-শালিকের পিঠ।

তারপর ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে থাকে মা-শালিকের ঘাড়।

ঘাড় থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয়।

বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে ওঠে মা-শালিক।

ছোটছা বলে, বড়ু, মাকে তো ওই কাকটা মেরে ফেলল।

বড়ছা বলে, হায় হায়, মার শরীর থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

তারা দুজনে ভয়ে সেটিয়ে যায়। তারা থরথর করে কাঁপে। তারা চোখ বন্ধ করে স্রষ্টাকে ডাকে। হে প্রভু, আমাদের মাকে তুমি বাঁচাও। আমাদের মাকে তুমি রক্ষা করো।

কাকটা মা-শালিকের মাথাটা আলাদা করে ফেলে ধড় থেকে। তখন ওই ছিন্ন কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে, ছোটছা, বড়ছা, আমি চললাম। তোরা ভালো থাকিস।

মায়ের নিথর শরীর পড়ে থাকে মাটিতে। তার ছিন্ন মস্তকটাও পড়ে আছে একটু দূরে। সেই মাথায় দুটো চোখ। হলুদ ঠোঁটের একটু ওপরে চোখ দুটো তখনো খোলা।

কাকটা চলে যায়।

বড়ছা তাকিয়ে থাকে মায়ের রক্তাক্ত শরীরের দিকে।

ছোটছা তাকিয়ে থাকে মায়ের ছিন্নভিন্ন শরীরের দিকে।

তাদের রক্ত হিম হয়ে আসে। তাদের এতটুকুন বুক থরথরিয়ে কাঁপে। তারা কাঁদে।

তারা বলে, প্রভু, আমরা এখন কোথায় যাব? প্রভু। আমাদের মাকে কেন হত্যা করা হলো? প্রভু, আমাদের মাকে ফিরিয়ে দাও।

তাদের সেই করুণ রোদনে কাঁদতে থাকে গাছের পাতাও। কাঁদতে থাকে ওই গাছতলার সব পাখি পতঙ্গ প্রাণীরা।

কিন্তু সবার কান্নাও ওই মৃত মা-শালিকের নিথর শরীরটাকে একটুখানি নড়াতে পারে না।

পাখি পতঙ্গ প্রাণীরা বলাবলি করে, এই ছানা দুটোর এখন কী হবে।

আর ছানা দুটো কিছুই বলে না। তারা ভয়ে, শোকে স্তব্ধবাক হয়ে যায়। যতবার মনে পড়ে সেই কথাটা, মায়ের মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে মা বলছিল, ছোটছা ভালো থাকিস, বড়ছা ভালো থাকিস, ততবার তারা বেদনায় নীল হয়ে যায়।

(প্রিয় পাঠক, আপনাদের কি একটুখানি বেদনা হচ্ছে এই মা-শালিকের জন্য? স্কুলগামী শিশুর হাত ধরে থাকা মানুষ-মায়ের জন্যও নিশ্চয়ই আপনাদের শোক হয়ে থাকে।)

● **আনিসুল হক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।**

গুণীজন কহেন

আমার জীবনের সবচেয়ে বাজে কিছু ভুলের কয়েকটি ছিল আমার চুলের ছাঁট।

জিম মরিসন (১৯৪৩-১৯৭১)
মার্কিন সংগীতশিল্পী

সাফল্য এলে হাজার হাজার ভুলের পবর্তচূড়ায় বসে থাকে।

ব্যাংগামবিকি হাবিয়ারিমানা (১৯৭২)
আফ্রিকান লেখক

আমি সারা জীবনে বিভিন্ন ধরনের ভুল থেকে সবকিছু শিখেছি। শুধু ভুল না করা শিখতে পারছি না।

জো অ্যাবেরক্রমবি (১৯৭৪)
ব্রিটিশ লেখক

আমি আমার জন্মদিনের পোশাকে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

অ্যামান্ডা সেফ্রাইড (১৯৮৫)
মার্কিন অভিনয়শিল্পী

শব্দভেদ

১		২		৩		৪	৫
		৬					
৮	৯						
			১০			১১	১২
১৩					১৪		
১৫			১৬	১৭			
		১৮		১৯		২০	
২১						২২	

বাঁ থেকে ডানে
১. স্রোতের বিপরীত দিক। ৩. উপস্থিতি। ৬. বস্তু। ৭. পানি। ৮. রাশিচক্রের দশম রাশি। ১০. মৃতদেহ। ১১. বৃক্ষ। ১৩. পরাজিত। ১৫. প্রতিদিন। ১৬. ভাগ্য। ১৯. রাত্রি। ২১. নাজেহাল। ২২. শরম।

ওপর থেকে নিচে
১. উৎকৃষ্ট। ২. দৃষ্টান্ত। ৩. গৃহসজ্জার উপকরণ। ৪. টেকসই। ৫. তরল পদার্থ সঞ্চালনের জন্য ব্যবহৃত চোঙ। ৯. আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। ১০. শতাব্দী। ১২. কর্কশতা। ১৩. আদালত বা শাসকের হুকুমনামা। ১৪. পানিতে জন্মে এমন। ১৭. এক প্রকার ধাতু। ১৮. পাখির পাখনা। ২০. মেঘমুক্ত আকাশের রং।

তৈরি করেছেন : **মেসবাহ খান,** রাজপাট, মাগুরা।

গত সংখ্যার সমাধান

ম	হা	সা	গ	র		ঐ	ক্য
স্ত		ধা	ত	ব		কা	
ক	দ	র			প্রা	ন্তি	ক
	র	ণ	ত	রি		ক	ম
সা	জা		ব	পু			নী
স্প্র		খা	লা		স	হা	য়
তি	নি			জ	ন	ম	
ক	চু	রি	পা	না		লা	ভ

বেসিক আলী

শাহরিয়ার

আপনার রাশি

কাজী এস হোসেন

যাঁরা এই সাত দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ শুভ সংখ্যা—২ ও ৭। শুভ রত্ন—ক্যাটস আই ও মুন স্টোন। শুভ রং—সবুজ, গোলাপি ও সাদা। এবার জেনে নেওয়া যাক বারোটি রাশিতে এ সপ্তাহের পূর্বাভাস :

মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)
কর্মস্থলে এ সপ্তাহে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন। পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া পাবেন। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন।

বৃষ (২১ এপ্রিল-২১ মে)
কর্মস্থলে আপনার ওপর বসের সুনজর পড়তে পারে। ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। পেশাজীবীদের কারও কারও পসার বৃদ্ধি পেতে পারে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন।

মিথুন (২২ মে-২১ জুন)
বিদেশযাত্রায় প্রবাসী আত্মীয়ের সহায়তা পেতে পারেন। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ।

কর্কট (২২ জুন-২২ জুলাই)
কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর ব্যবসায়ে আপনাকে অংশীদার হওয়ার প্রস্তাব দিতে পারেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। পেশাগত দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে।

সিংহ (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)
কর্মস্থলে সার্বিক পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো উচিত হবে না। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন।

কন্যা (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)
এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। সৃজনশীল পেশায় আপনার সুনাম অন্যের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। পাওনা আদায়ে তৎপর হোন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে।

তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)
ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন।

বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)
বেকারদের কারও কারও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে বিদেশ থেকে সম্মাননা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

ধনু (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
ব্যবসায়িক যোগাযোগ শুভ। মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো উচিত হবে না। পরিবারের বয়স্ক কারও রোগমুক্তি ঘটতে পারে। সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রশংসিত হতে পারেন। আর্থিক লেনদেনে লাভবান হবেন।

মকর (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)
বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আপনি একজন চিত্রশিল্পী হয়ে থাকলে বিদেশেও আপনার আঁকা ছবি প্রশংসিত হতে পারে। কোনো আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে। তীর্থ ভ্রমণ শুভ।

কুম্ভ (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
ব্যবসায়িক যোগাযোগ শুভ। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ফেসবুকে কারও সঙ্গে প্রেমের সূচনা হতে পারে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
কর্মস্থলে বসের মন জুগিয়ে চলতে পারলে সপ্তাহের শেষে আপনিই লাভবান হবেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

বিনে পয়সার ‘এসি’!

গরমে অতিষ্ঠ মানুষকে একটুখানি শান্তির পরশ দিতে পারে বাতিল প্লাস্টিকের বোতল। ভাবছেন অভাবনীয়? পরিচিত হোন স্রেফ ফেলে দেওয়া বোতল কাজে লাগিয়েই ঘর ঠান্ডা রাখার পরিবেশবান্ধব এক কৌশলের সঙ্গে।

সজীব মিয়া

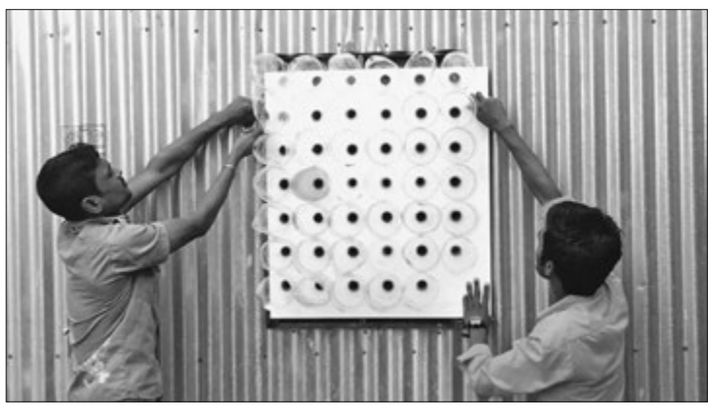

টিনের ঘরের জানালায় চলছে ইকোকুলার বসানোর কাজ। ছবি : সংগৃহীত

উদ্ভাবক আশিষ পাল

নিভৃত এক গ্রাম। মধ্যদুপুরে রোদের তাপে সবকিছু যেন খাঁ খাঁ করছে। এক মা তাঁর শিশুসন্তানকে বিছানায় ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছেন। টিনের তৈরি সে ঘর বিদ্যুৎবিহীন। তাই ক্রমাগত হাতপাখা নাড়ছেন। কিন্তু কিছুতেই যেন স্বস্তি মিলছে না। একে তো টিনের ঘর, তার ওপর জানালা দিয়ে ঢুকছে উত্তপ্ত বাতাস। কী করবেন মা?

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র? সে তো দরিদ্র মানুষের সাধ্যের বহু দূরে। গরমে অতিষ্ঠ মানুষকে একটুখানি শান্তির পরশ দিতে পারে একটা ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বোতল। ভাবছেন অভাবনীয়? স্রেফ ফেলে দেওয়া বোতলকে কাজে লাগিয়েই ঘর ঠান্ডা রাখার দুর্দান্ত এক কৌশল উদ্ভাবন করেছেন আশীষ পাল। সেই উদ্ভাবন বাস্তবে রূপায়ণ আর তার সুফল গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আশীষের সঙ্গে এককাট্টা হয়েছে বিজ্ঞাপনী সংস্থা গ্রে। সঙ্গে আছে গ্রামীণ-ইন্টেল। বাতাস শীতল করার এই যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘ইকো-কুলার’ বা পরিবেশবান্ধব কুলার। গ্রামের সাধারণ মানুষ বিদ্যুৎবিহীন এই কুলার ব্যবহার করে ঘরের তাপ কমাতে পারেন স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি। পরিবেশবান্ধব এই কুলার তৈরির উপকরণও মেলে হাতের নাগালে। এরই মধ্যে দেশের বাইরেও এই উদ্ভাবন সাড়া ফেলেছে। এই নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে।

অনুপ্রেরণার নাম হাওয়া মহল

বিজ্ঞান অন্তঃপ্রাণ মানুষ আশীষ পাল। পেশায় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপনী সংস্থা গ্রের ক্রিয়েটিভ সুপারভাইজার। এই বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের মাথাতেই প্রথম বাসা বাঁধে ‘ইকো-কুলার’ তৈরির আইডিয়া! কীভাবে এল এই উদ্ভাবনী চিন্তা? জানতে যোগাযোগ করেছিলাম উদ্ভাবক আশীষ পালের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন ‘কয়েক বছর আগে ভারতের রাজস্থানের এক হাওয়া মহলে ঘুরতে গিয়েছিলাম। সে মহলের একটি ব্যাপার আমাকে খুব ভাবিয়েছে, মহলের ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাস ঢুকে কীভাবে ভেতরটা ঠান্ডা হয়। সে সময় কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। তবে তখন থেকেই বিষয়টি মাথায় ঘুরতে থাকে।’

প্রতিদিনের ব্যস্ততায় দিন কাটে। বিষয়টি নিয়ে আর বেশি দূর এগোনো হয় না আশীষ পালের। তবে একদিনের এক ছোট ঘটনা এনে দেয় আলোর সন্ধান। কী সে ঘটনা? ‘একদিন বাসায় আমার মেয়েকে পদার্থবিজ্ঞান পড়াচ্ছিলেন এক শিক্ষক। চাপের ফলে গ্যাস কীভাবে শীতল হয় এই বিষয় নিয়েই তিনি কথা বলছিলেন। বিষয়টি আমাকে দারুণ উৎসাহী করে তোলে। এত দিন ধরে যে বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম তার অনেকটা উত্তর আমি পেয়ে যাই।’ বলছিলেন আশীষ।

আশীষ তাঁর ভাবনার কথা বলেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের সঙ্গে। এ জন্য অফিসেই বানানো হয় টিনের তৈরি ঘরের কাঠামো। তারপর পরীক্ষা চালানো হলো কতটা কার্যকর। এই উদ্ভাবনীকাজে আগ্রহ নিয়ে যুক্ত হোন আশীষ পালের সহকর্মী ও গ্রের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর মোহাম্মদ জাইয়ানুল হক। তারপর তাঁরা রাজধানীর নিকেতন হাউজিং সোসাইটির একটি বাসার ছাদেও উদ্ভাবনের নানা দিক নিয়ে কাজ করছেন। বেশ সাফল্য পেলেন তাঁরা। সে সাফল্যের সূত্র ধরেই তাঁরা ‘ইকো-কুলার’ প্রকল্পের পথে এগোলেন। ‘ইকো-কুলার’ প্রকল্পের শুরুর গল্প বাকিটা শুনতেই আমরা হাজির হয়েছিলাম ঢাকায় এই শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র উদ্ভাবন-প্রক্রিয়ার সূতিকাগার গ্রের কার্যালয়ে।

‘আমাদের দেশ বন্যাপ্রবণ, যে কারণে গ্রামের অধিকাংশ ঘর তৈরিতে মাটির বদলে টিন ব্যবহার করা হয়। গ্রামের প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ এই টিনের ঘরেই বসবাস করেন। কিন্তু সমস্যা হলো এই টিনের ঘরগুলো গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বাড়ির পুরুষ মানুষ ঘরের বাইরে গাছের তলায় বসতে পারে। কিন্তু নারীদের গরম সহ্য করে ঘরেই থাকতে হয়। এই বিষয়গুলো চিন্তা করেই আশীষ পালসহ আমরা দলগতভাবে সহজে কুলার তৈরি করার কাজ শুরু করি।’ তাদের দলীয় ভাবনার শুরুর কথা বলছিলেন মোহাম্মদ জাইয়ানুল হক।

গ্রের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গাউসুল আলম শাওন সঙ্গে যোগ করলেন, ‘আশীষের ভাবনাটা খুব চমকপ্রদ মনে হয়েছে আমার কাছে। কী সহজ একটি বিষয় অথচ কতটা বিজ্ঞাননির্ভর।’ কিন্তু গ্রে তো একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা মূলত? তারা কীভাবে যুক্ত হলো এ ধরনের উদ্ভাবনের সঙ্গে? তার ব্যাখ্যা শাওন দিলেন এভাবে।

‘নিয়মিত কাজের বাইরে প্রতিবছরই নতুন কোনো উদ্ভাবন নিয়ে মাঠে নামি আমরা। এই ইকো-কুলারকে উদ্ভাবন হিসেবে মানোন্নয়নের কাজ শুরু করা হয় গত বছরের শুরুর দিকে। এর কোনো প্যাটেন্ট আমরা করিনি। আমরা চেয়েছি সাধারণ মানুষ যাতে সহজে এটি বানিয়ে নিতে পারে।’

যেভাবে কাজ করে ইকো-কুলার

আপনি চাইলে ইকো-কুলারের শীতলীকরণ কাজটি নিজেই প্রমাণ করতে পারেন। কীভাবে করবেন? মুখের সামনে হাত মেলে ধরুন, তারপর মুখ হা করে জোরে শ্বাস ছাড়ুন। গরম বাতাসের অনুভূতি পাবেন হাতে। এবার একই কায়দায় মুখের সামনে হাত রাখুন, তবে হা না করে শ্বাস ছাড়ুন ঠোঁট সরু করে। এবার কিন্তু বাতাসের অনুভূতি পাবেন আগের চেয়ে ঠান্ডা। অর্থাৎ মুখ হা করে শ্বাস ছাড়ার পর বাতাসে যতটা গরম অনুভূত হয়েছে তার চেয়ে ঢের কম গরম বোধ হবে ঠোঁট সরু করে শ্বাস ছাড়লে। ঠিক এই সহজ বিষয়টিই ব্যবহার করা হয়েছে ইকো-কুলার তৈরিতে। এর ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় যদি তাপমাত্রা থাকে ৩০ ডিগ্রি। তাহলে ইকো-কুলারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঘরে যে বাতাস ঘরের ভেতরে ঢুকবে তার তাপমাত্রা নেমে আসতে পারে ২৫ ডিগ্রি পর্যন্ত। উদ্ভাবক আশীষ পাল বলছিলেন, ‘বিদ্যুৎনির্ভর শীতাপর্য়িন্ত্রণ যন্ত্রের মতো এটি দ্রুত বা সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমাবে না। তবে ৫ ডিগ্রি তাপমাত্রাও যদি আমরা কমাতে পারি গরমে অতিষ্ঠ মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য সেটিও কম কথা নয়।’

মানুষের কাছে

এই প্রযুক্তি গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরীক্ষামূলক কাজ শুরু হয় ২০১৫ সালের মার্চ মাসে। আশীষ পালসহ ১৫ জনের একটি দল নীলফামারী জেলার একটি গ্রামে যায়। এবার গ্রের সঙ্গে যুক্ত হয় গ্রামীণ-ইন্টেল। মোহাম্মদ জাইয়ানুল হক বলছিলেন, ‘আমরা এই উদ্ভাবনের সুবিধে মানুষের কাছ পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাই। তবে প্রথম প্রস্তাবেই সাড়া মেলে গ্রামীণ-ইন্টেলের কাছ থেকে। তারা নিজেরাও এমন প্রকল্পই খোঁজ করছিল। এককথায়, গ্রামীণ-ইন্টেল লুফে নিয়েছিল প্রকল্পটি।’ তারপর দুই প্রতিষ্ঠান মিলে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়ায় পদ্মার একটি গ্রাম বেছে নেওয়া হয়। এখন সেই গ্রামের বিভিন্ন ঘরে চলছে যন্ত্রটি বসানোর কাজ। নীলফামারী জেলার ডুমর উপজেলার বড়গাছা গ্রামের পীযূষ কুমার রায় বলেন, ‘আমি কয়েক মাস ধরে ইকো-কুলার ব্যবহার করছি। বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে ঘর বেশ ঠান্ডা রাখে এই যন্ত্র।’

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে

ফরাসি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ‘ফ্রান্স ২৪’। এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে ফরাসি, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় প্রচারিত তিনটি টেলিভিশন চ্যানেল। টেলিভিশন সম্প্রচারের পাশাপাশি তিন ভাষাতেই রয়েছে তাদের অনলাইন সংস্করণ। সেখানে বিশ্বের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশের ওয়েবসাইট ‘অবজার্ভার’। ২ জুন তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ হয়েছে প্লাস্টিক বোতল ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব কুলার উদ্ভাবনের খবর। শুধু ফরাসি এই সংবাদমাধ্যমেই নয়, ইকো-কুলার বানানোর পদ্ধতি নিয়ে তৈরি করা ভিডিও ফেসবুক, ইউটিউব আর ইকো-কুলারের ওয়েবসাইটের (http ://www. eco-cooler. com/) মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। এ পর্যন্ত এই ভিডিওটি দেখা হয়েছে আট লাখের বেশিবার।

গাউসুল আলম শাওন বলছিলেন, ‘এরই মধ্যে কেনিয়াসহ কয়েকটি দেশ এই প্রযুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। এই প্রযুক্তির আসল মজাটা হচ্ছে এটি স্রেফ একবার দেখিয়ে দিলেই যে কারও পক্ষে রপ্ত করা সম্ভব। আমরা প্রযুক্তিটা দেখিয়ে দিয়েছি।

জোছনা ও জননীর গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) জয় করেছিলেন লাখো পাঠকের মন। প্রবাসী পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় একটি উপন্যাস

পর্ব : ১৫

নাইমুলের সঙ্গে বরযাত্রী মাত্র দুজন। তার দূরসম্পর্কের চাচা হাফিজুদ্দিন এবং তার ফুপা হামিদুল ইসলাম। এরা দু'জনই থাকেন নারায়ণগঞ্জে। কাজি সাহেব বিয়ে পড়ানো শেষ করতেই দু'জনই অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন চলে যাবার জন্যে। লক্ষণ খারাপ। শেখ সাহেবের ভাষণ রেডিওতে প্রচার করে নাই। ভাষণের বদলে অন্য কোনো অনুষ্ঠানও নাই। রেডিও নীরব। মিলিটারিরা হয়তো রেডিও স্টেশনের দখল নিয়ে নিয়েছে। এখন হয়তো রাস্তাঘাটের দখল নিবে। যত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছানো যায় ততই ভালো।

মুসলেম উদ্দিনও চলে যেতে চাচ্ছেন। ঝামেলার সম্ভাবনা যেহেতু আছে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই তো ভালো। তিনি যাবেন যাত্রাবাড়ী। নরায়ণগঞ্জ যাবার পথেই যাত্রাবাড়ী পড়বে। একসঙ্গে চলে যাওয়া যায়। এখন সময় এমন যে চলে যাওয়াই ভালো। মুসলেম উদ্দিন বললেন, ঘণ্টা খানিক অপেক্ষা করলে খানা দিয়ে দেওয়া যাবে। মরিয়মের মা একা মানুষ, সব সামাল দিতে পারছে না। আমি খবর নিয়েছি পোলাও চুলায় বসানো হয়েছে। (কথা সত্যি নয়। পোলাও-এর চাল আনতে দোকানে লোক গেছে। আগে যে কালিজিরা চাল আনা হয়েছিল, সে চাল থেকে পচা গন্ধ বের হচ্ছে।)

হাফিজুদ্দিন বললেন, সম্পর্ক যখন হয়েছে অনেক খাওয়া ইনশাল্লাহ হবে। আজ বিদায় দিয়ে দেন। মেয়ের বাবাকে ডাকেন, উনার কাছ থেকে বিদায় নিই।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, আমার ভাগ্নে তো কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। অফিসের ডাক পড়েছে। বুঝেন না— ডাক পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে হয়। বড়ই কঠিন চাকরি।

হামিদুল ইসলাম গম্ভীর গলায় বললেন, বেয়াই সাহেব তো আমাদের কাছ থেকে বিদায়ও নিলেন না। অবশ্য আমরা তুচ্ছ মানুষ। আমরা কোনো কঠিন চাকরি করি না। দুই পয়সার ব্যবসায়ী।

মুসলেম উদ্দিনকে অবস্থা সামলাবার জন্যে হড়বড় করে অনেক কথা বলতে হলো। তাতে তেমন লাভ হলো না। দু'জনই এমন ভাব করতে থাকেন যেন তাদের বিরাট অপমান করা হয়েছে। অপমান যেহেতু করা হয়েছে সেহেতু না খেয়ে উঠে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

মোবারক হোসেন ঘরেই আছেন। তিনি কিছুক্ষণ আগে মুসলেম উদ্দিনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছেন—বিয়ে তো হয়েছে, এখন আর ঘটর ঘটর আমার ভালো লাগছে না। এদের বিদায় করেন।

ছেলেকেও চলে যেতে বলেন। পরে একটা তারিখ করে তারা বউ উঠিয়ে নিবে।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, না খাইয়ে তো বিদায় করতে পারি না।

খাওয়ান। আমাকে আর এর মধ্যে ডাকবেন না। আমি আর আসব না। আমার নিজের শরীর ভালো না।

ইয়াহিয়ারও এসেছে জ্বর। অসুখ-বিসুখের মধ্যে বিয়ের যন্ত্রণা অসহ্য লাগছে।

বরযাত্রী দুজনই চলে গেছেন, মুসলেম উদ্দিনও তাদের সঙ্গে গেছেন। কাজি সাহেব আগেই গেছেন। তাঁর নাকি আজ আরেকটা বিয়ে পড়াতে হবে। নাইমুল বসার ঘরে একা বসে আছে। কিছুক্ষণ মাফরুহা ছিল। এখন সেও চলে গেছে। তার দায়িত্ব পড়েছে বাবার মাথার চুল টেনে দেবার। কাজটা সে করছে খুব ভয়ে ভয়ে। একটু জোরে টান লাগলে সে ধমক খাবে, আবার আস্তে টানলেও ধমক খাবে।

মেজ বোন মাসুমা রান্নাঘরে। আজকের রান্নাবান্না সেই করছে। সাফিয়া ইয়াহিয়াকে কোলে নিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় আছেন। মাঝে-মাঝে রান্নাঘরে ঢুকে মাসুমাকে কী করতে হবে তা বলে দিচ্ছেন। প্রবল জ্বর আসার কারণে ইয়াহিয়া খুবই কান্নাকাটি করছে। মা'র কোল থেকে একেবারেই নামতে চাচ্ছে না।

মাসুমা বলল, মা, তোমার রান্নাঘরে আসার দরকার নাই। আমি পারব। তুমি বাবুর মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করো।

পানি ঢালব?

জ্বর এত বেশি, পানি ঢালবে না?

তোর বাবা যদি আবার রাগ করে!

আরেকবার জ্বরের সময় পানি দিয়েছিলাম, তোর বাবা খুব রাগ করেছিল। এতে নাকি ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়।

বাবা যাতে জানতে না পারে সেইভাবে পানি ঢাল।

তুই একটু সরে বোস না মা। কাপড়ে আগুন লেগে যাবে তো।

মাসুমা সরে বসল। তার হঠাৎ মনে হলো, তাদের এই সৎমা আসল মায়ের চেয়েও ভালো হয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা তিন বোন খুব বড় ধরনের কোনো পুণ্য করেছে, যে কারণে আল্লাহ তাদের উপহার হিসেবে এমন একজন মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মা।

হুঁ।

দুলাভাই কি একা বসে আছেন?

হুঁ। এতক্ষণ মাফরুহা ছিল। এখন সে একা।

আহা বেচারা, বিয়ে করতে এসে কেউ এতক্ষণ একা একা বসে থাকে না। মা, এক কাজ করো, বুবুকে পাঠিয়ে দাও। বুবু গল্প করুক।

তোর বাবা যদি রাগ করে?

বুবুর সঙ্গে বেচারার ভাব হবে না?

রান্না হোক, তখন খাবার দিয়ে মরিয়মকে পাঠাব। তাহলে তোর বাবা কিছু বলতে পারবে না।

দুলাভাই দেখতে রাজপুত্রের মতো, তাই না মা?

হুঁ। মরিয়মের খুব পছন্দ হবে।

বুবুর কথা বাদ দাও মা। রাস্তা থেকে কাল্লু গুণ্ডাকে ধরে এনে যদি বুবুর বিয়ে দাও, বুবু তাকেও অন্তর দিয়ে ভালোবাসবে। মুগ্ধ গলায় বলবে, আমি সারা জীবন এ রকম একজন গুণ্ডাই চেয়েছিলাম। ঠিক বলেছি না মা?

মনে হয় ঠিকই বলেছিস।

আমি কিন্তু বুবুর মতো না। আমার পছন্দ অনেক কঠিন।

একেক বোন একেক রকম হবি—এটাই তো স্বাভাবিক।

আর এ রকম আধখেচড়া বিয়েও আমি করব না। আমার বেনারসি শাড়ি লাগবে। গা ভর্তি গয়না লাগবে। হুটহাটের বিয়ের মধ্যে আমি নাই।

চুলার আগুন কমিয়ে দে। আগুন বেশি।

মাসুমা চুলার আগুন কমাতে কমাতে বলল, আচ্ছা মা, বাবা আমাদের তিন বোনকে

অলংকরণ : মাসুক হেলাল

সহ্যই করতে পারে না। কেন বলো তো?

সহ্য করতে পারবে না কেন! তোদের জন্যে উনার খুব দরদ। মানুষটা অন্য রকম তো, প্রকাশ পায় না।

খুব দরদ থাকলে কি আর...

মাসুমা কথা শেষ করতে পারল না। বাবু আবারও হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে শুরু করেছে। সাফিয়া তাকে বাথরুমে নিয়ে গেলেন। চুপিচুপি তার মাথায় পানি ঢালবেন।

রাত দশটা বাজে।

নাইমুলকে খেতে দেয়া হয়েছে। খাবার নিয়ে ঢুকেছে মরিয়ম। তার হাত কাঁপছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি হাত ফসকে কোরমার বাটিটা মেঝেতে পড়ে যাবে।

নাইমুল তার দিকে তাকিয়ে বলল, মরিয়ম, কেমন আছ?

মরিয়মের শরীরে ঝিম ধরে গেল। এত সুন্দর গলার স্বর! আর কী আদর করেই না মানুষটা জিজ্ঞেস করেছে— 'মরিয়ম কেমন আছ?' মরিয়মের খুব ইচ্ছা করছে বলে, 'আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ? প্রথম থেকেই তুমি করে বলা। একবার আপনি শুরু করলে তুমিতে আসতে কষ্ট হয়। তার এক বান্ধবী, নাম জসি, বিয়ের পরে প্রথম প্রথম স্বামীকে আপনি বলতে শুরু করেছিল। এখন আর তুমি বলতে পারছে না। এই ভুল মরিয়ম করতে রাজি না। সে শুরু থেকেই তুমি বলবে।

কিন্তু কথা বলবে কী, মরিয়মের গলা দিয়ে কোনো শব্দই বের হচ্ছে না। গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে আছে। নাইমুল বলল, তোমার নামটা এমন যে ছোট করে ডাকব সে উপায় নেই। ছোট করে ডাকলে তোমাকে ডাকতে হয় মরি। সেটা নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে না।

মরিয়ম মনে মনে বলল, যা ইচ্ছা তুমি আমাকে ডাক। তুমি যাই ডাকবে আমার ভালো লাগবে।

নাইমুল বলল, খাবার তুলে দিতে হবে না। আমি নিয়ে নিচ্ছি। তুমি চুপ করে বসো। তোমাকে খুব জরুরি কিছু কথা বলা দরকার। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছ কেন? আমার দিকে তাকিয়ে কথা শোনো। জরুরি কথা শুনতে হলে চোখের উপর চোখ রাখতে হয়।

মরিয়ম চোখের উপর চোখ কীভাবে রাখবে? তার কেমন জানি লাগছে।

মানুষটার কোনো কথাই এখন তার কানে ঢুকছে না।

মরিয়ম শোনো, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে একটা লোভী মানুষ ভাবছ। কারণ তোমার বাবার কাছ থেকে আমি এগারো হাজার টাকা নিয়েছি। আমার কিছু ঋণ আছে যে ঋণ শোধ না করলেই না। তিন হাজার টাকা ঋণ। আর বাকি টাকাটা আমি নিয়েছি আমেরিকার টিকিট কেনার জন্যে। আমি একটা টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপ পেয়েছি। স্টেট ইউনিভার্সিটি অব মোরহেড। নর্থ ডেকোটা। ওরা আমাকে মাসে চার শ ডলার করে দেবে। তবে আমেরিকার যাবার টিকিটের টাকা দেবে না। টাকাটা এইভাবেই আমার জোগাড় করতে হয়েছে। কবে যাবেন?

কথাটা বলেই মরিয়মের ইচ্ছা করল নিজের গালে সে একটা চড় মারে। সে তো জসির মতোই আপনি শুরু করেছে।

নাইমুল বলল, আমার স্টুডেন্ট ভিসা হয়ে গেছে। এখন আমি যেকোনো দিন যেতে পারি। আমি ব্যাপারটা কাউকে বলিনি, কারণ আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে আমার ভালো লাগে না। মরিয়ম শোনো, আমি অবশ্যই আমেরিকায় পৌঁছেই তোমার বাবার টাকাটা ফেরত পাঠাব। তোমাকে কথাটা বললাম যাতে তোমার মন থেকে মুছে যায় যে আমি একটা খারাপ মানুষ।

মানুষটা কথা বলা বন্ধ করে এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য সময় যেকোনো পুরুষমানুষ তার দিকে তাকালে গা ঘিনঘিন করত। এখন এত ভালো লাগছে! ইশ্, তার গায়ের রঙটা যদি আরেকটু ফরসা হতো!

মরিয়ম!

জি।

রান্না খুব ভালো হয়েছে, আমি খুব আরাম করে খেয়েছি। কে রেঁধেছেন, তোমার মা?

জি।

আমি এখন চলে যাব। রাত অনেক হয়ে গেছে।

মরিয়ম নাইমুলকে চমকে দিয়ে হঠাৎ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। যেন ভয়ঙ্কর জরুরি কোনো কাজ তাকে এই মুহূর্তেই করতে হবে।

সাফিয়া বারান্দায় বসে ছিলেন। বাবুকে মাসুমার কোলে দিয়ে এসেছেন। সারা দিন খুব ধকল গেছে। তার নিজের শরীর এখন প্রায় নেতিয়ে পড়েছে। সাফিয়াকে চমকে দিয়ে মরিয়ম ঝড়ের মতো বারান্দায় এসে উপস্থিত হয়ে চাপা গলায় বলল, মা, আমি উনাকে এত রাতে একা ছেড়ে দেব না। কোনো মতেই না।

মরিয়ম এসেছে যেমন ঝড়ের মতো কথাবার্তাও বলছে ঝড়ের মতো। সাফিয়া বুঝতেই পারছেন না প্রসঙ্গটা কী? মরিয়ম বলল, মা, বাবাকে বলে ব্যবস্থা করো যেন উনি এখানে থাকতে পারেন। আমি অবশ্যই উনাকে একা ছাড়ব না। উনি যদি চলে যান, আমিও উনার সঙ্গে যাব।

এতক্ষণে সাফিয়া বুঝলেন এবং হেসে ফেললেন।

মরিয়ম কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি হাসছ কেন মা? আমি হাসির কোনো কথা বলিনি। তুমি ব্যবস্থা করো। কীভাবে ব্যবস্থা করবে আমি জানি না।

সাফিয়া কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। মোবারক হোসেন মেয়েজামাইকে বিদেয় দিয়ে বারান্দায় এসে দেখলেন, বড় মেয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন? জামাই পছন্দ হয় নাই? আমি যা পেরেছি ব্যবস্থা করেছি। চোখ মুছ।

মরিয়ম চোখ মুছল।

যা ঘুমাতে যা। খবরদার চোখে যেন আর পানি না দেখি।

মরিয়ম চোখ মুছে তার ঘরের দিকে রওনা হলো।

মোবারক হোসেন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। জোহর সাহেব এখানে কেন? শেখ সাহেবের বাড়িতে এই সকালে তিনি কেন? এখনো ভালোমতো সকাল হয়নি। ঘড়িতে বাজছে ছ'টা পাঁচ। ফজরের নামাজ যারা পড়ে, তারা ছাড়া এত ভোরে কেউ ওঠে না। নাকি তিনি ভুল দেখছেন? এই ব্যক্তি জোহর না। এ অন্য কেউ। চেহারায় মিল আছে। সমিল চেহারার মানুষ প্রায়ই পাওয়া যায়। মোবারক হোসেন যতবার জোহর সাহেবকে দেখেছেন ততবার তাঁর মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি দেখেছেন। এই লোকের মুখ ক্লিন শেভড। তা ছাড়া জোহর সাহেবের হাতে অবশ্যই জ্বলন্ত সিগারেট থাকত। এই লোকের হাতে সিগারেট নেই। পাতলা ঘিয়া রঙের চাদরে তার শরীর ঢাকা। তার দুটো হাতই চাদরের নিচে। উনি নিশ্চয়ই চাদরের নিচে সিগারেট ধরাননি। ঘটনা কী? এই গরমে চাদর গায়ে উনি কেন এসেছেন?

এই ভোরবেলাতে শেখ সাহেবের বাড়িতে অনেক লোকজন। টঙ্গি থেকে শ্রমিকদের একটা দল এসেছে মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে। তারা ফজরের ওয়াক্তের আগে এসে 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা' বলে প্রচণ্ড স্লোগান শুরু করেছিল। মনে হয় তারা তাদের গলার সমস্ত জোর সঞ্চয় করে রেখেছে শেখ সাহেবের বাড়িতে একটা হুলুস্থুল করার জন্যে। স্লোগান শুনে ভয় পেয়ে কাকের দল উড়াউড়ি শুরু করল। মোবারক হোসেন তাদের দলপতির কাছে গিয়ে বললেন, শেখ সাহেব নামাজ পড়ছেন। এখন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

দলপতি (তার অত্যন্ত বলশালী চেহারা। মুখভর্তি পান। গলায় সোনার চেইন) রাগী গলায় বললেন, আপনি কে?

মোবারক হোসেন বললেন, আমি কেউ না। 'আমি কেউ না' বলাতে একটা রহস্য আছে। বলার ভঙ্গি সামান্য পরিবর্তন করে 'আমি কেউ না' বলেও বুঝিয়ে দেয়া যায়—আমি অনেক কিছু। মোবারক হোসেন সেটা বুঝিয়ে দিলেন।

দলপতি পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, আমি টঙ্গি শ্রমিক লীগের সভাপতি। আমার নাম ইসমাইল মিয়া। শেখ সাহেব আমারে চিনেন। আমার বাড়িতে একবার খানা খেয়েছেন।

মোবারক হোসেন বললেন, শুনে খুশি হলাম।

ইসমাইল মিয়া গলা সামান্য নিচু করে বললেন, টিফিনের কোনো ব্যবস্থা আছে? আমরা কেউ নাশতা করি নাই।

শেখ সাব নিচে নামবেন কখন?

সেটা তো ভাই উনি জানেন।

আপনি এখানকার কে? কোন দায়িত্বে আছেন?

আমি কোনো দায়িত্বে নাই। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি—আমি কেউ না।

জোহরকে দেখা যাচ্ছে এই দলটির আশপাশে ঘুরঘুর করতে। সে দু'বার তাকাল মোবারক হোসেনের দিকে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে মোবারক হোসেনকে চিনতে পারছে। তাহলে এমন কি হতে পারে যে এই লোক জোহর না? তার মতো চেহারার অন্য কেউ?

ক্রমশ

ভোট দেওয়ার নতুন পদ্ধতি

৪ জুন শেষ হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। ছয় ধাপে নেওয়া এই ভোটে প্রাণ গেছে ১০৮ জনের! ভোট মানেই যেন সহিংসতা। তাই এই ভোট দেওয়া আর নেওয়া নিয়ে শেখা যাক কিছু নতুন কৌশল, যা মানলে সহিংসতা হবে না। লেখা : **ফরহাদ কাজী** ● আঁকা : **শিখা**

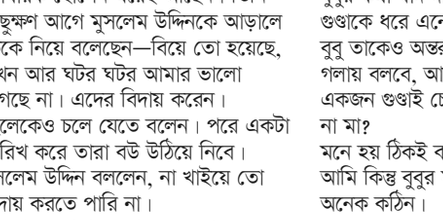

ভোটের আয়োজন হতে পারে মাঝ নদীতে। প্রতিবার শুধু একজন ভোটার নৌকায় করে ভোট দিতে পারবে। তার বেশি হলে ঝপাস, একেবারে পানিতে!

ভোট দিলেই প্রার্থী তার নিজ সম্পত্তি থেকে কিছু অংশ ভোটারকে দিয়ে দেবে। কে কত বেশি দয়ালু, তার প্রমাণও পাওয়া যাবে ভোটের মাধ্যমেই।

ভোটকেন্দ্র হবে প্রার্থীদের বাড়িতে। নিজের বাড়িতে কে কেমন জ্বালাও-পোড়াও করতে পারে, সেটারও একটা কম্পিটিশন হয়ে যাবে আর কি!

ব্যালট পেপারে সিল মারার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা যায়। এ ক্ষেত্রে সিল মারতে হবে প্রার্থীর গায়ে। কারচুপি করতে চাইলেও উপায় থাকবে না। কারণ, দলীয় কর্মীরা একসঙ্গে একাধিক সিল মারতে এলে বারোটা বেজে যাবে!

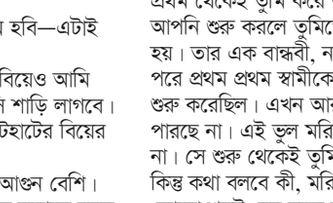

ব্যালট বাক্সের ভেতরে পিন দাগিয়ে দেওয়া যায়। ভোট দিলেই একটা করে পিনের গুঁতো। কে কয়টা ভোট দিতে পারে, সেটাই তখন দেখার বিষয় হয়ে উঠবে।

সিল হাতে নিলেই বৈদ্যুতিক শক লাগার সিস্টেম করে দেওয়া যায়। ভোটের পরিমাণ কম হলেও প্রার্থীর প্রতি ভালোবাসা ঠিকই বোঝা যাবে।

আঙুলের ছাপের বহুমুখী ব্যবহার

আঙুলের ছাপ, জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি—এসব ছাড়া শুধু টাকা দিয়েই মাগুরায় মিলছে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত সিম (সূত্র : *প্রথম আলো*, ৯ জুন ২০১৬)। এই খবরে নিশ্চয়ই বেজায় চটেছেন অনেকেই। তবে আঙুলের ছাপ দিয়ে শুধু সিম রেজিস্ট্রেশন না করে আর কোন কোন উপায়ে সেটা কাজে লাগানো যায়, দেশ ও জাতির কল্যাণে সেই মহৎ চিন্তা করেছেন **আসফিদুল হক**

মহান চিত্রকর্ম তৈরিতে

ছোটবেলা থেকেই হয়তো আপনার শখ একজন মহান চিত্রশিল্পী হওয়ার। কিন্তু দেখা গেছে, প্র্যাকটিক্যাল খাতায় আঁকা আপনার 'অসাধারণ' ব্যাঙের ছবির সঙ্গে ক্লাসটিচার আপনার চেহারার মিল খুঁজে পেতেন। এ কারণে চিত্রশিল্পী হওয়ার বাসনা মনের মধ্যে চেপে রেখে আপনি হয়তো রড-সিমেন্ট বা পাথরের ব্যবসায় নেমে গেছেন। কিন্তু পাথরের ব্যবসা করলেও আপনার মনের শিল্পীসত্তা অমাবস্যা-পূর্ণিমায় নিয়মিত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আপনাদের মতো সুপ্ত প্রতিভাবানদের জন্যই আঙুলের ছাপ হতে পারে একটি সুবর্ণ সুযোগ। সিম কার্ড বিক্রি করে এমন দোকানগুলো থেকে প্রচুর আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করুন। তারপর সেগুলো ছবি আকার ইজেলের ওপর এলোপাতাড়িভাবে বসিয়ে দিন। বসানোর পর ইজেলের ওপর মনের মাধুরী মিশিয়ে রং মেশান। ব্যস, এরপর ছবিগুলো নিয়ে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে ফেলুন। দেখবেন, একেক মানুষ একেকভাবে ব্যাখ্যা করছে আপনার চিত্রকর্মগুলো। এমনকি ছোটবেলায় ব্যাঙের সঙ্গে আপনার চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া সেই স্যারও আপনার চিত্রকর্মের দারুণ প্রশংসা করবেন।

আর এভাবেই বায়োমেট্রিক আঙুলের ছাপের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি হয়ে উঠবেন একজন কালজয়ী 'বায়োমেট্রিক' চিত্রশিল্পী।

ছেলে স্মার্ট, তবে...

লেখা : **মাহফুজ রহমান**

আঁকা : **জুনায়েদ আজীম চৌধুরী**

ছেলের বয়স যখন ৪ মাস

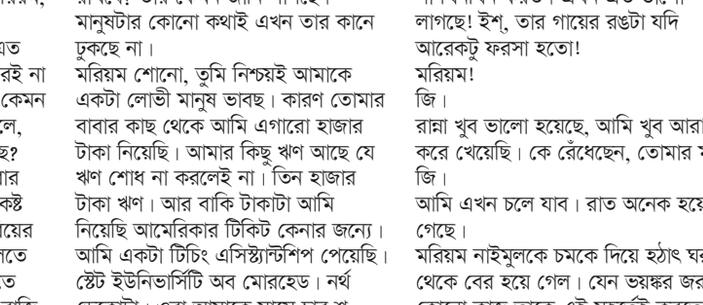

ছেলের বয়স যখন ৬ বছর

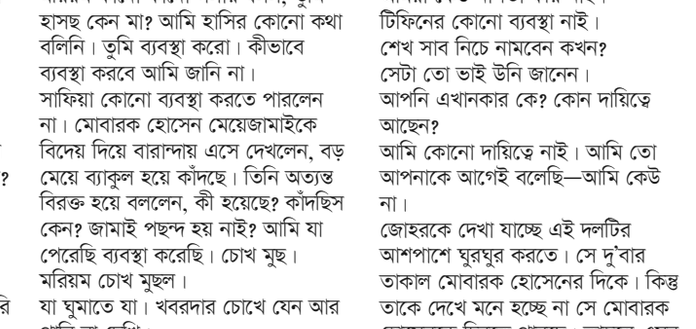

ছেলের বয়স যখন ১৪ বছর

ছেলের বয়স যখন ২০ বছর

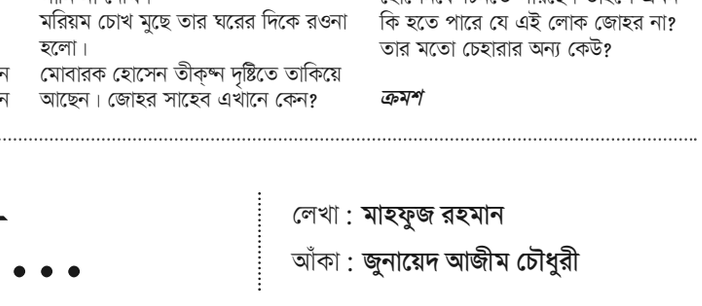

ছেলের বয়স যখন ২৮ বছর

ছেলের বয়স যখন ৩৫ বছর

হালকা নাশতা পরিবেশন করছেন রিচি সোলায়মান। ছবি : প্রথম আলো

তারকা রান্না

রিচির হাতে ভিন্ন স্বাদে

মনজুর কাদের

নিউইয়র্কের পুলিশ বিভাগে কর্মরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রাশেক মালিকের সঙ্গে আট বছরের সংসারজীবন অভিনয়শিল্পী রিচি সোলায়মানের। তাঁদের সংসারে আছে ছয় বছর বয়সী ছেলে রায়ান রিদোয়ান। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সবার সঙ্গে ঈদ উদ্‌যাপন করতে রিচি ২ জুলাই নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বেন। এর আগ পর্যন্ত ঈদের নাটকের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। এরই ফাঁকে ৮ জুন দুপুরে রিচি তাঁর হেঁশেল থেকে দুটি নাশতার রেসিপি দিয়েছেন নকশার পাঠকদের জন্য।

ছোটবেলায় ঈদের সময় মায়ের হাতের রান্না করা প্রিয় খাবারের কথা বলছিলেন রিচি। বললেন, 'ঈদের সময় মায়ের হাতের ডিমের হালুয়া, ডিমের পুডিং ও জর্দা-সেমাই খুবই পছন্দ ছিল। এখনো এসব খাবারের স্বাদ ভুলতে পারি না।'

রিচি এখন নিজেই মা হয়েছেন। তাঁর ছেলেরও আছে পছন্দের খাবার। ঈদের সময় অন্য অনেক পদ রান্না করার আগে ছেলের পছন্দ নিয়ে থাকে তাঁর যত ভাবনা। রিচির বানানো প্লেন পরোটা রায়ানের খুবই পছন্দ। রিচি বললেন, 'বিয়ের পর দুটি ঈদ ছাড়া বাকি সময়টা আমি নিউইয়র্কে কাটিয়েছি। সেখানে আমাদের পরিবার ছাড়াও আছে অনেক আত্মীয়স্বজন। নিউইয়র্কে আমরা যেখানে থাকি সেখান থেকে ঈদগাহ খুবই কাছে। তাই পরিচিতজনেরা ঈদগাহে নামাজ শেষে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসেন। ঈদের দিনদুপুরে তো আমাদের নিউইয়র্কের বাসায় ৭০ -৮০ জন অতিথি হয়ে যায়। একটা আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হয়। বাসায় আসা এসব অতিথিকে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াই।'

এত অতিথিকে কীভাবে সামলান? রিচি বলেন, 'আগের দিন থেকে বাসায় রান্নার আয়োজন শুরু হয়। আমি নিজে রান্না করতে খুব ভালোবাসি। গত কয়েক বছরের ঈদে প্রায়ই যে কটি পদ রান্না করেছি সেসব হচ্ছে গরুর মাংস, খাসির মাংস, কাবাব ও চিকেন ঝাল ফ্রাই। এ ছাড়া কেক, হালুয়া আর পায়েসও বানাই। আর ছেলের জন্য তো পরোটা থাকছেই।' প্রতি ঈদে রিচি চেষ্টা করেন একটি নতুন পদ রাঁধতে।

চিজি পাস্তা

উপকরণ : পাস্তা ২৫০ গ্রাম, হাড় ছাড়া মুরগির বুকের মাংস ১ কাপ (সেদ্ধ করা), টমেটো দেড় কাপ, তেল ১ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, মোজারেলা চিজ ১ কাপ ও চিনি আধা চামচ।

প্রণালি : পাস্তা লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে পানি ছেঁকে নিন। একটা ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে অল্প নেড়ে একে একে মাংস, টমেটো পিউরি, চিনি, অল্প লবণ দিয়ে নাড়ুন ২ মিনিট। এবার সেদ্ধ পাস্তা আর কিউব টমেটো দিয়ে আরও ১ মিনিট নাড়ুন। এবার বেকিং ডিশে পাস্তা ঢেলে তার ওপর চিজ, পাপরিকা মরিচ আর গোলমরিচ গুঁড়া ছিটিয়ে ২০০ ডিগ্রি তে প্রি-হিটেড ওভেনে গোল্ডেন কালার না হওয়া পর্যন্ত বেক করুন। চিজ গলে গেলে বের করে গরম-গরম পরিবেশন করুন চিজি পাস্তা।

চিকেন মোমো

উপকরণ

মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ৪ টেবিল চামচ, ময়দা ১ কাপ (খামিরের জন্য), পানি পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ কুচি ৩ টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি ৩ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা আধা চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো ও তেল পরিমাণমতো।

প্রণালি

প্রথমে ময়দায় পরিমাণমতো পানি ও লবণ দিয়ে খামির করে নিন। মুরগির মাংস ছোট ছোট করে কেটে একটু সেদ্ধ করে হাঁড়িতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, গোলমরিচ, আদা-রসুন বাটা ও লবণ দিয়ে ভাজা ভাজা করে দিন। এবার গোল করে রুটি বেলে তাতে চিকেনের পুর দিয়ে মুখ বন্ধ করে নকশা করে নিন। এরপর পানির ভাপ দিন ২০ মিনিট। এরপর সুইট চিলি সস অথবা গ্রিন চিলি সস অথবা গার্লিক সস দিয়ে পরিবেশন করুন।

শিশুর জন্য ঈদ উপহার

দিলরুবা শারমিন

শিশুদের বোঝার ক্ষমতা নাকি বড়দের মতোই—মনোবিজ্ঞানীরা এমনটাই বলেন। প্রতিটি ভালো বা খারাপ ঘটনা যেমন তারা বুঝতে পারে, তেমন বিশেষ কোনো উৎসবও উপভোগ করে ভরপুর। ঈদে বাচ্চাদের উপহার বলতে শুধু পোশাকের কথাই ভাবেন অনেকে। কিন্তু পোশাক উপহার দেওয়ার যে গতানুগতিক ধারা, সেটা থেকে আলাদা কিছু দেওয়া যেতে পারে এবার। সে ক্ষেত্রে শিশুর বয়স ও প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে তার জন্য সহায়ক হবে এমন উপহার হওয়াই ভালো।

বাচ্চাদের বাসার আশপাশে খেলার পরিবেশ থাকলে ক্রিকেট ব্যাট, ফুটবল, টেনিস সেট, ব্যাডমিন্টন কিট, বাস্কেটবল ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। এগুলো বায়তুল মোকাররম ও স্টেডিয়াম মার্কেটের নিচতলায় পাওয়া যাবে। এ ছাড়া নিউমার্কেট, বঙ্গবাজার, মিরপুরেও পাবেন। দাম ১ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকার মধ্যে।

বাসায় খেলার জায়গা না থাকলে দিতে পারেন রিমোট কন্ট্রোলড হেলিকপ্টার, গাড়ি, পুতুলের সেট, দাবা, রান্নাবান্না খেলার সেট, পুতুল, পাজল কিউব, পেইন্টিং ডো, বিল্ডিং বক্স, বাইনোকুলার, আর্কিটেকচার সেট, খেলনা পশুপাখি ইত্যাদি। এগুলো ঢাকার যেকোনো খেলনার দোকানে পাওয়া যাবে। রিমোট কন্ট্রোলড গাড়ি আর হেলিকপ্টারের দাম দুই হাজার টাকা থেকে শুরু হয়। এ ছাড়া বাকি খেলনাগুলো চকবাজার থেকে কেনা যেতে পারে। তাতে দাম অনেক কম পড়বে।

বড়দের পড়তে দেখে বাচ্চাদেরও সাধারণত বইয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মে। ওদের জন্য বই একটি চমৎকার উপহার হতে পারে। বাচ্চাদের কার্টুনসহ বই, রং করার খাতা, ডায়েরি, পেনসিল, রং-পেনসিল, কলম, জ্যামিতি বক্স, কালার পেপার, আর্ট পেপার, নানা আকার ও রঙের ইরেজার, ওয়াল পেইন্ট, টোনাটুনির গল্পের বইয়ের সিডি, রঙিন বর্ণমালা, বাংলাদেশের ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি দেওয়া যায়। একটু বড় শিশুদের জন্য বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, প্রাণিজগৎ নিয়ে ছবিভিত্তিক বিশ্বকোষ (এনসাইক্লোপিডিয়া), ছড়ার সিডি, ক্যালকুলেটর দেওয়া যেতে পারে।

এ ছাড়া শিশুদের দিতে পারেন গ্লাস, প্লেট, টিফিন বক্স, পানির বোতল, উইন্ড চাইম, ছবির ফ্রেম ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। এসবের দাম ১৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে হবে। এ ছাড়া তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এমন বিস্কুট, চকলেটও দেওয়া যেতে পারে। বাচ্চাদের খাবার ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া স্কুলে নেওয়ার জন্য স্কুলব্যাগ পেলেও অনেকে খুশি হয়। সেটি পাবেন কাছের বাজারেই। দাম সাধারণত ৫০০ টাকা থেকে শুরু হয়।

সতর্কতা

ধারালো জিনিস বাচ্চাদের দেওয়া উচিত নয়। তাতে তার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাচ্চাদের জন্য খাবার বা ব্যবহারের যেকোনো জিনিস কেনার ক্ষেত্রে পণ্যের মেয়াদ কত দিন আছে তা দেখা জরুরি। এ ছাড়া বাচ্চাদের চোখের ক্ষতি হয় এমন উপহার না দেওয়া ভালো। খুব দামি কিছু বাচ্চার অভ্যাসে অসুবিধা তৈরি করতে পারে।

বাচ্চাদের উপহারের জন্য অনেকেই তাদের সঙ্গে নিয়ে কেনার পক্ষপাতী, যা আসলে উপহারের আনন্দ অনেকাংশেই কমিয়ে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চা তার পছন্দমতো জিনিস দাবি করে, যা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। বাচ্চাদের মোবাইল ফোন, ট্যাব ইত্যাদি উপহার দেবেন না। পরে এগুলো তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

বাচ্চাদের জন্য কোমল পানীয়, অতিরিক্ত আইসক্রিম, চিপস কখনোই উপহার হিসেবে কাম্য নয়। এ ছাড়া খেলনা বন্দুক, তলোয়ার, ছুরি ইত্যাদিও তার বিকাশের পথে বাধা হয়ে যায় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

উপহার হিসেবে শিশুকে দিতে পারেন খেলনা, বই ইত্যাদি। মডেল : আঁখি ভদ্র ও আরোহী, কৃতজ্ঞতা : মি অ্যান্ড মম, ছবি : প্রথম আলো

এ সময়ে অ্যাসিডিটি

মো. শরিফুল ইসলাম

সারা দিন রোজা রাখার পর পাকস্থলী খুব ক্ষুধার্ত ও দুর্বল থাকে। তারপর যদি এত রকম গুরুপাক খাবার একসঙ্গে খাওয়া হয়, তাহলে কী অবস্থা হবে? পেটের সমস্যা, মাথাব্যথা, দুর্বলতা, অবসাদ, আলসার, এসিডিটি, হজমের সমস্যা ইত্যাদি হবে রোজার নিত্যসঙ্গী। অনেকের ওজনও বেড়ে যায়।

এ বিষয়ে বারডেম জেনারেল হাসপাতালের পুষ্টি বিভাগের প্রধান আখতারুন নাহার বলেন, রোজায় দামি খাবার খেতে হবে এমন নয় বরং সুষম, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। গুরুপাক খাবার, পোড়া তেল, বাইরে ভাজা-চপ, পেঁয়াজু, বেগুনি, কাবাব, হালিম, মাংস-জাতীয় খাবার না খাওয়া ভালো। এতে হজমে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

অ্যাসিডিটি হলে কী করবেন?

প্রথম ও প্রধান করণীয় হলো যেসব খাবারে অ্যাসিডিটি হয় বা হচ্ছে যেমন ভাজা-পোড়া, চর্বি-জাতীয় খাবার ইত্যাদি বেশি গ্রহণ করা যাবে না বা খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। সহজপাচ্য খাবার গ্রহণ করা উচিত। একেবারে পেটভর্তি খাবার গ্রহণ করা যাবে না। খাবার গ্রহণের পর হাঁটাহাঁটি করা উচিত। পেট পুরে খেয়ে নিচু হয়ে বা পেটে চাপ পড়ে এমন কিছু করা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এ ধরনের কাজ করতে পারেন। শোয়ার সময় মাথা উঁচু করে শুতে হবে। অ্যাসিডিটির কারণে পেটে ব্যথা হলে অ্যাসিডিটি কমানোর ওষুধ দেওয়া যেতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় ইফতারের পর হঠাৎ পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়, যা মারাত্মক হতে পারে। তখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

কীভাবে খাবেন?

নিজেকে ইফতারের সামনে সংযত করুন। আস্তে আস্তে খাওয়া শুরু করুন।

প্রথমে পানি বা শরবত খান। তারপর খোরমা বা খেজুর খান। তারপর আস্তে আস্তে বাকি খাবার খান। পেটভরে না খেয়ে একটু ক্ষুধা রেখে খেতে হবে। তারপর আধা ঘণ্টা পর পানি খেতে হবে।

কী খাবেন, কী খাবেন না?

খেজুর বা খোরমা অবশ্যই খাবেন। এতে আছে শর্করা, চিনি, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, আইরন, কপার, সালফার, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন, ক্লোরিন ফাইবার; যা সারা দিন রোজা রাখার পর খুবই দরকারি।

চিনিযুক্ত খাবার বাদ দিলে ভালো হয়। এটা খুব তাড়াতাড়ি রক্তে চিনির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, ওজন বাড়ায়। তাই যথাসম্ভব চিনি ও চিনিযুক্ত খাবার কম খান।

সব মাসের মতো সবজি ও ফল খেতে হবে নিয়মমতো। তা না হলে এই সময়ে কোষ্ঠকাঠিন্য হবে নিত্যসঙ্গী।

এই গরমে অন্তত ৮ থেকে ১০ গ্লাস পানি না খেলে হজমের সমস্যা হবে। ইফতারের পর থেকে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত একটু পরপর পানি খেতে হবে।

খাদ্যতালিকায় সব গ্রুপের খাবার থাকতে হবে অর্থাৎ সুষম খাবার খেতে হবে। আমিষ, শর্করা, ফ্যাট, ভিটামিন, দুধ, দই, মিনারেলস, আঁশ ইত্যাদি খেতে হবে নিয়মমতো।

ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার যেমনলাল আটা, বাদাম, বিনস, শস্য, ছোলা, ডাল ইত্যাদি খেতে হবে। এগুলো হজম হয় আস্তে আস্তে, তাই অনেক সময় পর ক্ষুধা লাগে। রক্তে চিনির পরিমাণ তাড়াতাড়ি বাড়ে না।

কাঁচা ছোলা খাওয়া ভালো। তবে তেল দিয়ে ভুনা করে খাওয়া ঠিক না।

চা-কফির মাত্রা কমাতে হবে। তা না হলে পানিশূন্যতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ঘুমের সমস্যা হতে পারে।

সেহরিতেও খুব বেশি খাওয়া বা সেহরি না খাওয়া ঠিক না। সেহরি না খেলে শরীর দুর্বল হয়ে যাবে।

বাদ দিতে হবে ভাজা-পোড়া ও গুরুপাক খাবার যেমন ছোলা ভুনা, পেঁয়াজু, বেগুনি, চপ, হালিম, বিরিয়ানি ইত্যাদি বাদ দিতে হবে।

সহজপাচ্য খাবার, ঠান্ডা খাবার যেমনদই, চিড়া খাবেন। তাহলে সারা দিন রোজা রাখা নাজুক পাকস্থলী ঠিকমতো খাবার হজম করতে পারবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য হলে ইসবগুল খেতে পারেন।

বেশি দুর্বল লাগলে ডাবের পানি বা স্যালাইন খেতে পারেন ইফতারের পর।

কোমল পানীয় ঘুমের সমস্যা, অ্যাসিডিটি, আলসার ইত্যাদির কারণ। তাই এ কোমল পানীয়কে সারা জীবনের জন্য পারলে বাদ দিন।

মো. শরিফুল ইসলাম
চিকিৎসক

খেজুর খান সারা বছর

হাসিনা আকতার

রমজান মাস শুরু হলেই বাজারে খেজুর কেনার ধুম পড়ে যায়। সারা দিন রোজা রেখে খেজুর খাওয়া সুন্নত। অনেকে মনে করেন রোজায় খেজুর খেলেই চলবে, অন্য সময় না খেলেও হবে। তবে খেজুরের সব উপকারিতা বিবেচনায় নিলে, সারা বছরই খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত। এখন জেনে নিই আমাদের এই প্রিয় ফলের পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা।

কোলেস্টেরল ও চর্বি

প্রতি ১০০ গ্রাম খেজুরে আছে শূন্য দশমিক ছয় গ্রাম কোলেস্টেরল এবং চর্বি। সামান্য পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকলেও তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়। ফলে খেজুর খাদ্যতালিকায় রাখলে স্বাস্থ্যের হানি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আমিষ

একটি খেজুরে দুই দশমিক দুই গ্রাম আমিষ আছে। আমিষ বা প্রোটিন শরীরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি উপাদান। খেজুর প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে শরীরের পেশি গঠনে সহায়তা করে। পাশাপাশি শরীরের জন্য খুব অপরিহার্য প্রোটিনও সরবরাহ করে।

ভিটামিন

খেজুরে রয়েছে শরীরের জন্য উপকারী বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন। বিশেষ করে এতে ই-১, ই-২, ই-৩, ই-৫ এবং ভিটামিন-সি রয়েছে। খেজুর দৃষ্টি শক্তি বাড়ায়। সেই সঙ্গে রাতকানা রোগ প্রতিরোধেও খেজুর অত্যন্ত কার্যকর।

লোহা

খেজুরে লোহা আছে সাত দশমিক তিন মিলিগ্রাম। লোহা মানবদেহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। তাই যাদের হৃৎপিণ্ড দুর্বল, তাঁদের খেজুর হতে পারে তাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পথ্য। এ ছাড়া গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের জন্য এবং বাড়ন্ত বয়সী কিশোরীদের বাড়তি লোহার প্রয়োজন হয়। খেজুর তাদের জন্যও উপকারী।

ক্যালসিয়াম

খেজুরে ক্যালসিয়াম আছে ৬৩ মিলিগ্রাম। ক্যালসিয়াম হাড় গঠনে সহায়ক। ফলে খেজুর খেলে হাড় মজবুত হয়। এ ছাড়া খেজুর শিশুদের দাঁতের মাড়ি শক্ত করতে সাহায্য করে।

ক্যানসার প্রতিরোধ প্রতিরোধক

খেজুর পুষ্টি গুনে সমৃদ্ধ এবং প্রাকৃতিক আঁশে পূর্ণ। তিন দশমিক নয় গ্রাম আঁশ আছে ১০০ গ্রাম খেজুরে। গবেষণায় দেখা যায় খেজুর পেটের ক্যানসার প্রতিরোধ করে। আর যারা নিয়মিত খেজুর খান তাদের ক্যানসারের ঝুঁকিও কম থাকে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ

মাত্র কয়েকটা খেজুর কমিয়ে দেয় ক্ষুধার জ্বালা। পাকস্থলীকেও কম খাবার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। কয়েকটা খেজুর কিন্তু শরীরের প্রয়োজনীয় শর্করার ঘাটতি পূরণ করে দেয়। আবার ভালো পরিমাণে ক্যালরি থাকায় শরীরকে কর্মক্ষম ও স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে। বিশেষ করে কঠিন পরিশ্রমের সময় এবং সারা দিন না খেয়ে থাকার পর চারটা খেজুর শরীরে পরিপূর্ণ শক্তি এনে দেয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে

খেজুরে আছে এমন সব পুষ্টি উপাদান যা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। কখনো কখনো ডায়রিয়ার জন্যও এটা অনেক উপকারী।

সংক্রমণ প্রতিরোধ

যকৃতের সংক্রমণে খেজুর উপকারী। এ ছাড়া গলা ব্যথা, বিভিন্ন ধরনের জ্বর, সর্দি, এবং ঠান্ডায় খেজুর উপকারী। খেজুর অ্যালকোহলজনিত বিষক্রিয়ায় বেশ উপকারী। ভেজানো খেজুর খেলে বিষক্রিয়া কমে যায়। এ ছাড়া খেজুরে আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট পলিফেনলস যা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করে।

সতর্কতা

১০০ গ্রাম খেজুরে রয়েছে ৩২৪ কিলোক্যালরি। এটি ফ্রুকটোজ ও গ্লাইসেমিক সমৃদ্ধ হওয়ায় যারা মুটিয়ে যাওয়া রোগে আক্রান্ত এবং যাদের ডায়াবেটিস ও কিডনিজনিত সমস্যা আছে তাঁরা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে খেজুর খাবেন।

লেখক, প্রধান পুষ্টিবিদ
চট্টগ্রাম ডায়াবেটিস জেনারেল হাসপাতাল

আম্পায়ার গাজী সোহেলকে শাসাচ্ছেন তামিম ইকবাল! বিকেএসপিতে এমনই অক্রিকেটীয় ঘটনার জন্ম আবাহনী অধিনায়কের সৌজন্যে ● প্রথম আলো

তামিম-কাণ্ডে ম্যাচ পণ্ড

ক্রীড়া প্রতিবেদক ●

এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে 'বিতর্ক' শব্দটাকে বহু ব্যবহারে ক্লিশেই বলতে পারেন। এখন খুঁজতে হচ্ছে প্রতিশব্দ! লিগটা এগোচ্ছে একেকটি কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে, যাতে বেশি জড়াচ্ছে আবাহনীর নাম। আর ১২ জুন তো একটি কালো দিনেরই সাক্ষী হলো বিকেএসপি। সেই কালো দিনের জন্ম হলো আবাহনী অধিনায়ক তামিম ইকবালের সৌজন্যে!

আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে খেলোয়াড়ের বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া ঘরোয়া ক্রিকেটে নিত্য ছবি। কিন্তু সুপার লিগে প্রাইম দোলেশ্বরের বিপক্ষে তামিম যেন ছাড়িয়ে গেলেন সবাইকে। আবাহনী অধিনায়ক আম্পায়ারকে যেভাবে গালিগালাজ আর হুমকি-ধমকি দিতে থাকলেন, একটা সময় খেলাই বন্ধ হয়ে গেল। পরে ম্যাচই হলো স্থগিত!

৪৫ ওভারের ম্যাচে আবাহনীর দেওয়া ১৯১ রান তাড়া করতে নেমে দোলেশ্বর ৩৮ রানে হারিয়ে ফেলে দুই ওপেনারকে। সাকলাইন সজীবের করা ১৬তম ওভারের চতুর্থ বলেই ঘটে ঘটনাটি। রকিবুল হাসানের বিপক্ষে স্টাম্পিংয়ের জোরালো আবেদন করেছিল আবাহনী। আম্পায়ার তাতে সাড়া দেননি। আউটটি কেন দেওয়া হলো না—কাভার থেকে ছুটে লেগ আম্পায়ার তানভীর আহমেদের কাছে জানতে চান তামিম। পরে বিতণ্ডায় জড়ান আরেক আম্পায়ার গাজী সোহেলের সঙ্গে। একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ তো করেনই, আঙুল তুলে আম্পায়ারকে শাসাতেও থাকেন তামিম!

তামিমের সঙ্গে যোগ দেয় মাঠের বাইরে থাকা আবাহনী সমর্থকগোষ্ঠীও। উত্তেজনার মধ্যেই আম্পায়াররা খেলা চালিয়ে যান কিছু সময়। ১৭ ওভার শেষে মাঠে আসেন ম্যাচ রেফারি মন্টু দত্ত। ৩টা ১৫ মিনিটের দিকে দুই আম্পায়ারকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। ড্রেসিংরুমে ফিরে আসে দুই দলও।

২০-২৫ মিনিট পর অবশ্য মাঠে নামে আবাহনী। কিন্তু আম্পায়াররা আর নামেননি। বিকেল ৪টার দিকে দুই দলের অধিনায়ককে ডাকেন ম্যাচ রেফারি। ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে খেলা শেষ করার প্রস্তাব দেন ম্যাচ রেফারি। তাতে দোলেশ্বরের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৪ ওভারে ১৬০ রান। ১৭ ওভারে ৫৯ রান করায় বাকি ১৭ ওভারে তাদের তুলতে হতো ১০১ রান। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দোলেশ্বর। রাজি না হওয়ার পেছনে দোলেশ্বর কোচ মিজানুর রহমানের যুক্তি, 'এখানে আমাদের দোষ কোথায়? কার্টেলড ওভারে কেন খেলব? শুরুতে আমাদের আস্কিং রানরেট ছিল ৪.২৬-এর মতো। ডি-এলে খেললে সেটা চলে যায় ৬-এর কাছাকাছি। আমরা কেন রাজি হব?'

আম্পায়ারদের 'অসুস্থ' দেখিয়ে পরে স্থগিত করা হয় ম্যাচ। ম্যাচটির ভবিষ্যৎ কী, মন্টু দত্ত পরিষ্কার কিছু বলতে পারেননি, 'আমরা সিসিডিএমকে জানাব। তারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।'

ম্যাচ স্থগিত হয়ে যাওয়ায় হতাশ তামিম ইকবাল। তবে তিনি দায় চাপিয়েছেন আম্পায়ারদের ওপর, 'আমার কারণে খেলা বন্ধ হবে কেন? এটা আমি কোনোভাবেই স্বীকার করি না। আমি বরং বলতে চাই, কাল (পরশু) যা হয়েছে, তার কোনোটাই ঠিক হয়নি। ওই সিদ্ধান্ত (রকিবুলের বিরুদ্ধে স্টাম্পিংয়ের আবেদনে আম্পায়ারদের সাড়া না দেওয়া) থেকে শুরু করে আম্পায়ারদের মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়া—সবই।'

ম্যাচে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের জন্য শাস্তি আছে। আম্পায়াররা সে পথেও হাঁটতে পারতেন বলে মনে করেন আবাহনী কোচ খালেদ মাহমুদ, 'ম্যাচ পরিচালনার জন্য আম্পায়ারদের ফিটনেস ও সাহস থাকা উচিত। নিষেধাজ্ঞা কিংবা জরিমানা তো হচ্ছেই। তামিম অশোভন কিছু করে থাকলে ম্যাচ রেফারি রিপোর্ট দেবে। সেটি সিসিডিএমে যাবে, তারা সিদ্ধান্ত নেবে। এমন কিছু হয়নি যে খেলা বন্ধ রাখতে হবে। ভালো একটি ম্যাচের অপমৃত্যু ঘটল!'

১৯ মিনিটের মেসি-জাদু

আগের দিনই কোচ বলেছিলেন, লিওনেল মেসি চোট কাটিয়ে উঠেছেন। সুতরাং, তাঁর মাঠে নামতে বাধা নেই। কিন্তু ১১ জুন পানামার বিপক্ষে ম্যাচের একাদশে মেসির নাম ছিল না! দ্বিতীয়ার্ধের খেলাও মিনিট দশেক হয়ে গেল, তবু মাঠে নামানো হলো না মেসিকে। তাহলে কি জেরার্ডো মার্টিনো মত পাল্টে ফেললেন?

দর্শকেরা উসখুস করছেন। আর্জেন্টিনা তখন এগিয়ে ১-০ গোলে। কিন্তু ফল নিয়ে কারই-বা এত আগ্রহ! ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫৬ নম্বর দল পানামার বিপক্ষে শীর্ষে থাকা আর্জেন্টিনা ড্র করলে বা হেরে গেলে সেটাই হবে বড় অঘটন। শিকাগোর ৫৪ হাজার দর্শক তো এসেছেন মেসির খেলা দেখতে।

দর্শকদের মনের কথা যেন বুঝতে পারলেন মার্টিনো। ৬১ মিনিটে বদলি হিসেবে নামালেন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ডকে। বাকিটা শুধুই মেসির গল্প। ৬৮ মিনিটে হিগুয়েইনের পাস থেকে প্রথম গোল, ৭৮ মিনিটে ডি-বক্সের একটু বাইরে থেকে বাঁ পায়ের অসাধারণ বাঁকানো ফ্রি কিকে দ্বিতীয়টি। কিন্তু ওখানেই থামলেন না। ৮৭ মিনিটে মার্কোস রোহোর পাস থেকে করলেন তৃতীয় গোলটাও। ১৯ মিনিটের জাদুতে হ্যাটট্রিক। বদলি নেমে আর্জেন্টিনার ইতিহাসে এটি কোনো খেলোয়াড়ের প্রথম হ্যাটট্রিকও বটে! টুইটারে আলোচনা শুরু হয়ে গেল, কোন গোলটার চেয়ে কোনটা বেশি সুন্দর। বেশি ভোট পাওয়ার কথা ফ্রি কিকের গোলটারই।

অধিনায়কের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে পানামাকেও ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল আর্জেন্টিনা। মেসি-জাদুর আগে-পরে আর্জেন্টিনার বাকি দুটি গোল করেছেন নিকোলাস ওটামেন্ডি ও সার্জিও আগুয়েরো। তবে দুর্দান্ত এই জয়ের পরও আর্জেন্টিনার একমাত্র অস্বস্তি প্রথমার্ধেই চোট নিয়ে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার বেরিয়ে যাওয়া। তবে তাঁর চোট ততটা গুরুতর নয়, আশা করা হচ্ছে কোয়ার্টার ফাইনালেই তাঁকে পাওয়ার আশা করছে আর্জেন্টিনা।

ম্যাচের দুদিন আগেই ডিয়েগো ম্যারাডোনা বলেছিলেন, নেতা হওয়ার জন্য যে ব্যক্তিত্ব লাগে, সেটি মেসির নেই! ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে জেরার্ডো মার্টিনো বলেছিলেন, ম্যারাডোনা যা-ই বলুন, মেসিকে তিনি ভালো নেতাই মনে করেন। সবার নেতৃত্বের ধরন একরকম হয় না। মেসি তাঁর মতো করেই নেতৃত্ব দেন।

কিন্তু এসব তো কোচের কথা। মেসির নিজের বোঝানোর দায় আছে যে তিনি আসলেই নেতা। মাঠে তাঁর খেলা বাকিদের জন্য উদাহরণ ও অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করে। সেটাই করলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। হেরে গিয়েও পানামার কোচ হার্নান দারিও গোমেজ তো আর এমনিই বলেননি, 'লিওনেল মেসি স্রেফ একটা দানব। ও মাঠে নামার আগে আমরা প্রায় সমান তালে লড়ছিলাম। কিন্তু সে মাঠে নামার পর সব বদলে গেল। মেসির সামনে সামান্য একটা ভুল করলেও সেটির চড়া মূল্য দিতে হয়!'

'সে মাঠে নামার পর সব বদলে গেল'—দারিও গোমেজের বলা কথাটাই তো ম্যারাডোনাকে দেওয়া বার্তা হতে পারে মেসির। মুখে কিছু না বলেও পারফরম্যান্স দিয়েই ম্যারাডোনাকে একটা জবাব তো দেওয়া হলো! অবশ্য ম্যারাডোনার সমালোচনা সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত না দিয়ে মেসি উচ্ছ্বাস করেছেন দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকটি নিয়েই, 'গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের রাউন্ডে যেতে হলে আমাদের একটা বড় জয় দরকার ছিল। আমি খুশি যে সে জয়ে অবদান রাখতে পেরেছি।' শুরু থেকে কেন নামেননি সেই ব্যাখ্যাটা মেসির নিজের মুখেই জেনে নিতে পারেন, 'শুরুতে একটু সমস্যা হচ্ছিল। তবে ধীরে ধীরে আমার ব্যথা চলে গেছে।'

মেসির হ্যাটট্রিক, আর্জেন্টিনার জয়, কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালও তাতে নিশ্চিত আলবিসেলেস্তেদের। এএফপি।

বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য, জাদুকরি! মেসিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? মাত্র ১৯ মিনিটের এক ঝড়ে হ্যাটট্রিক করে পানামাকে উড়িয়ে দিয়েছেন। ফ্রি-কিক থেকে গোলের পর লিওনেল মেসিকে কোলেই তুলে নিলেন সতীর্থ এভার বানেগা ● এএফপি

সেই বিতর্কিত মুহূর্ত। পোলোর ক্রসে ডান হাত বাড়িয়ে ব্রাজিলের জালে বল পাঠিয়ে দিলেন রাউল রুইদিয়াজ। ব্রাজিল খেলোয়াড়দের জোরালো প্রতিবাদের পরও গোলের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন রেফারি। কোপা আমেরিকা থেকে ছিটকে পড়ল ব্রাজিল ● এএফপি

এক ট্রফির দাম ৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা!

একটি ট্রফির মূল্য কত হতে পারে? ১০ লাখ, ২০ লাখ—প্রতিযোগিতার ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হতে পারে মূল্য। কিন্তু মূল ট্রফি না, রেপ্লিকা ট্রফির দামই উঠল ৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা! কারণও আছে, ট্রফিটির সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে ফুটবলের রাজা পেলের নাম। গতকাল তাঁর জুলে রিমে ট্রফির রেপ্লিকাটি বিক্রি হয়ে গেল এমন উচ্চমূল্যে।

গত সপ্তাহে নিলামে উঠেছে পেলের খেলোয়াড়ি জীবনের সব স্মারক। ৯ জুন ছিল নিলামের শেষ দিনে। এই তিন দিনে দুই হাজারের বেশি স্মারক হাতবদল হয়েছে। নিলাম থেকে ৩৬ লাখ পাউন্ড (৪০ কোটি ৮৮ লাখ টাকা) অর্থ সংগ্রহ করেছে নিলামকারী প্রতিষ্ঠান জুলিয়েন।

মূল আকর্ষণ ছিল জুলে রিমে ট্রফির রেপ্লিকা। এর মূল্য উঠেছে ৩ লাখ ৯৪ হাজার পাউন্ড (৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা)। তবে নিলামকারী প্রতিষ্ঠান আরও বেশি অর্থ আশা করেছিল এই ট্রফি থেকে। এ থেকে ৪ লাখ ২০ হাজার পাউন্ড (৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা) পাওয়ার আশা করা হচ্ছিল। তবে নিলামের অন্য স্মারকগুলো প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যে বিক্রি হয়েছে। ১৯৫৮, '৬২ ও '৭০ বিশ্বকাপের প্রতিটি পদক থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার পাউন্ড পাওয়ার আশা করা হয়েছিল। সেখানে '৭০ বিশ্বকাপের পদকই বিক্রি হয়েছে ৩ লাখ ৪৬ হাজার পাউন্ডে (৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা)। অন্য দুটি পদক যৌথভাবে বিকিয়েছে ৩ লাখ ৪০ হাজার পাউন্ডে।

নিলামে উঠেছিল পেলের ১০০০তম গোলের বলটিও। এ বল থেকে মাত্র ৪২ হাজার পাউন্ড পাওয়ার আশা করা হচ্ছিল। অথচ বলটি থেকে মিলেছে ১ লাখ ৬২ হাজার পাউন্ড (১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা)! সূত্র : বিবিসি।

টেন্ডুলকার-কোহলিরাও যা পারেননি

ক্রীড়া প্রতিবেদক ●

টেস্ট অভিষেকটা হয়েছিল একেবারে যাচ্ছেতাই। সেই এমসিজি টেস্টে প্রথম ইনিংসে করলেন ৩, পরের ইনিংসে ১! এবার রঙিন পোশাকের শুরুটা কিন্তু লোকেশ রাহুল করলেন রং ঝলমলে। অভিষেক ইনিংসেই সেঞ্চুরি। ওয়ানডে ইতিহাসে এর আগে যে কীর্তি ছিল মাত্র ১০ জনের। আর যে তালিকায় ভারতের সাবেক মহাতারকা শচীন টেন্ডুলকার নেই; নেই এখনকার মহাতারকা বিরাট কোহলিও।

টেস্ট অভিষেকে সেঞ্চুরির তালিকাটা অনেক লম্বা। কিন্তু ওয়ানডেতে এই কাজটা করতে পেরেছেন খুব কম জনই। কীর্তিটা এতটাই বিরল, ওয়ানডে খেলা চালুর পর ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৩৭ বছরে ওয়ানডে অভিষেকে সেঞ্চুরি করেছিলেন মাত্র চারজন। গত আট বছরে এই কীর্তিটা করেছেন সাতজন।

কীর্তির শুরুটা হয়েছিল ডেনিস অ্যামিসকে দিয়ে। ইতিহাসের দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচ ছিল সেটি। আর তাতেই করেন সেঞ্চুরি। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সেদিন অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ড। ডানহাতি ওপেনার অ্যামিস ১০৩ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলেন। ১৮ ওয়ানডের ক্যারিয়ারে প্রায় ৪৮ গড়ে রান, সে সময়ের হিসাবে অনেক ভালো ৭২ দশমিক ৪৮ স্ট্রাইকরেট আর ৪ সেঞ্চুরি এক ফিফটির ক্যারিয়ার বলছে, ওয়ানডেতে সে সময় নিয়মিত খেলা হলে আরও ঝকঝকে একটা ক্যারিয়ারই হয়তো পেতেন অ্যামিস।

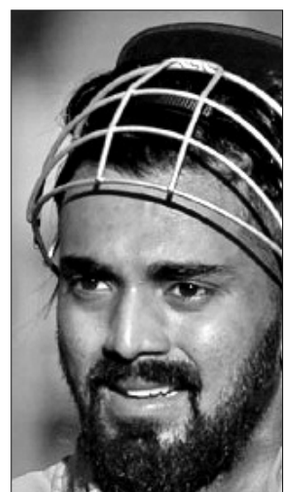

অভিষেকেই সেঞ্চুরি, টেন্ডুলকার-কোহলিকেও ছাড়িয়ে গেলেন রাহুল ● এএফপি

যেটা পেয়েছিলেন ডেসমন্ড হেইন্স। ওয়ানডেতে সাড়ে আট হাজারেরও বেশি রান তোলা হেইন্সও অভিষেক ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করেন। ১৯৭৮ সালে, অ্যান্টিগায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। অভিষেক সেঞ্চুরির তৃতীয় উদাহরণটি অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের ব্যাটে। জিম্বাবুয়ের এই সাবেক ব্যাটসম্যান ১৯৯২ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছিলেন। শ্রীলঙ্কারই বিপক্ষে ১৯৯৫ সালে পাকিস্তানের সেলিম এলাহি অভিষেকে করেন ১০২।

১১ জুন হারারেতে দলের জয়ের জন্য দুই আর নিজের সেঞ্চুরির জন্য দরকার ছক্কা—এই সমীকরণ মিলিয়ে দিয়ে এই তালিকায় নাম লিখিয়েছেন রাহুল। এমন কীর্তিতে অন্তত তাঁর শুরুটা টেন্ডুলকার-কোহলিদের চেয়ে ভালো হলো। টেন্ডুলকার টানা দুটি শূন্য দিয়ে শুরু করেছিলেন ওয়ানডে ক্যারিয়ার। কোহলি অভিষেক ইনিংসে করেছিলেন ১২। রাহুল এখান থেকে আরও একটা বার্তা পেতে পারেন—অভিষেকে সেঞ্চুরি করাদের বেশির ভাগেরই ওয়ানডে ক্যারিয়ার পরের ততটা ঝলমলে কিন্তু হয়নি।

প্রভাত সব সময় দিনের সঠিক পূর্বাভাস নাও হতে পারে!

বিতর্কিত গোলে বিদায় ব্রাজিলের

রুইদিয়াজ গোলটি হাত দিয়েই করেছিলেন! হ্যাঁ, হাত দিয়েই! রেফারির চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল তা। সহকারী রেফারির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাতে ধরতে পারেননি রুইদিয়াজের পাপ। ১৩ জুন বিতর্কিত এই গোলে পেরুর কাছে হেরেই কোপা আমেরিকা শতবর্ষী প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল।

ড্র করলেই গ্রুপ 'বি'র চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই শেষ আটে নাম লেখাতে পারত ব্রাজিল। কিন্তু হেরে যাওয়াতে গ্রুপ রানার্সআপও হতে পারেনি তারা। এই গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে ইকুয়েডর।

১৯৮৭ সালের পর এই প্রথম কোপা আমেরিকার গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় ঘটল ব্রাজিলের। খেলার শুরু থেকে আক্রমণাত্মক হয়েও গোলমুখে মুখ থুবড়ে পড়ছিল হলুদ জার্সির সব প্রচেষ্টা। কিন্তু এত চড়া মাশুল গুনতে হবে, ব্রাজিল যেন স্বপ্নেও ভাবেনি। ব্রাজিলের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে শেষ বাঁশি বাজার ১৬ মিনিট আগে। ডান প্রান্ত থেকে আন্দি পোলোর ক্রস রিসিভ করার সময় হাত ব্যবহার করেছিলেন রুইদিয়াজ। পুরোপুরি চোখ এড়িয়ে যায় উরুগুইয়ান রেফারি আন্দ্রেস কুনহার। সহকারী রেফারির সঙ্গে কথা বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। এদিকে টেলিভিশন রিপ্লে দেখে সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোনো ব্যবস্থাও কোপা শতবর্ষী প্রতিযোগিতায় রাখা নেই। ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের তীব্র ক্ষোভ আর প্রতিবাদের মুখেও রেফারি গোলের বাঁশি বাজান।

পুরো ম্যাচে শ্রেয়তর দল হয়েও গোল করতে না পারার ব্যর্থতাও কিন্তু পোড়াবে ব্রাজিলীয় দলকে। এমনকি খেলার শেষ দিকে এলিয়াস পেরু গোলকিপারকে একা পেয়ে যে সুযোগ হাতছাড়া করেছেন, সেটাকে কীই-বা বলা চলে! সেন্টার হাফ মিরানদাও স্বীকার করেছেন ব্যাপারটা, 'পুরো খেলায় আপনি যখন একটার পর একটা সুযোগ নষ্ট করবেন, তার খেসারত দিতে হবে।'

কিন্তু সেই খেসারত মানে কোপা থেকে এত তাড়াতাড়ি বিদায়! কোপার আনন্দ তো অর্ধেক নষ্টই হয়ে গেল! সূত্র : রয়টার্স।

মেসির ব্যক্তিত্বই নেই সমালোচনার হুল ম্যারাডোনার

লিওনেল মেসির প্রশংসাই করে এসেছেন বেশির ভাগ সময়। এমনও বলেছেন, 'মেসি প্রতিভায় আমার চেয়েও এগিয়ে।' তবে এবার তীব্র সমালোচনার হুল ফোটালেন ডিয়েগো ম্যারাডোনা। বললেন, মেসিকে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক বানানো হয়েছে বটে। তবে নেতা হওয়ার জন্য যে ব্যক্তিত্ব লাগে, সেটাই মেসির নেই।

ইউরোর উপলক্ষে বিশেষ একটি অনুষ্ঠানে ম্যারাডোনা আর পেলে এক হয়েছিলেন প্যারিসে। সেখানেই দুজনের আলাপচারিতার এক পর্যায়ে উঠে এসেছে মেসিকে নিয়ে তাঁর পূর্বসুরির ঝাঁজাল বাক্যবাণ।

পেলের এক প্রশ্নের জবাবে ম্যারাডোনা বলেন, 'মেসি মানুষ হিসেবে ভালো। কিন্তু ওর কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। নেতা হওয়ার জন্য যে চরিত্রটা দরকার, সেটাই ওর নেই।'

পেলের প্রত্যুত্তর, 'হুম, বুঝতে পেরেছি। আমরা যেমন আমাদের সময় ছিলাম, ও আসলে সে রকম নয়। সত্তরের ব্রাজিলে আমাদের দলে ছিল রিভেলিনো, গারসন, টোস্টাও; অনেক ভালো খেলোয়াড়। এখনকার আর্জেন্টিনা দলটার মতো নয়, যে দল শুধু মেসির ওপর নির্ভর করে। ম্যারাডোনা যেটা বলছে, মেসি ভালো খেলোয়াড় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ওর কোনো ব্যক্তিত্ব নেই।'

ম্যারাডোনা সেই ব্যক্তিত্বের কথা বলছেন, যার গুণে নেতার জন্য দলের বাকিরা নিজেদের উজাড় করে দেয়। প্রাণ বাজি রেখে লড়াই করে। শেষ রক্তবিন্দুও ঢেলে দেয়। মেসি দলের বাকিদের সেই উজ্জীবিত করার কাজটাই করতে পারছেন না বলে মনে করেন ম্যারাডোনা।

ছিয়াশির মহানায়কের এই কথার সঙ্গে আর্জেন্টিনার অনেকেই একমত হবেন, নাও হতে পারেন। মেসি বেশির ভাগ সময়ই জাতীয় দলের হয়ে বিশেষ প্রয়োজনের সময় সেই জাদুকরী মুহূর্তগুলো দেখাতে পারেননি, ক্লাবের হয়ে যা তিনি অনেকবারই করেছেন। এএফপি।

বরখাস্ত গোটা ক্রিকেট দল!

খেলায় তো জয়-পরাজয় আছেই। কোনো প্রতিযোগিতায় খেললে সাফল্যের সম্ভাবনা যেমন থাকে, ঠিক তেমনি থাকে ব্যর্থতার শঙ্কা। কিন্তু একটি প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হলে কোনো খেলার পুরো দলকে বাতিল করে দেওয়ার নজির কিন্তু খেলার দুনিয়ায় খুব বেশি নেই। সম্প্রতি নাইজেরিয়ার ক্রিকেট ফেডারেশন তৈরি করেছে এমনই এক উদাহরণ।

আফ্রিকান ফুটবলের অন্যতম বড় শক্তি নাইজেরিয়ার খুব একটা পরিচিতি নেই ক্রিকেটে। ক্রিকেটে এখনো হাঁটি-হাঁটি পা-পা পর্যায়েই আছে দেশটি। ২০০৩ সালে আইসিসির সহযোগী সদস্য হওয়ার পর থেকেও বলার মতো তেমন কিছুই করতে পারেনি তারা।

সম্প্রতি জার্সি দ্বীপপুঞ্জে হয়ে যাওয়া ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট লিগে পাঁচ দলের মধ্যে পঞ্চম হয়েছে নাইজেরিয়া। স্বাগতিক জার্সি ছাড়াও এ টুর্নামেন্টে আরও খেলেছে ভানুয়াতু, ওমান, গুয়েরেনসে ও তানজানিয়া। এই পারফরম্যান্স মেনে নিতে পারনি নাইজেরিয়ার ক্রিকেট ফেডারেশন। আবুজায় এক সংবাদ সম্মেলন করে তাই নাইজেরিয়ার ক্রিকেট ফেডারেশন প্রধান এমেকা ওনিয়েমা দেশের জাতীয় ক্রিকেট দলকে 'বাতিল' ঘোষণা করেন।

ওনিয়েমার দাবি, 'সম্প্রতি নাইজেরিয়া ক্রিকেট দলের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। প্রস্তুতিও যথেষ্ট ভালো ছিল। খেলোয়াড়দের দৈনিক ভাতা বাড়ানো হয়েছে। এই প্রথমবারের মতো ক্রিকেট দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে ১০০ ডলার করে ভাতা দেওয়া হয়েছিল। এত কিছুর পরেও দলটি আমাদের জয় তো দূরের কথা সম্মানজনক ফলও এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।'

নাইজেরিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) থেকে পাঠানো শ্রীরাম রেগান্নাথান। এই ব্যর্থতার কোপ পড়েছে তাঁর ওপরেও। বরখাস্ত হয়েছেন তিনিও। খুব শিগগিরই নাইজেরিয়া ক্রিকেটকে ঢেলে সাজানোর কথা বলেছেন ওনিয়েমা।

তিনি বলেছেন, 'আমরা নাইজেরিয়া ক্রিকেট দলের নতুন কোচিং স্টাফ ও খেলোয়াড়দের নাম খুব শিগগিরই ঘোষণা করব। এই দলে সেই খেলোয়াড়েরাই সুযোগ পাবে, দেশের ক্রিকেটের প্রতি যাদের দায়িত্ববোধ আছে। জাতীয় দলের জার্সির রংটাকে যারা মর্যাদা দিতে জানে।' সূত্র : ওয়ান ইন্ডিয়া।

বাবা আমার ‘হিরো’

আমরা জানি, সব সন্তানের কাছে প্রত্যেক বাবাই ‘হিরো’। তবু ১৯ জুন বাবা দিবস সামনে রেখে চার তারকার সন্তানের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাদের বাবা সম্পর্কে। ব্যস্ততার ফাঁকে তারা কতটুকু পায় প্রিয় বাবাকে। কিংবা বাবার কোন কাজটা ভালো লাগে বেশি। সন্তানেরা কথা বলেছে অকপটে। আনন্দর জন্য সেই অকপট কথাগুলোই তুলে ধরা হলো।

জুহায়রা জাহিদ পুষ্পিতা

অভিনেতা জাহিদ হাসানের মেয়ে

আব্বুর সবচেয়ে বড় গুণ, আমাদের অনেক ভালোবাসেন। শুটিং ছাড়া যেদিন অবসর বা ফ্রি থাকেন, সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গেই কাটান। ফ্রি থাকলে আমরা একসঙ্গে বাইরে কোথাও ঘুরতে যাই বা খেতে যাই। আর বাসায় থাকলে একসঙ্গে সিনেমা দেখা বা গল্প করা যেন অবধারিত। আব্বু বাসায় থাকলে আমরা তাঁর আচরণেই বুঝে ফেলি, উনি চাইছেন আমরা যেন তাঁর চারপাশ ঘিরে ধরে রাখি। এমন দিন গেছে, ছুটির দিন সারা দিন আমরা আব্বুর সঙ্গে কাটিয়েছি। সারাক্ষণ মজা আর হুল্লোড় করতে দারুণ পারেন আব্বু। এ ব্যাপারটা আমরা দুই ভাইবোনই খুব ‘এনজয়’ করি। উনি বাসায় থাকলে পুরো বাসাটাই অন্য রকম হয়ে যায়। বদলে যায় পরিবেশ। সারাক্ষণ সবার সঙ্গেই মজা করে যাচ্ছেন। একজন মানুষ কী করে এত ‘ফান লাভিং’ হয়, আমার মাথায় আসে না।

বাসায় থাকলে আরও একটা কাজ করেন আব্বু। সোজা রান্নাঘরে ঢুকে যান। তারপর আমাদের পছন্দের খিচুড়ি বসিয়ে দেন চুলায়। সঙ্গে হয় গরুর মাংস বা ডিম ভুনা। আব্বুর হাতের এই দুটি খাবার দারুণ মজার। এটা যে না খেয়েছে, তাকে বোঝানো যাবে না কতটা মজার। সঙ্গে থাকে আমার পছন্দের আব্বুর বানানো স্পেশাল সালাদ। কিন্তু আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য হলো কাজের চাপে আব্বু সেই সুযোগ খুব কম পান। তবুও যতটা পাই তাতেই আমি ধন্য।

আব্বুর একটা জিনিস খারাপ লাগে। যখন টিভির পর্দায় দেখি কোনো অভিনেত্রী আন্টির সঙ্গে পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বা গল্প করছেন, তখন। একবার টিভিতে দেখি এক আন্টির সঙ্গে পার্কে গল্প করছেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আব্বুকে ফোন দিই। বলেছিলাম, ‘আব্বু, তুমি এসব করবে না। আমার ভালো লাগে না।’ আব্বু অনেকক্ষণ হেসেছিলেন। তারপর বলেছিল, ‘এটা তো সত্যি না, মা, এটা নাটক।’ আমি বলেছিলাম, ‘তবুও, তুমি করবে না।’

মজার ব্যাপার কি জানেন, আব্বু যখন তিশা আন্টির সঙ্গে আ*রমান ভাই সিরিজ* করেছিল, তখন দারুণ লেগেছিল।

নাযাহ্ রাইদাহ

অভিনেতা আজিজুল হাকিমের মেয়ে

ছোটবেলা থেকেই বাবার ভক্ত আমি। কেউ যখন জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে কে বেশি আদর করেন, মা না বাবা? আমি তো এক কথাই বলে দিই, বাবা। আমার সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। অনেকেই বাবাকে ভয় পায়। বাবার সঙ্গে চাওয়া-পাওয়ার বিষয়টি শেয়ার করতে পারে না। কিন্তু আমার বেলায় উল্টো। তবে বাবার সম্মানের জায়গাটা অক্ষুণ্ন রেখেই বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। বাবাকে ঘিরে বিশেষ দিনগুলো আমি খুবই উপভোগ করি। বিশেষ দিনে বাইরে গিয়ে খাওয়ার চেয়ে নিজে রেসিপি বানিয়ে নিজ হাতে বাবার জন্য রান্না করি। এ ছাড়া প্রতিবারই বাবার জন্মদিনে না জানিয়ে কেক এনে রাত ১২টা ১ মিনিটে সারপ্রাইজ দিই।

বাবা নাটকের মানুষ। তাঁকে ছোটবেলা থেকেই ব্যস্ত দেখে আসছি। সব সময় কাছে পাইনি। তবে যতটুকুই পেয়েছি, ততটুকু বাবাকে ঘিরে আনন্দ করেছি। অনেক সময় বাবা পুবাইলে শুটিং করতে যান। মাঝেমধ্যেই ওখানে বেশ কিছুদিন থাকতে হয় তাঁকে। মাঝে মাঝে আমি আর মা মিলে পুবাইলে চলে যাই। শুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে বাবার সঙ্গে একটি দিন কাটাই। ভালো লাগে।

বাবা আরণ্যক নাট্যদলের সঙ্গে কাজ করার কারণে ছোটবেলায় প্রায় বাবার সঙ্গে বেইলি রোডে নাটক

দেখতে যেতাম। এখন আর আগের মতো নাটক দেখা হয় না। তবে শিল্পকলা একাডেমিতে ছোটদের নাটক হলে মাঝে মাঝে বাবা আমাদের নাটক দেখাতে নিয়ে যান।

কুমার নিবিড়

সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের ছেলে

আমার বাবা আমার কাছে একজন সত্যিকারের হিরো। তাঁর দায়িত্বশীলতা আমাকে মুগ্ধ করে। তিনি খুব ‘কেয়ারিং’। আমার মনে হয়, জন্ম থেকেই তিনি এ কাজটি দারুণভাবে করছেন। শুধু আমার ব্যাপারেই নয়, আমার বাবা পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ এবং প্রতিটি ব্যাপারেই খেয়াল রাখেন। আমি খুব অবাক হই, নিজের সারাক্ষণ ব্যস্ততার মাঝেও কী করে এত সময় পান তিনি। এখানেই শেষ নয়, আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি বলেই জানি, আমার বাবা তাঁর পেশার ওপর কতটা দায়িত্বশীল। পেশাগত যেকোনো কাজের দায়িত্ব নিলে সেটা যে কতটা দ্রুত তিনি করতে পারেন তা বলে বোঝানো যাবে না।

আর বাবার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণে মজার মধ্যে থাকি। বাইরে কোথাও ঘুরতে গেছি বা দেশের বাইরে বেড়াতে গেছি, বাবা সারাক্ষণ মজা করছেন, পাশাপাশি কেয়ারও করছেন।

আর বাবার সঙ্গে মজার স্মৃতি যদি বলি, তাহলে বলব, আমি যখন খুব ছোট, তখন বাবা প্রায়ই আমাকে তাঁর কনসার্টে নিয়ে যেতেন। এখন আর যাওয়া হয় না। এটা খুব মিস করি। শেষে সেই একই কথা, আমি বুঝতে শেখার পর থেকেই, আমার বাবা আমার কাছে একজন ‘পারফেক্ট’ হিরো।

‘তাঁরা তিনজন’ অনুষ্ঠানে ফারুক, রোজিনা, সোহেল রানা ও ওমর সানী

দেশে ফিরেই শুটিংয়ে রোজিনা

বিনোদন প্রতিবেদক

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একসময়ের ব্যস্ত অভিনেত্রী রোজিনা এখন লন্ডনপ্রবাসী। মাঝেমধ্যে তাঁর দেশে ফেরা হয়। এবার ফিরলেন ১০ জুন। দেশে ফেরার দুই দিনের মাথায় গত রোববার রাতে ঈদের একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন। ‘তাঁরা তিনজন’ নামের এই অনুষ্ঠানে আরও অতিথি ছিলেন চিত্রনায়ক সোহেল রানা ও ফারুক। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন আরেক চিত্রনায়ক ওমর সানী।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় *প্রথম আলো*কে রোজিনা বলেন, ‘দেশের বাইরে থাকার সময়ই অনুষ্ঠানটির ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাই দেশে ফেরার পরপরই শুটিং করে ফেললাম। শুটিংয়ের সময় আমাদের দারুণ কিছু মুহূর্ত কেটেছে। চলচ্চিত্র নিয়ে অনেক স্মৃতি রোমন্থন করেছি। এক সুযোগে বহুদিন পর পারভেজ ভাই (সোহেল রানা) ও ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে চমৎকার একটা আড্ডাও হয়ে গেল।’

রোজিনা জানান, এবার তিনি মাস দুয়েকের মতো দেশে থাকবেন। এই সময়টায় সিনেমা নিয়ে তাঁর কয়েকটি পরিকল্পনা আছে। তার আগে অবশ্য ঈদের জন্য বাংলাভিশন আর গাজী টিভির অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন।

অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক ওমর সানী বললেন, ‘আমি যে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছি, সেখানকার তিনজন অতিথিই কিংবদন্তি। তাঁদের সঙ্গে এমনিতে হয়তো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। এভাবে আয়োজন করে কোনো আলাপ হয় না। সেদিন আমরা সবাই প্রাণ খুলে আড্ডা দিয়েছি। খুনসুটিতে মেতে উঠেছি। ঈদ নিয়ে নিজেদের জীবনের মজার ঘটনার পাশাপাশি চলচ্চিত্র নিয়েও কথা বলেছি। সময়টা সত্যিই অসাধারণ কেটেছে।’

রোজিনা

থ্রিলারধর্মী নাটকে লাক্স তারকা তাজ্জি

বিনোদন প্রতিবেদক

‘তথাকথিত প্রেমের নাটক আমাকে কোনো দিন টানেনি। ভিন্ন ধরনের গল্প আকর্ষণ করে সব সময়। ভিন্ন ধরনের গল্পে কাজ করলে অভিজ্ঞতা বাড়ে। সেই অভিজ্ঞতা নিতেই থ্রিলারধর্মী একটি নাটকের মধ্য দিয়ে অভিনয়ে ফিরতে চাইছি।’ বলছিলেন ‘লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার প্রতিযোগিতা ২০০৮’-এর প্রথম রানারআপ তাজ্জি হোসেন।

বছর ছয়েক ধরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে থাকছেন তাজ্জি। সংসার ও চাকরির ব্যস্ততার কারণে এত দিন অভিনয় থেকে দূরে ছিলেন। এবার সময়-সুযোগ মিলে যাওয়ায় আবার দাঁড়ালেন ক্যামেরার সামনে।

আশিকুর রহমান পরিচালিত *প্রিন্সেস* নামের একটি নাটকে অভিনয় করলেন তাজ্জি। ইনসান ইমনের লেখা এই নাটকের শুটিং হয়েছে সিডনিতে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর পাস করা তাজ্জি নাটকের শুটিং শেষে সিডনি থেকে ১০ জুন ঢাকায় ফিরেছেন। সোমবার *প্রথম আলো*কে তিনি বলেন, ‘অভিনয় আমাকে বরাবরই অনেক বেশি টানত। সেই কারণে, লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার প্রতিযোগিতায় নাম লেখাই। রানারআপ হওয়ার পর আমি কয়েকটি নাটকে অভিনয় করি। এর মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ, তৌকীর আহমেদের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়।’

তবে একটা সময় অভিনয়ের চেয়ে উপস্থাপনা ও বিজ্ঞাপনচিত্র নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাজ্জি। এরপর বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া চলে যান।

দেশ ছাড়ার আগে ২০১০ সালে তৌকীর আহমেদের *চন্দ্রমগ্ন* ধারাবাহিকের কাজ করেছিলেন তিনি। নতুন নাটকটি নিয়ে তাজ্জি বলেন, ‘আশিকুর রহমানের *মুসাফির* ছবিটি আমার দেখা ছিল। থ্রিলারধর্মী সেই ছবির ভাবনাটা আমার ভালো লাগে। এরপর তিনি যখন *প্রিন্সেস* নাটকের গল্প শোনান কাজ করতে আগ্রহী হই। এখন আমি সংসার গুছিয়ে নিয়েছি। তাই অভিনয়টা শুরু করেছি। আরটিভির একটি ধারাবাহিকে অভিনয়ের ব্যাপারেও আলাপ চূড়ান্ত হয়েছে। সময় পেলে অভিনয়টা নিয়মিত করতে চাই।’

তাজ্জি হোসেন

মামলা থেকে রেহাই পাচ্ছেন ঈশানা

বিনোদন প্রতিবেদক

প্রযোজকের করা মামলার দায় থেকে অভিনেত্রী মৌনিতা খান ঈশানাকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন করেছে পুলিশ। ৬ জুন ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) আদালতে মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়ে ঈশানাকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

জানতে চাইলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাসির উদ্দিন সরকার প্রথম আলোকে বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে করা মামলায় অভিনেত্রী ঈশানার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তার সত্যতা পাওয়া যায়নি। পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় ঈশানাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করেছি।

গত ৭ জানুয়ারি উত্তরাতে ‘সহযাত্রী’ নামের একটি ধারাবাহিক নাটকে শুটিং চলার সময়ে নাটকের প্রযোজক মারুফ খানকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে ঈশানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন ওই প্রযোজক। পরে ফেসবুকে মানহানিকর স্ট্যাটাস দেওয়ার অভিযোগ এনে গত ৩ ফেব্রুয়ারি আদালতে নালিশি মামলা করেন প্রযোজক মারুফ খান। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে ঈশানাকে ২২ মার্চ হাজির হতে বলেন। সেদিন তিনি আদালতে হাজির না হলে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পরে আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নেন ঈশানা।

তদন্ত কর্মকর্তা এসআই নাসির উদ্দিন *প্রথম আলো*কে বলেন, অভিনেত্রী ঈশানা প্রযোজক মারুফ খানের বিরুদ্ধে ফেসবুকে আপত্তিকর পোস্ট দিয়েছেন এমন অভিযোগের স্বপক্ষে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তদন্তে পাওয়া যায়, ঈশানা তাঁর ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন কিন্তু কোনো ব্যক্তির নাম তিনি সেখানে উল্লেখ করেননি। এ ছাড়া নাটকে শুটিং চলার সময়ও প্রযোজককে নিয়ে ঈশানা আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই তাঁকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন করেছি।

16 June 2016, 2 Ashar 1423, 11 Ramzan 1437 বৃহস্পতিবার ১৬ জুন ২০১৬, ২ আষাঢ় ১৪২৩, ১১ রমজান ১৪৩৭

প্রথম আলো

ভুট্টা যত দূর চোখ যায় শুধু ভুট্টা যেন হলুদে ছেয়ে আছে ফসলি মাঠ, বাড়ির ওঠান, ছাদ। বিস্তীর্ণ মাঠে নারী-পুরুষ একসঙ্গে পাকা ভুট্টা তুলছেন। কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার ২৮৬টি গ্রামের ৭ হাজার হেক্টর জমিতে এবার চাষ হয়েছে। এখন চলছে ভুট্টা তোলার মৌসুম। খেত থেকে তোলার পর উপজেলার নোয়াদ্দা গ্রামের এক স্কুলশিক্ষার্থী ভুট্টা রোদে শুকানোর কাজ করছে। ১০ জুন ছবিটি তোলা ● প্রথম আলো

আ য়ো জ ন

দেশি-বিদেশি ইফতারি

শরিফুল হাসান ●

বনানীর একটি রেস্তোরাঁয় ইফতারির দৃশ্য ● প্রথম আলো

খেজুর, আপেল, বেগুনি, আলুর চপের মতো প্রচলিত খাবার থেকে শুরু করে চিকেন সাসলিক, ফলের সালাদ, পাস্তা সালাদ, ভাত, মাংস, মাছ, সবজি, মেক্সিকান খাবার, থাই খাবার—কী নেই ইফতারে! খেতে খেতে হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে কোনো ক্রিকেটারের সঙ্গেও। কারণ, এটি যে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের রেস্তোরাঁ।

রাজধানীর বনানীর ১১ নম্বরে ক্রিকেটার সাকিবের এই রেস্তোরাঁর নাম 'সাকিবস ডাইন'। ইফতারের মতো সাহরির ব্যবস্থাও আছে এখানে। সাকিব নিজে এখানে দুদিন সাহরি করেছেন। সঙ্গে ছিলেন নাসির, তাসকিনেরাও। কাজেই কোনো দিন সাহরি বা ইফতার করতে এসে পেয়ে যেতে পারেন তাঁদেরও।

পরিবার নিয়ে ১০ জুন এই রেস্তোরাঁয় ইফতার করতে এসেছিলেন সেনা কর্মকর্তা মুক্তাদির। *প্রথম আলো*কে তিনি বলেন, 'প্রতিদিনই তো বাসায় ইফতার করি। ছুটির দিনে সবাই মিলে বাইরে ইফতার করতে এসেছি। ভালোই লাগছে পরিবেশটা। সময় নিয়ে গল্প করা যাচ্ছে। খাওয়াও যাচ্ছে।'

সাকিবস ডাইনের ব্যবস্থাপক কে এম আলী হোসেইন বললেন, 'দোতলায় আমাদের রেস্তোরাঁটি মূলত তরুণদের জন্য। এখানে একটি স্পোর্টস লাউঞ্জ আছে। ফাস্টফুড ও মেক্সিকান—সব খাবার পাওয়া যাবে ৩৯০ টাকায়। আর তিনতলায় পরিবারসহ ইফতার-সাহরি করতে পারেন। এ জন্য ভ্যাটসহ খরচ ৮৪৪ টাকা। ২৫ থেকে ৩০ রকমের খাবার মিলবে এখানে।'

বনানীর ১১ নম্বর সড়কে সাহরি ও ইফতারের জন্য এমন ৩০-৩৫টি রেস্টুরেন্ট পাওয়া যাবে। এগুলোতে যেমন নির্ধারিত খাবার রয়েছে, তেমনি রয়েছে বুফে। ইফতার থেকে শুরু করে এক বসায় রাতের খাবার—সবই এখানে পাওয়া যায়। গতকাল বিকেলে গিয়ে দেখা গেল, প্রতিটি রেস্তোরাঁতেই মানুষের ভিড়। বিক্রেতারা বললেন, এখানকার ক্রেতারা প্রচলিত ইফতারির পাশাপাশি বিদেশি খাবার পছন্দ করেন।

সাকিবস ডাইনের পাশেই প্লাটিনাম হোটেল। সেখানেও বেশ ভিড়। লোকজন সারিতে দাঁড়িয়ে পছন্দের সব খাবার নিচ্ছেন। নানা ধরনের ফল থেকে শুরু করে পাকোড়া, ফিরনি, মাংসের নানা পদ, গাজরের হালুয়া, আস্ত মুরগি, তন্দুরি—সবই আছে এখানে। বাবা-মা-ভাই-বোন সবার সঙ্গে ধানমন্ডি থেকে এখানে ইফতার করতে এসেছেন বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের ছাত্র মিরাজুল ইসলাম। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, ছুটির দিন বলে পরিবারের সবাই এসেছেন।

প্লাটিনাম হোটেলের ইনচার্জ সাইফুর আল ইসলাম বলেন, 'আমাদের রেস্টুরেন্টের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, আমরা স্বাস্থ্যকর খাবারে মনোযোগ দিই। সন্ধ্যায় বুফে ইফতার করতে এসে রাতের খাবার খেয়ে ফিরতে পারবেন।'

রসনা বিলাসের সামনে গিয়ে দেখা গেল, লোকজন ইফতারির জন্য হালিম, দইবড়া, কাবাব, সাসলিক, জিলাপি, মোগলাইসহ নানা খাবার কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। রসনা বিলাসের ব্যবস্থাপক কাওসার আহমেদ বলেন, তাঁরা ৫২ ধরনের ইফতারি বিক্রি করছেন। তবে ১১ নম্বর সড়কের বিভিন্ন জায়গায় কাটাকাটি হচ্ছে। ফলে লোকজনের খুব দুর্ভোগ হচ্ছে।

১১ নম্বর সড়কে এশিয়ান বৃস্ত, এন্ট্রো, পিজা ইন, সাজনা, খাজনা মিঠাইসহ অনেক খাবারের দোকান রয়েছে। প্রতিটিতেই ইফতারসামগ্রী বিক্রি হচ্ছে।

বনানী এলাকার বাসিন্দা বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বশিরউদ্দিন বললেন, আগে তাঁরা শুধু পুরান ঢাকার ইফতারির বাজারের কথা জানতেন। কিন্তু কয়েক বছর ধরে বনানী ১১ নম্বর সড়কে ইফতারের বাজার বেশ জমে উঠেছে, সঙ্গে সাহরিও। তবে ১১ নম্বর সড়কের যে অবস্থা, তাতে এখানে চলাফেরাই কষ্টকর।

আগের বছরের তুলনায় ৪২ কোটি ডলার কম

২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১১ মাসে প্রবাসী আয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) দেশে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে ১ হাজার ৩৪৫ কোটি ৪৬ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৩৮৭ কোটি ৭৫ লাখ ৬০ হাজার ডলার।

সেই হিসাবে আগের অর্থবছরের চেয়ে এই অর্থবছরের ১১ মাসে প্রবাসী আয় কমেছে প্রায় ৪২ কোটি ২৯ লাখ ডলার বা ৩ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। প্রবাসী আয়-সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত মে মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ১২০ কোটি ৫৬ লাখ ২০ হাজার ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই মাসে যার পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩২ কোটি ১৮ লাখ ডলার। সেই হিসাবে, গত বছরের মে মাসের চেয়ে চলতি বছরের মে মাসে প্রবাসী আয় ৮ দশমিক ৭৯ শতাংশ কমে গেছে।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কম থাকায় প্রবাসীদের আয় কমে গেছে। ফলে প্রবাসী আয়ও কমে গেছে। তবে রমজানের কারণে চলতি মাসে তা আবার বেড়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধারণা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত মে মাসে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছে বেসরকারি ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংকটি গত মাসে প্রায় ২৮ কোটি ডলার প্রবাসী আয় দেশে এনেছে। এর বাইরে রাষ্ট্রমালিকানাধীন অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় ১৪ কোটি ও সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় ১১ কোটি ৫১ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় দেশে এসেছে।

রমজানে খাদ্যের অপচয় হুমকির মুখে পরিবেশ

অপচয় বন্ধে বাহরাইনের পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের আহ্বান

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে প্রতিবছর পবিত্র রমজান মাসে শত শত টন খাবার নষ্ট বা অপচয় করা হচ্ছে। খাবারের এই বর্জ্যে বছরে সরকারকে যেমন বিরাট অঙ্কের দিনার মাশুল গুনতে হচ্ছে, তেমনি নানা ধরনের ক্ষতি ও হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ। এই অভিমত একজন পরিবেশ বিশেষজ্ঞের।

বাহরাইনের পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ পরিষদ 'সুপ্রিম কাউন্সিল ফর এনভায়রনমেন্ট'-এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিটের প্রধান রেহান আহমেদ বলেন, প্রতিবছর রমজানে খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বাড়তে থাকায় কেবল যে বেশি আমদানি খরচ মেটাতে হচ্ছে তা-ই নয়, হচ্ছে খাবার অপচয়ও। অপচয় করা এ খাবারের বর্জ্য বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাসের অতিরিক্ত নিঃসরণের কারণ হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, এ মাসে মানুষ এত বেশি খাবার কিনছে এবং এর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ না খেয়ে উচ্ছিষ্ট আকারে ফেলে দিচ্ছে যে তাতে দেশে খাদ্যজাত বর্জ্যের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

রেহান আহমেদ বলেন, রমজানে প্রতিদিন কেনা খাবারের প্রায় ৩৫ শতাংশ না খেয়ে ফেলে দেওয়া হয়। তুলনামূলকভাবে বছরের অন্যান্য দিন এই হার ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ। তিনি বলেন, স্বাভাবিক সময় বাহরাইনে প্রায় ১৫-২৫ শতাংশ কেনা খাবার নষ্ট হয় বা পচে যায় এবং এর স্থান হয় ডাস্টবিনে। রমজান বা কোনো উৎসবের দিন সেটা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫ শতাংশে। খাবার নষ্ট করার এই হার অনেক উন্নত দেশের চেয়েও এখানে বেশি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুক্তরাজ্যে এই হার ৩৩ শতাংশ।

এই বিশেষজ্ঞ আরও বলেন, বাহরাইনে দৈনিক ৬০০ টনের বেশি অর্গানিক খাবার (প্রাণিজ খাবার) নষ্ট হয়ে গৃহস্থালির বর্জ্যে রূপ নেয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শুধু রমজানে মাছ, মাংস, মুরগি ও অন্যান্য প্রাণিজ খাবারের চাহিদা ৫০ শতাংশ বেড়ে যায়। একইভাবে বাড়ে শাকসবজি, ফলমূল ও দুগ্ধজাত খাবারের চাহিদা। রমজান ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোতে

ছবি : প্রতীকী

এসব খাদ্যপণ্য দ্রুত সুপার মার্কেট ও হিমাগারগুলো থেকে বিক্রির জন্য বাইরে আসে।

রেহান আহমেদ বলেন, 'এটা আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণে রাখা দরকার যে আমরা যদি এক টন খাবারের বর্জ্য এড়াতে সক্ষম হই, তবে এর বিপরীতে আমরা সাড়ে চার টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ রোধে সমর্থ হব।'

বর্জ্যের কারণে সৃষ্ট সমস্যা : প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ খাবারসামগ্রীর বর্জ্য বড় ধরনের পরিবেশগত সমস্যা তৈরি করছে। যেমন—এই বর্জ্য বা আবর্জনায় পাখি এসে বসছে এবং এরা এগুলো অন্যত্র ছড়াচ্ছে। বর্জ্যের কারণে ইঁদুর ও ক্ষতিকর বিভিন্ন কীটপতঙ্গের আক্রমণ বাড়ছে, মূল্যবান জায়গা দখল ও গ্রিনহাউস গ্যাসের সৃষ্টি হচ্ছে।

মানুষের আয়, জীবনযাত্রার মান ও পণ্য কেনার সক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে তাদের অপচয়ের প্রবণতার যোগসূত্র রয়েছে উল্লেখ করে রেহান আহমেদ বলেন, 'সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে খাবার নষ্ট হতে দেখা যাচ্ছে। মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য মৌলিক কাঁচামাল বা উপকরণের যথেচ্ছ ব্যবহারে আমরা যেভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি, তা পরিবেশগত ও নৈতিক—উভয় দিক থেকে অপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে।'

রমজানে মুসলমানেরা সারা দিন খাবার ও পানি গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এতে এ মাসে তাঁদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আসে। যেখানে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন না খেয়ে কাটান, সেখানে রমজানে একশ্রেণির লোক ইফতার ও সাহরিতে বিলাসী খাবারের নানা আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন।

রেহান আহমেদ বলেন, খাবারের এই অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে এক একটি পরিবার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার কেনে। ফলে গ্রাহক-চাহিদা মেটাতে সরবরাহকারীদের অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করতে হয়। এতে যেমন অর্থের অপচয় হয়, তেমনি রান্নার পর হয় আরেক দফা অপচয়। ইফতারে লোকজন যেসব খাবার খান তার বেঁচে যাওয়া অংশ তাঁরা রাতের খাবারে খেতে চান না। আবার সাহরির জন্য তৈরি হয় নতুন খাবারের মেন্যু। সেখানেও হচ্ছে অপচয়।

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) হিসাবে প্রতিবছর বিশ্বে এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মায় সম্মিলিতভাবে যত লোক মারা যায় এর চেয়ে বেশি লোক মারা যায় না খেয়ে। তা ছাড়া, একটা স্বাস্থ্যসম্মত ও কর্মোদ্দীপক জীবনধারণের জন্য যতটুকু খাবারের প্রয়োজন তা মেটাতে পারে না বিশ্বের প্রায় ৮৭ কোটি মানুষ।

এ অবস্থায় মুহাররাক মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলসিনান *গালফ ডেইলি নিউজ*কে বলেন, সুপার মার্কেট থেকে টাটকা অতিরিক্ত খাবার সংগ্রহ করে তা গরিব ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণের একটি উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চাপ দেবেন তিনি। আলসিনান বলেন, অবিক্রীত ভোজ্যসামগ্রী ফেলে দেওয়া বন্ধ করতে হবে। খাবারকে স্রষ্টার অনুগ্রহ আখ্যায়িত করে তিনি তা সংরক্ষণের আহ্বান জানান।

ইতিমধ্যে কর্মসংস্থান, মিউনিসিপ্যালিটিস ও নগর পরিকল্পনাবিষয়ক মন্ত্রী এসাম খালাফ এক নির্দেশ জারি করেছেন, যাতে খাবার নষ্টকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

নিখোঁজ আট বাংলাদেশির নাম-পরিচয় মিলেছে

কাতারে শ্রমিক ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারে একটি আবাসিক শ্রমিক ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একজন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। কাতার কর্তৃপক্ষ তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে। ওই ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছেন আটজন বাংলাদেশি কর্মী। নিখোঁজ এসব বাংলাদেশির নাম-পরিচয় জানা গেছে।

অগ্নিকাণ্ডে নিহত বাংলাদেশির নাম জাহাঙ্গীর আলম (৩৫)। তাঁর পাসপোর্ট নম্বর এ ডি ৮৮৫১৭১৩। পাসপোর্টে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের রাজারামপুরে। তাঁর বাবার নাম নিজামউদ্দীন।

আবু সামরা এলাকার পুলিশ স্টেশন থেকে নিহত ও নিখোঁজ বাংলাদেশিদের তালিকা পাওয়া গেছে। দুর্ঘটনার দিন তাঁরা সবাই ওই প্রকল্পে কাজ করছিলেন। তাঁরা সবাই ওই শ্রমিক ক্যাম্পে থাকতেন।

আশঙ্কা করা হচ্ছে, নিখোঁজ আটজন বাংলাদেশির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাঁরা হলেন ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার আবদুল ওয়াদুদের ছেলে মোহাম্মদ রাসুল মিয়া (২৪) (পাসপোর্ট নম্বর এডি ৮৫৬১৯২২), রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ওয়ারেছ আলীর ছেলে মহব্বত আলী (৩৬) (পাসপোর্ট নম্বর বিই ০৫৭৪৬৮৫), চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের ইকরামুলের ছেলে শাহিন (৩০) (পাসপোর্ট নম্বর বিবি ০৭৫৬০০৮), রাজশাহীর গোদাগাড়ীর বাসুদেবপুরের বৈদপাড়ার মনজুর রহমানের ছেলে সোহেল রানা (৩২) (পাসপোর্ট নম্বর বিএইচ ০১৪৫৬৯৩), কিশোরগঞ্জের কাটিয়াদী উপজেলার মন্টু মিয়ার ছেলে আলম (২৬) (পাসপোর্ট নম্বর এই ২২৭৬৮৯০), লক্ষ্মীপুর সদরের আবু তাহেরের ছেলে আবু তালেব (৩৬) (পাসপোর্ট নম্বর বিসি ০২৫৬৪৮১), কুমিল্লার দাউদকান্দির গোয়ালমারীর রহমতউল্লাহর ছেলে রকিব (৩০) (পাসপোর্ট নম্বর এসি ২৯০৭৭৪৭), কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার দুদু মিয়ার ছেলে আবুল (৩৯) (পাসপোর্ট নম্বর এএফ ৮৩৫০১৭৫)।

১ জুন রাতে সৌদি আরবের সীমান্তবর্তী শহর আবু সামরার আলআরিক এলাকায় আলআলি কোম্পানির একটি আবাসিক শ্রমিক ক্যাম্পে ওই আগুন লাগে। এতে মোট ১৩ জন শ্রমিক মারা যান। আহত হন আরও অন্তত ১২ জন। দুর্ঘটনার পর প্রায় দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও নিহত ব্যক্তিদের লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের লাশ বর্তমানে মর্গে রাখা আছে এবং আহত ব্যক্তিদের অনেকে চিকিৎসা নিয়ে কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর ওই আবাসিক ক্যাম্প থেকে সব শ্রমিককে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। দোহা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে একটি পর্যটন প্রকল্প 'সালওয়া ট্যুরিজম প্রজেক্টে' কাজ করতেন ওই সব শ্রমিক।

দূতাবাসের শ্রম কাউন্সেলর সিরাজুল ইসলাম গত সপ্তাহে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'অগ্নিকাণ্ডে নিহত বাকি মৃত ব্যক্তিদের লাশ এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। আমরা আশা করছি, নিহত বাকি ১৩ জনের মধ্যে নিখোঁজ বাংলাদেশিরা রয়েছেন কি না, শিগগিরই তা নিশ্চিত হতে পারব। আমরা বিষয়টি নিয়ে শিগগিরই আলআলি কোম্পানির সঙ্গে বৈঠকে বসছি।'

কাতারের আইন অনুযায়ী নিহত প্রত্যেক শ্রমিক ইনস্যুরেন্স বাবদ দুই লাখ রিয়াল (বাংলাদেশি ৪৩ লাখ টাকা) ক্ষতিপূরণ পাবেন। তবে এ জন্য নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে দূতাবাসকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি পেতে হবে। কাতারের বাংলাদেশ দূতাবাস নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হলে আইনি কার্যক্রম শুরু করবে বলে জানান দূতাবাসের শ্রম কাউন্সেলর।

‘কাতারে রমজান’ শিরোনামে বিশেষ কমিউনিটি বুলেটিনে প্রকাশিত জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন কাতার শাখার বিজ্ঞাপনে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ‘মোখলেছুর রহমান’-এর পরিবর্তে ভুলক্রমে ‘খালিকুর রহমান’-এর নাম ছাপা হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

কমিউনিটি বুলেটিন কর্তৃপক্ষ

বাহরাইনে ট্রাফিক ক্যামেরা চালু

প্রথম আলো ডেস্ক ●

চালকের সর্বোচ্চ গতিসীমা লঙ্ঘন, সিগন্যাল উপেক্ষা, অবৈধ ওভারটেকিং, মুঠোফোনে কথা বলা, সিটবেল্ট না বাঁধা চিহ্নিত করবে সিসিটিভি

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের হাতেনাতে ধরতে বাহরাইনের পুলিশ ১০ জুন থেকে শক্তিশালী ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি) ক্যামেরা চালু করেছে। দেশের প্রধান প্রধান সড়ক এবং মোড়ে যানবাহনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে সক্রিয় থাকবে এসব ক্যামেরা। সড়কে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা নিরসনে এ উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।

গাড়িচালকেরা গতিসীমা অমান্য করলে, লাল বাতির সংকেত উপেক্ষা করলে, অন্য গাড়িকে অবৈধভাবে পেছনে ফেললে (ওভারটেক), চলন্ত অবস্থায় মুঠোফোনে কথা বললে, সিটবেল্ট না বাঁধলে স্মার্ট সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

ট্রাফিক পুলিশের মহাপরিচালক শাইখ নাসের বিন আবদুলরহমান আল খলিফা বলেন, উচ্চপ্রযুক্তির এসব স্মার্ট ক্যামেরাগুলো পরীক্ষামূলক ব্যবহারে কার্যকারিতার প্রমাণ দিয়েছে। সড়কের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়নে এ উদ্যোগ সফল হবে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আশা করছে। এ বিষয়ে আরও কিছু প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কয়েকটি এলাকায় কেবল স্থানীয় বাসিন্দাদের গাড়ি প্রবেশের অনুমতি, পার্ক ও রাইড স্কিম, গাড়ির নির্দিষ্ট বয়স পেরোনোর পর নিষেধাজ্ঞা, মোটরসাইকেলের জন্য নতুন

রাজধানী মানামাসহ বাহরাইনের বিভিন্ন এলাকায় প্রধান প্রধান সড়কে ট্রাফিক ক্যামেরা লাগানো হয়েছে ● সৌজন্যে : গালফ ডেইলি নিউজ

আইন, বাইসাইকেলের জন্য বিশেষ লেন এবং কয়েকটি জায়গায় গণপরিবহন চলাচলের সুযোগ দিতে অন্যান্য যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ প্রভৃতি।

বাহরাইনের সব রাস্তায় নতুন পার্কিং মিটার স্থাপনের প্রস্তাব আগেই দেওয়া হয়েছে। গাড়িচালকদের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে একটি পয়েন্ট ব্যবস্থা গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে চালু হয়েছে। এদিকে একটিমাত্র লাইনের রেলপথ চালুর কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য ১০ লাখ বাহরাইনি দিনারের একটি গবেষণায় দেখা যায়, বাহরাইনের রাস্তাঘাটে গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ লাখ ১১ হাজার ৫৭৮টি যানবাহন চলাচল করেছে, যা ২০১১ সালের চেয়ে ৪ লাখ ৭৮ হাজার বেশি।

সড়ক নিরাপত্তা ও গাড়িচালকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ট্রাফিক পুলিশ একটি সমন্বিত অভিযান শুরু করেছে। বাহরাইনের ই-গভর্নমেন্ট পোর্টালে ই-কি চালু করার মাধ্যমে গাড়িচালকেরা জানতে পারবেন, তাঁরা ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করছেন কি না। এ ক্ষেত্রে অনলাইনে জরিমানা পরিশোধের সুযোগও রয়েছে তাঁদের জন্য। ট্রাফিক পুলিশের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা গত মাসে বলেছেন, গাড়িচালকেরা চলন্ত অবস্থায় অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছেন। এতে মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। চলন্ত অবস্থায় মুঠোফোন স্পর্শ করলেই কঠোর ট্রাফিক আইনের বিচারে দণ্ড ও ৫০০ দিনার পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকলেও এই 'বিপজ্জনক প্রবণতা' বন্ধ হচ্ছে না।

ট্রাফিক কালচারের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওসামা মোহাম্মদ বাহার বলেন, দুর্ঘটনার ধরন পাল্টাচ্ছে। আগে অধিকাংশ দুর্ঘটনায় দুই বা ততোধিক যানবাহন থাকত। মূলত গতিসীমা লঙ্ঘন, অবৈধ ওভারটেকিং অথবা অসতর্ক চালনাই ছিল কারণ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অন্য রকম কিছু দুর্ঘটনা। গাড়ি নিজে নিজেই দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। চালকেরা অমনোযোগী এবং মুঠোফোনে নিমগ্ন থাকার কারণেই এমন ঘটছে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন কাতার শাখার সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ছবি পুনঃপ্রকাশ করা হলো।

শামসউদ্দীন খান
সভাপতি
জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন

মোখলেছুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সা. সম্পাদক
জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন